চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 129 Monday, 10 April, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ১২৯ সংখ্যা ✱ ২৬ চৈত্র, ১৪২৯, সোমবার, ১০ এপ্রিল, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

রাজ্যগুলিতে বাধ্যতামূলক হচ্ছে মাস্ক

দেশজুড়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ

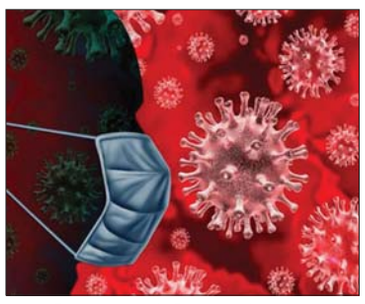

দুরন্ত বার্তা, নয়াদিল্লি, কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে করোনা ভাইরাস। পরপর দু'দিন দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছিল ৬ হাজার। রবিবার সেই সংক্রমণ সামান্য কমলেও চিন্তা বাড়াচ্ছে সামগ্রিক চিত্র। আগেভাগে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ইতিমধ্যে দুই রাজ্য ও এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকও মাস্ক ফেরানোর সুপারিশ করেছে। রবিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৫ হাজার ৩৫৭ জন। গত দু'দিন এই সংখ্যাটা ছিল ৬ হাজারের সামান্য বেশি। বর্তমানে গোটা দেশে আক্রান্তের সংখ্যা ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬১৬। স্বস্তি দিয়ে দেশের দৈনিক পজিটিভিটি রেট কমে দাঁড়িয়েছে ৩.৩৯ শতাংশ। সাপ্তাহিক পজিটিভিটি রেটও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৫৪ শতাংশ। দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও প্রতিদিন একটু একটু করে বাড়ছে। বর্তমানে অ্যাকটিভ রোগীর সংখ্যা ৩২ হাজার ৮১৪। গত ২৪ ঘণ্টায় মারণ ভাইরাস প্রাণ কেড়েছে মোট ১১ জনের। ফলে দেশের মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৯৬৫ তবে এরই মধ্যে স্বস্তি দিচ্ছে সুস্থতার হার। ৯৮.৭৪ শতাংশ রোগীই করোনাকে হার মানিয়েছেন। গত কয়েক বছরের বিপদ থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আগেভাগেই সতর্ক কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। তড়িঘড়ি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করে কেন্দ্রী মাস্ক ফেরানোর পরামর্শ দিয়েছে। সেই মতো তিনটি রাজ্য জনবহুল এলাকায় মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে হরিয়ানা, কেরল ও পুদুচেরি। হরিয়ানা সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যের সরকারি অফিস, শপিং মল সহ যে যে জায়গায় ১০০'র বেশি মানুষের জমায়েত হওয়ার সম্ভাবনা, সেখানে মাস্ক পরতেই হবে। কেরলের তরফে অন্তঃসত্ত্বা, বয়স্কদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। পুদুচেরিতেও জনবহুল এলাকায় মাস্ক পরার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।

শিবপুরে যেতে বাধা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের প্রতিনিধিদের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ এপ্রিল ঃ দ্বিতীয় হুগলী সেতু টোলপ্লাজার কাছেই পুলিশের বাধা পেয়ে শিবপুরের অশান্তির ঘটনার বিষয় জানতে আসা প্রতিনিধি দলকে ফিরতে হলো। এই নিয়ে রবিবার সকালে দু'পক্ষের তীব্র বাদানুবাদ হয়। শেষ পর্যন্ত ফিরে যান প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। গত রামনবমীতে শিবপুরের কাজীপাড়ায় অশান্তির পর রবিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের প্রতিনিধিরা হাওড়ায় আসেন। ওই প্রতিনিধি দলের সদস্যদের শিবপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় যাবার কথা ছিল। যদিও তাদের টোলপ্লাজার কাছে পুলিশ বাধা দেয়। ছয় সদস্যের এই দল দ্বিতীয় হুগলী সেতুর টোলপ্লাজাতে পুলিশের বাধায় আটকে পড়েন। এরপর ফিরে যান তাঁরা। এই বিষয়ে ওই প্রতিনিধি দলের তরফে রাষ্ট্র মহিলা আয়োগের পূর্ণ সদস্য তথা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী চারু আলি খান্না বলেন, কোথাও মানুষকে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। কোথাও মারামারি, অশান্তি হচ্ছে। সেই কারণে মানবাধিকার সংস্থার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম নির্যাতিতদের কাছে গিয়ে কি ঘটনা ঘটেছে তা জানার জন্য যাচ্ছিল। সেখানে ওই দিন প্রকৃত কি ঘটনা ঘটেছিল তা জানতেই যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু আমাদের ঘটনাস্থলে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। এই দেখে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে রাজ্য সরকার কিছু লুকোনোর চেষ্টা করছে। ৫ জন সেখানে শান্তিপুর্ণভাবে গিয়ে আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করবে। এতে কি আইনশৃঙ্খলা খারাপ হয়ে যাবে? রাজ্য সরকার ভয় পাচ্ছে। এরপর ৩-র পাতায়

আজ যন্তর মন্তরে ধরনা

দিল্লি পৌঁছলেন ডিএ আন্দোলনকারীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ বকেয়া মহার্ঘ ভাতার দাবিতে আগামী ১০ এবং ১১ এপ্রিল দিল্লির যন্তর মন্তরে অবস্থানে বসছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। জানা গিয়েছে, হাওড়া থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসে করে শনিবার বিকালেই দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিরা। আন্দোলনকারীদের দাবি, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান দিল্লিতে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে সম্মত হয়েছেন। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছেও মঞ্চ তাদের দাবি সনদ পেশ করবে বলে জানিয়েছে। জানা গিয়েছে, এদিন হাওড়া স্টেশন থেকে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্য তথা সরকারি কর্মচারীদের ১০০ জনের একটি দল দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেয়। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতা বিশ্বজিৎ মিত্র। তাঁদের দাবি, ৭৩ দিন কলকাতার ধর্মতলায় ধরনায় বসেছি। রাজ্য সরকারের কাছে বারবার আবেদন করেছি, তিন দফা দাবির সমর্থনে। সরকার সেই দাবিগুলিতে কর্ণপাত করেনি। তাই আমরা দিল্লিতে ধরনায় বসে প্রতিবাদ করব। জানা গিয়েছে, প্রায় ৬০০ জন বিভিন্ন ট্রেনে দিল্লি যাবেন এবং ডিএ-র দাবিতে ধরনা মঞ্চে যোগ দেবেন।

নববর্ষে কলকাতা পাবে আরও এক অডিটোরিয়াম!

উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা,৯ এপ্রিল ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় রাজ্যে তৈরি হয়েছে একাধিক চোখ ধাঁধানো সব অডিটোরিয়াম। এবার পয়লা বৈশাখের আগেই আরও একটি অডিটোরিয়াম পাচ্ছে তিলোত্তমা। আগামী ১৩ জানুয়ারি যার উদ্বোধন করবেন খোদ মুখ্যমমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার আলিপুর এলাকায় যে একটি সুবিশাল প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হতে চলেছে, তা আগেই জানানো হয়েছিল রাজ্যের তরফে। শিলান্যাসের সময় তার নামধামও ঠিক হয়ে যায়। এর নাম 'ধনধান্য' রাখার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০১৮ সালে অডিটোরিয়ামটি তৈরির কাজ শুরু করে পূর্তদপ্তর। নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন। ১৫ এপ্রিল বাংলার নববর্ষ। তার আগেই এর দরজা খুলে দিতে চেয়েছিল পূর্তদপ্তর। সেই পরিকল্পনা মাফিকই আগামী ১৩ এপ্রিল 'ধনধান্য'র উদ্বোধন করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কী বিশেষত্ব এই অডিটোরিয়ামের তা জানার ইচ্ছে সকলেরই করছে। তাই বলে দেওয়া ভালো, বাইরে থেকে এটি দেখতে একেবারে শঙ্খের আকারের। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, এর দৈর্ঘ্য ৫১০ ফুট এবং চওড়া ২১০ ফুট। এই অডিটোরিয়ামে রয়েছে দু'হাজার আসন বিশিষ্ট সভাঘর। সঙ্গে ৫৪০টি আসনের আরও একটি সভাগৃহ। এখানেই শেষ নয়, রয়েছে স্ট্রিট থিয়েটার। যেখানে একসঙ্গে ৩০০ দর্শক বসে শো উপভোগ করতে পারবেন। আলাদা অনুষ্ঠানের জন্য থাকবে আলাদা বিভাগ। ব্যাঙ্কোয়েট হল থেকে ফুড পার্ক সবই থাকবে এখানে। এর নিচের তলায় গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। দু'টি ভাগে ২৫০টি গাড়ি একসঙ্গে রাখা যাবে। পাশাপাশি সবরকম অত্যাধুনিক পরিষেবা পাবেন আগতরা। শঙ্খের ধাঁচের ছ'তলার এই অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম গড়তে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার মেট্রিক টন ইস্পাত ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্বোধনের পরপরই সাধারণের জন্য খুলে যেতে পারে 'ধনধান্য'। রাজ্যের ও রাজ্যের বাইরের সমস্ত পর্যটকরা এখানে এলে তাদের ভালো লাগবে বলেই মনে হচ্ছে। তবে এই অডিটোরিয়ামে প্রবেশের মূল্য ঠিক কত তা সঠিক জানা যায়নি। তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রবেশে কোনও বাধা থাকবে না বলেই জানা গিয়েছে। তাই মনে করা হচ্ছে শীতকালে এখানে ভিড় ভালোই হবে। তাছাড়া অন্যান্য সময়ে এখানে ভিড় হবে এটা ধরে নিয়েই করা হচ্ছে। মুখমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে রাজ্যের সমস্ত সাধারণ মানুষই সাধুবাদ জানিয়েছেন। তারা বলছেন তিনি যে ভাবে একের পর এক ভালো ভালো জিনিস করছেন, তাদের রাজ্যের উন্নয়নের গতি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

দেশের অন্য কোনও রাজ্যে এই ভাবে কাজ হচ্ছে না। তাই এখন সকলেই অপেক্ষা করছেন কবে সেই দিনটা আসবে তা নিয়ে।

আদিবাসী সমাজের জীবন ও ঐতিহ্য থেকে কিছু শিক্ষা নেওয়া উচিত ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল ঃ অস্কার বিজয়ী ডকুমেন্টারি দ্য এলিফ্যান্ট হুইসপারস -র নায়ক দম্পতি বোম্যান এবং বেইলির সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার পরে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আদিবাসী সমাজের জীবন ও ঐতিহ্য থেকে আমাদের কিছু শেখা উচিত। প্রধানমন্ত্রী রবিবার কর্ণাটকে ইন্টারন্যাশনাল বিগ ক্যাটস অ্যালায়েন্স চালু করলেন শিকার এবং বন্যপ্রাণী বাণিজ্য রোধ করার লক্ষ্যে। প্রধানমন্ত্রী মুদুমালাই টাইগার রিজার্ভের থেপ্পাকাদু হাতি ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। এখানে তিনি মহাবতদের সাথে মতবিনিময় করেন। বোম্যান এবং বেইলির দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পার্স ৯৫ তম একাডেমি পুরস্কারে সেরা ডকুমেন্টারি শর্ট ফিল্ম জিতেছে। এই ৪১ মিনিটের সংক্ষিপ্ত ডকুমেন্টারিটি রঘু, একটি অনাথ হাতি এবং তার তত্ত্বাবধায়ক, বোম্যান এবং বেইলি নামে মাহুত দম্পতির মধ্যে সম্পর্কের কথা। তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে শিকারীদের থেকে বাঁচানোর এক কাহিনী। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পার্স'-এর অস্কার প্রকৃতি ও প্রাণীর মধ্যে চমৎকার সম্পর্কের আমাদের উত্তরাধিকারকে প্রতিফলিত করে। মিশন লাইফ পরিবেশের জন্য জীবনধারার দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে উপজাতি সমাজের জীবনধারাও অনেক সাহায্য করে। এদিনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অসমের তেজপুর এয়ার ফোর্স স্টেশন থেকে একটি সুখোই ৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ঐতিহাসিক ফ্লাইটকে অনুপ্রেরণামূলক বলে বর্ণনা করলেন। প্রধানমন্ত্রী টুইট করেছেন যে, তাঁর ফ্লাইট প্রত্যেক ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করেছে। রাষ্ট্রপতিজি বারবার ব্যতিক্রমী নেতৃত্ব দেখিয়েছেন। প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রপতি মুর্মু তেজপুর এয়ার ফোর্স স্টেশন থেকে সুখোই ৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমানে একটি ঐতিহাসিক যাত্রা করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি মুর্মু তৃতীয় রাষ্ট্রপতি তথা দ্বিতীয় মহিলা রাষ্ট্রপতি যিনি এমন বিমান চালালেন। এদিনই প্রধানন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রকাশ করলেন বাঘ সুমারির রিপোর্ট। দেশে বাড়ল বাঘের সংখ্যা। ২০১৮-র পর বাঘ সুমারির রিপোর্ট প্রকাশ পেল রবিবার। প্রধানমন্ত্রী মোদি জানিয়ে দিলেন, এই মুহূর্তে দেশে বাঘের সংখ্যা ৩ হাজার ১৬৭। গত ৪ বছরে দেশে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে ২০০। পাশাপাশি দেশে সিংহের এরপর ৩-র পাতায়

'সিপিএম টেকনিক্যাল চোর', ফের খোঁচা শোভনদেবের

দুরন্ত বার্তা, বারাকপুর, ৯ এপ্রিল ঃ বাম আমলের দুর্নীতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আবার বেফাঁস কথা বলে ফেললেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তিনি এক সভায় বললেন, আমাদের লোকেরা হাত পেতে টাকা নিয়েছে, সিপিএম চুরি করেছে সাইন্টিফিক্যালি। তৃণমূল বিধায়কের এই মন্তব্যে শোরগোল রাজনৈতিক মহলে। নিন্দায় সরব হয়েছে বামেরা। রাজ্যজুড়ে এখন চর্চায় নিয়োগ দুর্নীতি। ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছেন তৃণমূল সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রীসহ একাধিক আধিকারিক। এই পরিস্থিতিতে বামআমলের দুর্নীতি বারবার প্রকাশ্যে আনার চেষ্টা করছে তৃণমূল। তাঁদের কথায়, দুর্নীতিকে তারা সমর্থন করেন না তবে এমনটা বাম আমলেও হয়েছে। একাধিক নথি প্রকাশ্যে এনেছেন তাঁরা। উত্তর ২৪ পরগনার

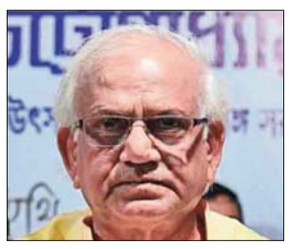

খড়দহের সভা থেকে আরও একবার সেটাই দাবি করলেন বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তথা রাজ্যের মন্ত্রী। তিনি বললেন, আমাদের লোকগুলো হাত পেতে টাকা নিয়েছে। দুর্নীতি বামেরাও করেছে। চাকরি ওরাও দিয়েছে। তবে সেটা খুব সাইন্টিফিক্যালি। কমিশনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজেদের লোক নিয়েছে। তার বদলে মাসে মাসে পার্টি অফিসে কমিশন নিত। ওরা টেকনিক্যাল চোর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় প্রথম নন, আরও অনেক তৃণমূল নেতা বাম আমলের দুর্নীতি নিয়ে। উদয়ন গুহ, তাপস চট্টোপাধ্যায়ের মতো নেতারা (যাঁরা একটা সময়ে সিপিএম নেতা ছিলেন) দাবি করেছেন, তাঁরা সিপিএমের দুর্নীতির সাক্ষী। তবে এসব কথাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চায় না বামেরা। বারবার শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানিয়েছে তারা। তবে কোনও ভাবেই সেই শ্বেত পত্র প্রকাশ করা হয়নি বলে তারা জানিয়ে দেয়।

'বয়স হচ্ছে, এবার যাওয়ার পালা' ঃ ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ পার্কিং ফি ইস্যু নিয়ে বিতর্কে মধ্যেই হতাশার সুর শোনা গেল ফিরহাদ হাকিমের গলায়। তিনি বললেন, ২৫ বছর ধরে মানুষের জন্য কাজ করছি। বয়স হচ্ছে, এবার যাওয়ার পালা। তাঁর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। নিন্দুকরা বলছেন, পার্কিং নিয়ে অশান্তির জেরেই দলের উপর খানিকটা ক্ষুব্ধ পুরমন্ত্রী। রবিবার চেতলায় ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই গিয়েছিলেন ফিরহাদ হাকিম। সেখানে তিনি বলেন, ২৫ বছর ধরে মানুষের কাজ করছি। এখন বয়স হচ্ছে। আজ এক দাদাকে দাহ করে এলাম। একদিন আমাকেও চলে যেতে হবে। নতুনদের জায়গা করে দিতে হবে। ফিরহাদ হাকিমের এই মন্তব্য নিয়ে কাঁটাছেঁড়া শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। অনেকেই দাবি, দলের প্রতি অভিমানের জেরেই এমন কথা। গত কয়েকদিন ধরেই পার্কিং ফি নিয়ে বিতর্ক চলছে। তবে প্রকাশ্যে এ বিষয়ে একটি শব্দও বলেননি ফিরহাদ। তবে ওয়াকিবহল মহলের ধারণা ছিল, বিষয়টা একেবারেই ভালভাবে দেখছেন না পুরমন্ত্রী। এদিনের মন্তব্যের পর অনেকেরই ধারণা, দলের প্রতি অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ করলেন ফিরহাদ। যদিও বিষয়টাকে সেভাবে দেখতে নারাজ তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, এখানে বিতর্ক কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। উনি সিনিয়র নেতা। যা বলেছেন, জীবনদর্শনের কথা বলেছেন। সেটাকে অন্যভাবে দেখার কোনও কারণ নেই।

আন্দোলন প্রত্যাহারের আশ্বাস কুরমি সমাজের

নবান্নের চিঠি পেয়ে

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৯ এপ্রিল ঃ নবান্নের থেকে চিঠি পাওয়ার পর প্রায় ১২০ ঘণ্টা পরে পুরুলিয়ার কুস্তাউরে উঠল কুড়মিদের অবরোধ। তবে পশ্চিম মেদিনীপুরের খেমাশুলিতে এখনও অবরোধ চলছে। সেখানকার নেতৃত্ব জানাচ্ছেন, তাঁদের কাছে এখনও কোনও নির্দেশিকা আসেনি, তাই অবরোধ চলবে। বিগত কয়েক দিন ধরেই কুমড়ি আন্দোলনের জেরে স্তব্ধ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল। নবান্নের থেকে চিঠি পাওয়ার পর নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে কুড়মি সমাজের পক্ষ থেকে আন্দোলন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করলেন কুড়মি সমাজের মুখ্য উপদেষ্টা অজিত প্রসাদ মাহাতো। তিনি জানান, প্রচণ্ড গরমে কষ্ট হচ্ছে। পাশাপাশি রেল বন্ধের জন্য সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। তাই সকল সমস্যার কথা ভেবেই অবরোধ তুলে নেওয়া হচ্ছে। যদিও তিনি জানিয়েছেন, প্রশাসনের তরফ থেকে সেভাবে কোনও সহযোগিতা পাননি। তবে অবরোধ উঠলেও আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছে কুড়মিরা। পশ্চিমবঙ্গ কুড়মি সমাজের রাজ্য নেতা রাজেশ মাহাতো রবিবার জানান, 'মানুষের সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু কুড়মি সমাজের যে দাবি, সেটা তো পূরণ হচ্ছে না। প্রশাসনের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আন্দোলন বন্ধ হবে না। প্রয়োজনে আরও জায়গায় অবরোধ শুরু হবে।' রেল অবরোধ পাঁচদিন ধরে চলছে, ওদিকে জাতীয় সড়কে অবরোধের জেরে ছ'দিন ধরে ব্যহত যান চলাচল। জাতীয় সড়ক ১০০ ঘন্টারও বেশি অবরুদ্ধ হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন মানুষ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খেমাশুলির রেল স্টেশন এবং জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধের জেরে সমস্যায় পড়ছেন মানুষজনেরা। ট্রাক চালকেরাও সমস্যার সম্মুখীন। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছে জেলা প্রশাসন। প্রসঙ্গত, শনিবার রাতে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন কুড়মি আন্দোলনের নেতৃত্ব। যদিও আলোচনা করে কোনও সমাধান মেলেনি। প্রতিদিনই বহু ট্রেন বাতিল করতে হচ্ছে। যার ফলে সমস্যায় পড়ছিলেন যাত্রীরা। পাশাপাশি রেলের তরফে আবেদন জানানো হয়েছিল, রাজ্য সরকার যাতে জিআরপি এবং রাজ্য পুলিশের মাধ্যমে এই অবরোধ তোলার ব্যবস্থা করে।

এপ্রিলেই আরও গরম

কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ মার্চ মাসে ঠান্ডায় কিছুটা স্বস্তি ছিল। কিন্তু, এপ্রিল আসতেই রুদ্রমূর্তি নিল আবহাওয়া। গত সাত বছরের মধ্যেই এটাই উষ্ণতম এপ্রিল, জানাচ্ছেন আবাহওয়াবিদরা। ২০১৬ সালের পর এখনও পর্যন্ত চলতি এপ্রিল মাস সবথেকে উষ্ণ। রবিবার পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় রয়েছে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা। মার্চে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের জেরে কলকাতার তাপমাত্রা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছিল। কিন্তু, এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে রীতিমতো ভোলবদল আবহাওয়ার। সকাল থেকেই ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। দুপুরে রোদের কড়া তেজে বাইরে বার হওয়া 'অসম্ভব'। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, গতকাল কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি এবং রবিবার সকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৮৭ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৩১ শতাংশ।রবিবার আরও বাড়তে পারে তাপমাত্রার পারদ। এদিন কলকাতার তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। আপাতত কলকাতায় বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই।

আদানিকে সমর্থন করায় পাওয়ারকে 'লোভী' কটাক্ষ কংগ্রেস নেত্রীর

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল ঃ প্রথমে সাভারকরকে নিয়ে রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের বিরোধিতা, পরে আদানি ইস্যুতে কতকটা বিজেপির সুরেই কথা বলতে শোনা গিয়েছে শরদ পওয়ারকে। এরপর টুইট করে এনসিপি সুপ্রিমোকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন কংগ্রেস নেত্রী অঙ্কা লম্বা। তিনি শরদ পওয়ারকে 'লোভী' বলেন। সঙ্গে আদানি ও শরদের একটি পুরোনো ছবি পোস্ট করেন। এই ঘটনায় মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক মহলে ধুন্ধুমার শুরু হয়েছে। পালটা অঙ্কা এবং রাহুল গান্ধীকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। গেরুয়া নেতার মন্তব্য, রাহুল গান্ধী ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে বিকৃত করছেন। ঘটনা পরম্পার সূত্রপাত সপ্তাহ খানেক আগে। সাভারকারকে নিয়ে রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার। তিনি বলেন, এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুত্ববাদী নেতা সাভারকারের অবদানকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। কেউ তাঁর মতাদর্শের সঙ্গে সহমত নাও হতে পারেন। তবে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেটা কোনও জাতীয় বিষয় হতে পারে না। কারণ, নজর দেওয়ার জন্য আরও অনেক ইস্যু রয়েছে। কংগ্রেস পাওয়ারের এই মন্তব্যই চটে যায়।

এরপর আদানি ইস্যুতে বিজেপির সুরে মন্তব্য করেন প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা। বলেন, আমি মনে করি হিন্ডেলবার্গ রিপোর্টে আদানিদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কংগ্রেসের জেপিসি চাওয়া নিয়ে তাঁর মন্তব্য, হয়তো কংগ্রেস বিষয়টাকে জিইয়ে রাখতে চায়। আরও বলেন, আমি মনে করি আদানি প্রসঙ্গকে প্রয়োজনের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। হিন্ডেলবার্গের নাম ক'জন জানত? তাদের রিপোর্টে হইচই পড়ে গেল, অথচ তা যে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে আঘাত করল, আমাদের দেশের ক্ষতি হল, সেই বিষয়ে কেউ ভাবছেন না। এর পরেই পওয়ারকে 'লোভী' বলে আক্রমণ করেন কংগ্রেস নেত্রী অঙ্কা লম্বা। টুইট করেন, ভীতুলোভীরা আজ ব্যক্তিগত স্বার্থে স্বৈরাচারী ক্ষমতাবানদের জয়গান গাইছে। দেশের মানুষের লড়াই রাহুল গান্ধী একাই লড়ছেন। পুঁজিবাদী চোরদের সঙ্গে লড়াই করছেন, পাশাপাশি চোরদের রক্ষাকারী প্রহরীদের সাথেও লড়ছেন তিনি। এরপরই উত্তাপ বাড়ে মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক মহলে। কংগ্রেস নেত্রীর বিরোধিতায় সরব হয়েছেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। অঙ্কার পাশাপাশি তিনি রাহুল গান্ধীকেও আক্রমণ করেছেন। এদিকে কংগ্রেস নেতার একটি ছবি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কং-বিজেপি তর্যা তুঙ্গে। ভাইরাল হয়েছে সেই ছবি। সম্প্রতি এক সাংবাদিক খবর সম্প্রচার করে দাবি করেছিলেন, সাংসদপদ বাতিল হওয়ার পর এক ইতালিয়ান রেস্তোঁরায় গিয়ে সময় কাটিয়েছিলেন রাহুল। যার পর কংগ্রেসের তরফে ওই সাংবাদিককে তোপ দাগা হয়। পালটা রাহুলের ইতিলায়ান রেস্তোরায় বসে থাকার ছবি টুইট করেন ওই সাংবাদিক। এরপরই আসরে নামে গেরুয়া শিবির। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য টুইট করেন, রাহুল গান্ধীর 'তপস্বী' ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে বলেই অস্বস্তিতে কংগ্রেস। পালটা টুইট করেছে কংগ্রেসও।

রবিবারও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম হয়েছে

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিলঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও আজ রবিবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় এগারো মাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।রবিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

মধ্যপ্রদেশের অনেক জেলায় হল ভারী বৃষ্টির সঙ্গে শিলাবৃষ্টি

ভোপাল, ৯ এপ্রিলঃ মধ্যপ্রদেশে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও বেশিরভাগ জেলা এখনও গ্রীষ্মের পুরো তাপ অনুভব করছে না। আবহাওয়ার স্তরে মধ্য মধ্যপ্রদেশ থেকে দক্ষিণ তামিলনাড়ু পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ট্রু বা বাতাসের ব্যাঘাত দৃশ্যমান। এর সাথে, একটি ঘূর্ণিঝড় সঞ্চালন দক্ষিণ রাজস্থানের মধ্যাঞ্চলে নিম্ন ট্রপোস্ফিয়ারের স্তরে দৃশ্যমান, যার সরাসরি প্রভাব রয়েছে মধ্যপ্রদেশে, যার কারণে কিছু জায়গায় শিলাবৃষ্টি সহ হালকা বা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী দুদিন এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।রাজ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানী ভোপালে প্রবল বাতাসের সঙ্গে ভারী বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি হয়েছে। এর পাশাপাশি গুনা, ইঃদার, বিদিশা, রেওয়া, জবলপুর, উজ্জয়িনী, রাইসেন, শাহদোলে হালকা থেকে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আবহাওয়াবিদ এইচ.এস. পান্ডে বলেন, কেবল মধ্যপ্রদেশেই নয়, বিদর্ভ, ওডিশা, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা, কেরলের বিচ্ছিন্ন জায়গায়ও প্রবল বাতাসের সাথে বজ্রপাত এবং বজ্রপাতের সম্ভাবনা এখনও থাকবে।

মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রকে খোঁচা অভিষেকের

আলিপুরদুয়ার, ৯ এপ্রিল ঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় নানা সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রকে খোঁচা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।গত শনিবার আলিপুরদুয়ারে দলের সভায় তিনি দেশের নিত্য প্রয়োজনীয় সব সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে খোঁচা দিতে দেখা যায় অভিষেককে। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ বলেন, ওরা বলেছিল না আচ্ছে দিন আনেওয়ালে হ্যায়? সরষের তেলের দাম দু'শো টাকা। আপনি যদি বাজারে গিয়ে বলেন, জয় শ্রীরাম, সরষের তেলটা ফ্রিতে পান? বিজেপি জিঃদাবাদ বলে পান? খুব তো জয় শ্রীরামের নামে ভোট চেয়েছিল! এখনও দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। কিন্তু পঞ্চায়েত ভোটের দামামা একরকম বেজেই গিয়েছে। এই অবস্থায় আলিপুরদুয়ারে এক জনসভায় বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করতে দেখা গেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। একশো দিনের কাজ থেকে নানা ইস্যুতে কেন্দ্রকে কোণঠাসা করার পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক তাস খেলার অভিযোগেও সরব হলেন অভিষেক। গত শনিবাসরীয় সভায় কেন্দ্র সরকার বকলমে বিজেপিকে তোপ দেগে তিনি বলেন, এরা শুধুমাত্র তৃণমূলের

আন্তর্জাতিক বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের একটি প্রচেষ্টাঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী

মহীশূর, ৯ এপ্রিল ঃ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ একটি সর্বজনীন বিষয়। ইন্টারন্যাশনাল বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য একটি প্রচেষ্টা বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রধানমন্ত্রী মোদী রবিবার ইন্টারন্যাশনাল বিগ ক্যাটস অ্যালায়েন্স (আইবিসিএ) চালু করেছেন। এ সময় তিনি বাঘের স্ট্যাটাস রিপোর্ট প্রকাশ করে ঘোষণা করেন, দেশে ৩১৬৭টি বাঘ রয়েছে। ২০১৯ সালে বিশ্ব বাঘ্র দিবসে তিনি এশিয়ায় অবৈধ বন্যপ্রাণী ব্যবসা এবং শিকারের বিরুদ্ধে একটি জোটের আহ্বান জানিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক

বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স এই চেতনারই সম্প্রসারণ।প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রজেক্ট টাইগারের সাফল্য শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য গর্বের বিষয়। এবং এটি আমাদের জন্য আরও আনন্দের যে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পরে বিশ্বের বাঘের জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ শতাংশ শুধুমাত্র ভারতে রয়েছে। এ সময় প্রধানমন্ত্রী 'প্রজেক্ট টাইগার'-এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠানেরও উদ্বোধন করেন।এসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা পরিবেশ ও অর্থনীতির মধ্যে সংঘাতে বিশ্বাস করি না, তাদের সহাবস্থানকে গুরুত্ব দিই। এছাড়াও, ভারত এমন একটি দেশ যেখানে প্রকৃতি সংরক্ষণ সংস্কৃতির একটি অংশ। তিনি আরও বলেন, সর্বত্র বিগ ক্যাটের উপস্থিতি স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রা এবং সেখানকার পরিবেশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এসব কারণে টাইগার রিজার্ভে পর্যটকদের সংখ্যা বেড়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের জল প্রকল্পের উদ্বোধন হল চন্ডীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতে

চন্ডীতলা,(হুগলী)ঃমাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের জল প্রকল্প। সেই জল প্রকল্পর উদ্বোধন হলো চন্ডীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। চন্ডীতলা বিধানসভার মাননীয় বিধায়িকা স্বাতী খন্দকার। হুগলি জেলা পূর্ত পরিবহন দপ্তরের কর্মদক্ষ সুবীর মুখার্জি। হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য অর্পিতা কুন্ডু হালদার। চন্ডীতলা ব্লক টু তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিকাশ ঘোষ। হুগলি জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি

সৈকত দাস। পঞ্চায়েত সমিতির কর্মদক্ষ অনাথ ঘোষ। চন্ডীতলা পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত প্রধান কবিতা আটা , চন্ডীতলা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান লক্ষণ ভৌমিক। মোট ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে চন্ডীতলার মানুষেরা পাচ্ছে জল প্রকল্পের সুবিধা। প্রায় ১৫ হাজারেরও বেশি মানুষ এই জল প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করবে। বিধানসভা ভোটের আগেই। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেছিলেন যে ২০২১ শে আমাদের সরকার নির্বাচিত হলে আমরা মানুষের বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেব। নিজের বলা কথা থেকে পিছিয়ে আসেননি তিনি। চন্ডীতলা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পায়রাগাছায় এই জল ট্যাংক টি বসবে। প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি। পৌঁছে যাবে জল। জল প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করবে। চন্ডীতলা পঞ্চায়েতের সমস্ত মানুষ। ২০২২ সালের গ্রাম সভা থেকেই অঙ্গীকার বদ্ধ হয়েছিলেন চন্ডীতলার তৃণমূল নেতৃত্বরা। তারা বলেছিলেন ২০২৩ এই আমাদের কাজ শুরু হবে। ২০২৩ এর মধ্যেই আপনারা বাড়ি বাড়ি জল পেয়ে যাবেন। আজ তার শুভ সূচনা হলো। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই। চন্ডীতলার মানুষের। আর থাকবে না জলের কষ্ট।

১৪ তারিখ উদ্বোধন, এর আগে এইমস গুয়াহাটির প্রস্তুতি পরিদর্শন মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ৯ এপ্রিল ঃ আগামী ১৪ তারিখ প্রধানমন্ত্রী নরে ন্দ্র মোদীর হাতে উদ্বোধন হবে এইমস গুয়াহাটি। তাছাড়া, ওই দিন প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অসমের সর্বকালীন সর্ববৃহ সম্মিলিত বিহুনৃত্য প্রদর্শন হবে। তাই রবিবার এইমস-র উদ্বোধনী প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখার পাশাপাশি মেগা বিহু নৃত্য পরিবেশনে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।আজ স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত এবং বিভাগীয় অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস) গুয়াহাটির নির্মাণস্থল পরিদর্শন করে উদ্বোধনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছেন। এইমস পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরুজাই স্টেডিয়ামে মেগা বিহু নৃত্য পরিবেশনের বাকি কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। মেগা বিহু নৃত্যে মোট ১১,১৪০ জন শিল্পী তাঁদের কলা পরিবেশন করবেন।এইমস পরিদর্শনে এসে উপস্থিত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেন, ' খুব শীঘ্রই ১৫০ শয্যার আইপিডি ওয়ার্ড শুরু করবে। ওয়ার্ডের কাজ ৮৪ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। ইতিমধ্যে তিনটি শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীকে ভরতি করা হয়েছে। আগামী এপ্রিল-মে মাসে আরও এক নতুন ব্যাচের নাম নথিভুক্ত করা হবে। সম্পূর্ণ কার্যকর হয়ে গেলে এইমস গুয়াহাটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় আরও গুণগত অগ্রগতি আনবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, এর আগে ওপিডি, অডিটোরিয়াম, ডাক্তার ও নার্সদের কোয়ার্টার, ছাত্রদের হস্টেল, অগ্নি নির্বাপণ এবং আবর্জনা নিস্পত্তি ব্যবস্থার অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

ফতেমা যেখানে সম্প্রীতির বার্তা দেয় তবে রাম নবমীর বাড়ান্ত দেখে চিন্তিত হই, অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়

এজাজ আহম্মেদ, কান্দিঃবাড়ির পাশে সিনেমা সুটিং বলে কথা, সুটিং দেখতে ভিড় জমাচ্ছে গ্রামের মানুষ। চিরদিনি তুমি যে আমার সিনামার বিখ্যাত নায়ক রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা টলিউডে যথেষ্ট সুনাম খ্যাতি অর্জন করেছে। বাংলা একাধিক নাটক থেকে চলচিত্র দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। সেই রাহুল ছাড়াও অভিনেত্রী লাবনী সরকারকে দেখতে ভিড় জমেছে কান্দির জীবন্তিতে। তবে রাম নবমী নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করলেন অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার অন্তর্গত জীবন্তির উগরো, ভাটপাড়া পলশী প্রভৃতি গ্রামে গত কয়েকদিন ধরে ফাতেমা নামে একটি সিনেমার

সুটিং চলছে। সেই সুটিং দেখতে ভিড় জমাচ্ছে কান্দির বিভিন্ন গ্রামের মানুষ। মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা আতিউল ইসলামের পরিচালনায় 'ফতেমা' সিনেমার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধন। হিন্দু মুসলিমের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ। ফতেমা সিনেমা সুটিং ফাঁকে নায়ক রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। তিনি বলেন হিন্দু মুসলিম ধর্মের সম্প্রীতির বার্তা কে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ফাতেমা সিনেমার তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এরপরই রাম নবমী নিয়ে গত সপ্তাহ ধরে বেশ কিছু যায়গায় অশান্তি বিষয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু একটা সময় শহরের কিছু যায়গায় রাম নবমী দেখা যেত তবে বর্তমান সময়ে গ্রামাঞ্চলে যেভাবে রাম নবমীর বাড় বাড়ান্ত দেখা যাচ্ছে তা চিন্তার বিষয়। ফাতেমা সিনেমা অপর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র লাবনী সরকার কে দেখার জন্য দূর দূরান্ত থেকে ভিড় করছেন তার সঙ্গে ইউটিবার বিল্টার ভাই ওরফে মায়তোর আব্বা, মাইনুল মতো অনেকেই দেখার জন্য আট থেকে আশি সকলেই ভি। জমিয়ে আনন্দ উপভোগ করছেন।

ফের অবাধে রাতের অন্ধকারে পুকুর ভরাট

চন্ডীতলা,হুগলীঃফের অবাধে রাতের অন্ধকারে পুকুর ভরাট। চন্ডীতলা বিধানসভার অন্তর্গত। চন্ডীতলা পঞ্চায়েতের ঠিক পিছনে। চন্ডীতলা বিজেপির মন্ডল সভাপতি বাবলু পালের। নেতৃত্বে রাতের অন্ধকারে চলছে পুকুর ভরাটের কাজ। পঞ্চায়েত থেকে কোন পারমিশন তিনি নেননি। যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে বারবার করে অবগত করা হয়েছে। পুকুর ভরাট সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং বেআইনি। সেখানে কিভাবে রাজ্যের বিরোধী দলের একজন মন্ডল সভাপতি। পুকুর ভরাট করতে পারে। পিছনে কি তাহলে বিজেপির উচ্চ নেতৃত্বের মদদ আছে। কার মদতে চলছে এই পুকুর ভরাট? কে মদদ দিচ্ছে? তা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন চিহ্ন। এ বিষয়ে চন্ডীতলা পঞ্চায়েতের প্রধান কবিতা আটা জানান। আমরা এ বিষয়ে অবগত নয়। আমরা কোন রকম পুকুর ভরাটের পারমিশন তাকে দিইনি। তা সত্ত্বেও তিনি প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে। পুকুর ভরাট করছে। আমাদের কাছে খবর আশায় আমরা ওই পুকুর ভরাটের কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। থানা এবং বিডিও থেকেও প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বরা এসেছিলেন। তারা এসে বিষয়টা খতিয়ে দেখছেন। অভিযুক্ত বিজেপির মন্ডল সভাপতি বাবলু পাল এর বিরুদ্ধে। কঠোর থেকে কঠোরতম ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পার্কিং ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে বিজেপি-র জয়, দাবি সুকান্তর

কলকাতা, ৯ এপ্রিলঃপার্কিং ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে বিজেপি-র জয় বলে দাবি করলেন দলের রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।শনিবার সন্ধ্যায় বিষয়টি নিয়ে টুইট করলেন তিনি। সুকান্তবাবু লিখেছেন, জনগণের বিশাল প্রতিবাদের পরে পার্কিং ফি ১০ গুণ বৃদ্ধি প্রত্যাহার করা হয়েছে। এটা সেই জনগণের জয় যারা এই ধরনের ক্ষতিকারক পদক্ষেপকে প্রতিহত করেছে। ছাপ্পা মেয়রের পরীক্ষাগুলি একটি বড় আঘাতের মুখে পড়ল। তিনি সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন। অন্যথায় কলকাতায় পার্কিংয়ের হার সত্যিই বেড়ে যেত। এই জনবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাজ্য বিজেপি-র প্রতিবাদ প্রশাসনকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে। প্রতিবাদ প্রয়োজন, প্রতিহত করা দরকার।প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতকেই সায় দিয়ে গত শুক্রবার রাতে পার্কিং ফি প্রত্যাহার করে কলকাতা পুরসভা। ১ এপ্রিল থেকে বর্ধিত হারে পার্কিং ফি বলব করা হয়েছিল। এক ধাক্কায় বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্তই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এখন থেকে ফের পুরনো হারে পার্কিং ফি নেওয়া হবে। বিষয়টি নিয়ে পুরসভার মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল

গঙ্গারামপুর পৌরসভার ১৮ টি ওয়ার্ডের পৌরনাগরিকরা পৌরসুবিধা পেয়ে খুশি

নিজস্বসংবাদদাতা,দক্ষিণ দিনাজপুরঃকরোনা পরিস্থিতিতে মহামারীর মোকাবিলা বা আমফানের মোকাবিলা অথবা অসহায় মানুষ থেকে শুরু করে পৌরনাগরিকদের সুবিধার্থে তাদের পাশে থেকে অবিচল ভাবে বর্তমানে কাজ করে চলেছে গঙ্গারামপুর পৌরসভা। যে কথা বারবার সংবাদ মাধ্যমে উঠে এসেছে। বারবার পৌরসভার উন্নয়নের স্বর্ণ মুকুটে নতুন করে অনেক পালক সংযোজন হয়েছে। পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র ও পৌরসভার সদস্যরা সকলের পাশে থেকে দিবারাত্রি ক্লান্তিহীন ভাবে পরিষেবা দিয়ে চলেছে।উল্লেখ্য, পুরসভায় ক্ষমতায় ছিল বামেরা আর সেমসময় পুরবাসী বা পুরএলাকার কোন রকম কাজই করেননি তারই একডালি অভিযোগ ছিল আজ থেকে ঠিক পাঁচ বছর আগে গঙ্গারামপুর পুরসভায় ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস এরপরই নতুন সাজে এখনো সাজছে দক্ষিন দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর পুরসভা এলাকা।বাম

আমলে অভিযোগ ছিল বিস্তর।পুরসভার ১৮ টি ওয়ার্ডেই তৈরি হয়েছে পাকা রাস্তাঘাট, জলনিকাশি ব্যবস্থা বিভিন্ন সৌন্দর্যায়নের কাজও করেছে ও করছে পুরসভা। সবমিলিয়ে নতুন চেহারায় ধরা দিয়েছে গঙ্গারামপুর শহর। ১৯৯৩ সালে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েতের কয়েকটি মৌজা নিয়ে তৈরি হয়েছিল গঙ্গারামপুর পুরসভা। এরপর দীর্ঘ ২১ বছর ক্ষমতায় ছিল বামফ্রন্ট সরকার। একাধিক উন্নত পরিষেবা ও স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার আশ্বাস পেয়েছিলেন পুরনাগরিকরা। তবে তার কোনওটারই বাস্তবায়ন হয়নি বলে দাবি।২০১৫ সালে পুরসভা দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস। পুরনাগরিক দের চাহিদার কথা মাথায় রেখে উন্নয়নের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নতুন সরকার। দাবি, দীর্ঘ ২১ বছরে বামেরা যা করতে পারেনি, মাত্র তিন বছরেই তা করে দেখিয়েছে দেখিয়েছেন বর্তমান রাজ্য সরকার। পুরসভার ১৮ টি ওয়ার্ডে পানীয় জল, নিকাশিব্যবস্থা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বাড়ি, পাকা রাস্তাঘাট, সভেপার আলো, রাস্তায় রাস্তায় হাই মাস্ট আলো গোয়ালখাড়ি শশ্মানে বৈদ্যুতিক চুল্লি, আধুনিক স্টেডিয়াম, বিশ্ববাংলা প্রতীকী তোরণ ফোয়ারা,খেয়াঘাটের জন্য বাঁধানো সিঁড়ি তৈরি আরো অনেক কিছু হয়েছে।পুরসভার নানান উন্নয়নমূলক কাজে খুশি হয়ে মুখে হাসি ফুটেছে গঙ্গারামপুরবাসীদের। উন্নত ও আধুনিক বিভিন্ন পরিষেবা পাচ্ছেন মানুষ। পর্যটকদের আকর্ষণ করার লক্ষ্যে গঙ্গারামপুরের কালদিঘি পার্কেরও সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে। কালদিঘির পাড়ে সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তায় টয়ট্রেনের মত ট্রেনও চলছে। এই পার্কে থাকা টুরিস্ট লজটিরও সংস্কার করেছে পুরসভা। এছাড়াও ঐতিহাসিক বানগড়কেও নতুন করে সাজানো হচ্ছে। স্বল্প খরচে বাসষ্ট্যান্ডে রাত্রিযাপনের জন্য পুরসভার তরফে অতিথি আবাস চালু করা হয়েছে।পুরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের ইন্দ্রদ্রনারায়নপুর মহাশ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে নতুন চেহারায় ধরা দিয়েছে গঙ্গারামপুর পুরসভা এলাকা আরও হয়েছে আধুনিক ও ঝাঁ-চকচকে। গঙ্গারামপুর পুরসভার উদ্যোগে ও বর্তমান(তৃণমূলের) পুরসভার এবছর ও বিগতবছরের চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্রের একান্ত চেষ্টায় ও উন্নয়নের ধারায় নানান উন্নয়নমূলক কাজ ও এতকিছু পেয়ে বেজায় খুশি এলাকাবাসীরা। অন্যদিকে পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্রের এহেন উদ্যোগ ও উন্নয়নমূলক কাজে জেলার বিভিন্ন মহলের একাংশরা সাধুবাদ জানিয়েছেন।

ইস্টারের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিলঃ খ্রিস্টধর্মের অন্যতম প্রধান উৎসব ইস্টারের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী একটি অভিনন্দন বার্তা টুইট করেছেন। তিনি আজ কর্ণাটক সফরে।প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, 'এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি আমাদের সমাজে সম্প্রীতির চেতনাকে আরও গভীর করুক। এটি মানুষকে সমাজসেবা করতে এবং দরিদ্রদের ক্ষমতায়নে সহায়তা করতে অনুপ্রাণিত করে।'ইস্টার উপলক্ষে গত শনিবার গভীর রাতে দেশের বিভিন্ন গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। জাতীয় রাজধানী দিল্লির সেক্রেড হার্ট ক্যাথেড্রালেও অনুরূপ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।প্রসঙ্গত, গুড ফ্রাইডেতে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান হিসেবে ইস্টার পালিত হয়। ইস্টারকে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের বিজয়ের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। একে ইস্টার সানডেও বলা হয়। এবার ৯ এপ্রিল ইস্টার উদযাপিত হচ্ছে।

ছোট যানবাহনের জন্য খুলে দেওয়া হল জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক

জম্মু, ৯ এপ্রিলঃ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক রবিবার দুদিকে ছোট যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত। এদিকে, জম্মু থেকে শ্রীনগরে ভারী যান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।এদিকে ঐতিহাসিক মুঘল রোড থেকে বরফ সরানো হচ্ছে। রাস্তাটি একটি বিকল্প জাতীয় মহাসড়ক যা জম্মু অঞ্চলের রাজৌরি এবং পুঞ্চকে কাশ্মীর উপত্যকার শোপিয়ান জেলার সাথে সংযুক্ত করে। শীঘ্রই এটি চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কর্ণাটক নির্বাচনঃরাজ্যের পঞ্চম কার্যনির্বাহী সভাপতি হিসাবে বিএন চন্দ্রপ্পাকে নিযুক্ত করল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিলঃ আসন্ন কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে এবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে রবিবার প্রাক্তন সাংসদ বি এন চন্দ্রাপ্পাকে কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পঞ্চম কার্যকরী সভাপতি নিযুক্ত করেছেন।রবিবার দলের পক্ষ থেকে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রাক্তন সাংসদ বি এন চন্দ্রপ্পাকে অবিলম্বে কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কর্ণাটক কংগ্রেসের প্রধান ডি কে শিবকুমার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সভাপতি হলেও রামালিঙ্গা রেড্ডি, ঈশ্বর খান্দ্রে, সেলিম আহমেদ এবং সতীশ জারকিহোলির দলের ইতিমধ্যেই ৪ জন কার্যকরী সভাপতি রয়েছেন।চন্দ্রাপ্পা ২০১৪-১৯ সালে চিত্রদুর্গা থেকে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ আর ধ্রুবনারায়ণের মৃত্যুর পরে চন্দ্রাপ্পাকে নিয়োগ করা হয়েছে।

ঋষিকেশে চারধাম যাত্রার সময় সপ্তাহে তিন দিন একমুখী যান চলাচল

ঋষিকেশ(উত্তরাখণ্ড), ৯ এপ্রিল ঃ চারধাম যাত্রায় পুণ্যার্থীদের চলাচলের সুবিধার্থে প্রস্তুতি শুরু করেছে পুলিশ। ২২ এপ্রিল থেকে এই পবিত্র যাত্রা শুরু হচ্ছে। চারধাম যাত্রার সময় সপ্তাহে তিন দিন ঋষিকেশে একমুখী যান চলাচল করবে। রবিবার পুলিশ মহানির্দেশক অশোক কুমার বলেন যে, এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল যান চলাচল সুশৃঙ্খল রাখা।এদিন সকালে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, চারধাম যাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার থেকে রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজ্য সরকারের যানবাহন ছাড়া দেশের অন্যান্য প্রদেশ থেকে আসা যানবাহনগুলির জন্য তপোবন থেকে নেপালি খামার পর্যন্ত একমুখী ব্যবস্থা থাকবে। ট্রাফিক ইন্সপেক্টর সহ ১০০ টিরও বেশি পিআরডি জওয়ান এই ব্যবস্থার উপর নজর রাখবেন। এছাড়াও, সপ্তাহান্তে কোনও যানবাহন ব্যারেজ দিয়ে আসতে দেওয়া হবে না। এর জন্য ঋষিকেশে একজন নোডাল অফিসার সহ একজন ডেপুটি নোডাল অফিসারকে পোস্ট করা হয়েছে।এর আগে, পুলিশের মহাপরিচালক তেহরি, পাউরি এবং দেরাদুন জেলার পুলিশ কর্তাদের সাথে বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তেহরির সিনিয়র পুলিশ সুপার নবনীত সিং ভুল্লর, পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) কমলেশ উপাধ্যায়, তেহরির সার্কেল অফিসার রবিন্দর চামোলি সহ পদস্থ পুলিশ কর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

পুঞ্চ নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ

পুঞ্চ, ৯ এপ্রিলঃগত শনিবার মধ্যরাতে জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চ নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে কিছু দুস্কৃতী ভারতে প্রবেশ করারা চেষ্টা করে। ভারতীয় সেনাবাহিনী সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে। এক সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে, অন্য অনুপ্রবেশকারীরা পালিয়ে যায়। তাদের খুঁজে বের করার জন্য এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং তল্লাশি চলছে বলে এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন।জানা গিয়েছে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈন্যরা কিছু সন্দেহজনক ব্যক্তির গতিবিধির উপর নজর রাখছিল। এদিন তারা জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। তখন ভারতীয় সৈন্য ও সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে গোলাগুলি চলে। তবে অনুপ্রবেশকারীরা কারা তা এখন নিশ্চিত করে জানা যায়নি।

স্পনসরশিপ থেকে ব্র্যান্ড ভ্যালু, কি ধরনের বদল হয়েছে আইপিএলে

মুম্বই, ৯ এপ্রিলঃ ২০০৮ সাল থেকে ই

সম্প্রীতির মহা মিছিল বামপন্থীদের ডাকে কোন্নগর-বাটা মোড় পর্যন্ত পদযাত্রা

বনস্পতি দে, হুগলি ঃ রবিবার বেলা তিনটে থেকে শুরু হয় কোন্নগর বাটা মোড় থেকে বামপন্থী দলসমূহের ডাকে ধর্মীয় উৎসবের রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ ঘটানোর উপদেষ্টা বন্ধ করতে। মহা মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিমান বসু, ও মহম্মদ সেলিম, দেবব্রত ঘোষ, জয়দেব চ্যাটার্জি, জ্যোতি কৃষ্ণ চ্যাটার্জি, শান্তশ্রী চ্যাটার্জী প্রমুখ ও বিশিষ্টজনেরা। মিছিলে স্লোগান ছিল সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে আপোষ করে সাম্প্রদায়িকতা রোখা যায়না যাবে না। সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশের শত্রু দেশের শত্রুরা দূর হাটো, দূর হাটো, দূর হাটো। দাঙ্গা নয় শান্তি চাই সবাই একসঙ্গে থাকতে চাই। দাঙ্গাবাজ দূর হাটো, আভি হাঠো জলদি হাটো। শ্রমিক কৃষক ঐক্য চাই তাই শান্তিতে বাঁচতে চাই সাম্প্রদায়িকতা নিপাত যাক, নিপাত যাক, নিপাত যাক। রবীন্দ্র, নজরুল, সুকান্তর বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই। শ্রমিক কৃষক ঐক্য চাই তাই শান্তিতে বাঁচতে চাই। প্রভৃতি মোট ১৯ টি স্লোগান তোলা হয়। বিমান বসু সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন গত ৩০শে মার্চ বৃহস্পতিবার রামনবমীর দিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অস্ত্র সহ মিছিল সংঘটিত হয়েছে। উৎসবের এই মিছিলকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু জায়গায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। আমাদের রাজ্য

পশ্চিমবঙ্গ এই ধরনের সংঘর্ষ থেকে বাদ যায়নি। হাওড়ায় কাজীপাড়ায় এবং প্রশাসনিক তৎপরতার অভাবে পরবর্তীতে হুগলির রিষড়ায় সংঘর্ষ আগুন ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। মানুষের জীবন জীবিকার সমস্যা, তীব্র বেকারি, দারিদ্র, মূল্য বৃদ্ধি, দুর্নীতি, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াই সংগ্রামের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে এই পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন উভয় সম্প্রদায়ের গরিব মানুষজন শ্রমজীবী জনগণ। সিপি.আই. (এম), সি.পি.আই, এ. আই এফ. বি, আর.এস.পি, সি. পি আই.(এম এল) এল, এস. ইউ. সি. আই, আর. সি. পি আই, এম. এফ. বি, ওয়ার্কস পার্টি, বলশেভিক পার্টি প্রভৃতি দলের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। কোন্নগর বাটা থেকে মহা মিছিল শুরু হয়ে জি. টি রোড ধরে রওনা হয়ে উত্তর পাড়ায় গৌরী সিনেমা সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছানোর পর, বিকালে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বিভিন্ন দলের নেতারা বক্তব্য রাখেন।

বিজেপি চাইছে বাংলায় আগুন লাগাতে মন্তব্য সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দুরন্তবার্তা, হুগলি, ৯ এপ্রিল ঃ বিজেপি চাইছে বাংলায় আগুন লাগাতে। পুরো বাংলাতে গুজরাটের মতোই দাঙ্গা লাগাতে চাইছে বিজেপি। মন্তব্য তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।পাশাপাশি তিনি বলেন, রাজ্যে আসা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম আসলে বিজেপিরই একটা ঘোমটা। বিজেপি ঘোমটা পরে আছে। ঘোমটার তলায় এটা বিজেপিরই

বিভিন্ন রূপ। রবিবার হাওড়ায় ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রে জগদীশপুরের এক দলীয় কর্মী সম্মেলনে এসে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ওই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং দল আসলে বিজেপিরই একটা ঘোমটা। এটা ঘোমটার তলায় বিজেপির বিভিন্ন রূপ। এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের কোনও লিগাল অথরিটি নেই। দ্বিতীয়ত, শিবপুরে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে সেখানে ঢোকার কোনও অধিকার নেই। এটা কিসের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং দল ? তৃতীয়ত, হাইকোর্টে মামলা পেন্ডিং আছে। সাবজুডিশ ম্যাটার হাইকোর্ট মামলা দেখছে। তাছাড়া বাংলার মানুষ বুঝে গেছে ভারতীয় জনতা পার্টি বাইরে থেকে লোক এনে ঝামেলা করে। বিজেপি চাইছে বাংলায় আগুন লাগাতে। পুরো বাংলাতে গুজরাটের মতোই দাঙ্গা লাগাতে চাইছে বিজেপি। এদিন সাগরদিঘী প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সাগরদীঘি নিয়ে দলের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। আর একটা সাগরদিঘী দেখালে কি কিছু হয়ে যাবে নাকি ? দেখুন না সামনের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কি হয় কে কোথায় থাকে ? তিনি বলেন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে সবার মুখোশ খুলে দিয়েছে।

হাওড়ায় বহুতলের নিচে পড়ে মৃত শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ এপ্রিল ঃ হাওড়ায় বহুতলের নিচে পড়ে মৃত শ্রমিক। অনুমান ছাদ থেকে পড়েই মৃত্যু। পরিবারের দাবি এটা দুর্ঘটনা নয়, খুন। তদন্তে নেমে আরও চার শ্রমিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক। হাওড়ার দাসনগরে কালীতলা এলাকার ঘটনা। দাসনগরের এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। খুন করা হয়েছে বলে দাবি মৃতের বাবার। জানা গেছে, শনিবার রাতে পাঁচতলার ছাদ থেকে নিচে পড়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয়। মৃত যুবক শ্রমিকের কাজ করতেন। মৃতের বাবার দাবি তাঁর ছেলেকে খুন করা হয়েছে। জানা গেছে, মৃত রাজারাম পাসোয়ান (২৬) দাসনগরের একটি প্লাস্টিকের বল তৈরীর কারখানায় কাজ করতেন। থাকতেন চার শ্রমিকের সাথে একসাথে। শনিবার রাত ১২টা নাগাদ পুলিশ বাড়ির নিচের ড্রেন থেকে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রাজারামের চার সঙ্গীকে আটক করা হয়েছে। দাসনগর থানার কালীতলা এলাকার ঘটনা। তদন্তে নেমেছে দাসনগর থানার পুলিশ। মৃতের বাবা জানান, তাঁরা মনে করছেন এটা নিছক কোনও দুর্ঘটনা নয়। রাজারামকে ধাক্কা দিয়ে ছাদ থেকে নিচে ফেলা হয়েছে। আপাতত ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে পুলিশ।

চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ, এম আর বাঙুরে তাণ্ডব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ আবার হাসপাতালে তাণ্ডব। অভিযুক্ত সেই রোগীর পরিবার। বিনা চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগে রবিবার সকালে এম আর বাঙুর হাসপাতালে তাণ্ডব চলে বলে খবর মিলেছে। কাঠগড়ায়, মৃত যুবকের পরিবার ও

পড়শিরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে তাণ্ডবকারীদের আটক করে। গত ৪ এপ্রিল ট্রেনের মাথায় চড়েছিল এক যুবক। ওভারহেড তারে জড়িয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পার্ক সার্কাসের কাছে ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে যান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে যুবককে উদ্ধার করে এম আর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা যায়, ৫০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছেন তিনি। এরপর থেকে হাসপাতালেই চিকিৎসা চলছিল যুবকের। রবিবার সকালে হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে যুবকের পরিবার ও পড়শিরা। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে তাণ্ডব চালাতে শুরু করে তাঁরা। চিকিৎসকদের হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে আসে। অভিযুক্তদের আটক করা হয়েছে। উল্লেখ্য, চিকিৎসকদের হেনস্তা বা হাসপাতালে ভাঙচুর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বারবার বারণ করা সত্ত্বেও এধরনের ঘটনা এড়ানো যাচ্ছে না। সেই প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলছে সাধারণ মানুষ।

ইন্ডিয়ান সেকুলার ফন্টের উলুবেরিয়া দক্ষিণ কেন্দ্র কর্মীসভা

মতিযার রহমান, উলুবেড়িয়া,৯ এপ্রিল ঃ ইন্ডিয়ান সেকুলার ফন্টের উলুবেরিয়া দক্ষিণ কেন্দ্র কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হলো উলুবেড়িয়ার মহীশালী তে, রবিবার উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্র ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের কর্মী সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা ভাঙ্গড়ের বিধায়ক ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকি, তিনি তার বক্তব্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা করেন। আই এস এফের চেয়ারম্যান নওসাদ সিদ্দিকী তার বক্তব্যে বলেন রাজ্যের সরকার এলাকার উন্নয়নের নামে মাতাল চাষ শুরু করেছে। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা কেন্দ্র না দেওয়ায় বিষয়ে বলেন রাজ্যের সরকার পুরোটাই দূর্নীতি করেছে কেন্দ্র তার ধরে ফেলেছে এবং যারফলে কেন্দ্র টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের কাছে তিনি আইন অনুযায়ী কাজ করতে বলেন, রাজনৈতিক দলের নেতাদের কথায় না চলার কথা বলেন। পরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন আগামী পঞ্চায়েত ভোটে দূর্নীতি মুক্ত পঞ্চায়েত গড়তে সমমনোভাবাপন্ন দলের একজোট হয়ে লড়াই করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা কমিটির কার্যকরী সভাপতি নাসিরউদ্দিন মন্ডল, জেলা কমিটির পক্ষে রাজীব আলী লস্কর,ডা, আফতাব আলম, সেখ মহ, কলিমুল্লাহ, আনোয়ার আলী মল্লিক , রাজ্জাক শিকারী প্রমুখ।

মেট্রো স্টাফ একজন আহত যাত্রীকে সাহায্য করল

কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ ০৬.০৪.২০২৩ তারিখে প্রায়.১৭,২০ টায়, একজন অনডিউটি ওঙ্কল্প এবং স্টেশন কর্মীরা প্রায়.৫২ বছর বয়সী একজন আহত যাত্রীকে দেখতে পান যিনি এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের সিঁড়িতে খারাপভাবে পড়েছিলেন। তাঁর অবস্থা দেখে, আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীরা তাঁর সাহায্যে ছুটে আসেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে স্টেশন মাস্টারের কার্যালয়ে নিয়ে এসে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তাকে প্রায় ১৭,৩৫ মিনিটে এসএসকেএম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীদের সহায়তায়। ইতিমধ্যে, স্টেশন কর্মীরা তার দেওয়া মোবাইল নম্বরে তার স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। মাঝে মাঝে তার স্ত্রী হাসপাতালে এসে তাকে হেফাজতে নেয়। যাত্রীর সমস্ত জিনিসপত্র তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি এবং তার স্ত্রী মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে সদয় সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পানীয় জলের সমস্যায় হরিনারায়ণ পুর পঞ্চায়েতের ৫০০ টি পরিবার,পাশে প্রধান

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৯ এপ্রিল ঃ চৈত্র মাস শেষ হতে চললো। প্রখর তাবদহে পুড়ছে বাংলা।আর এই তীব্র দাবদহ পড়তে না পড়তে পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন সুন্দরবনের বহু এলাকা সহ জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের হরিনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মন্ডল পাড়ার বাসিন্দারা। ওই এলাকায় ৫০০ টি পরিবার আছে যাদের একটি ডিপ টিউব কলের উপর নির্ভর করতে হয়। তাদের খাওয়া থেকে রান্না সবটাই একটি মাএ কলের ওপর নির্ভর। তাও বেশির ভাগ সময় খারাপ হয়ে পড়ায় সমস্যায় এলাকার মানুষ। জল সংকটে ভুগছে এলাকাবাসী। দেড় থেকে দু কিলোমিটার দূর থেকে জল আনতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। গ্রামবাসীদের অভিযোগ,এই কলের জলে আযরনের পরিমান এত বেশী থাকার জন্য সেই জল খাওয়া যায়না। পাশাপাশি আরও একটি বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের।এই এলাকার বেশিরভাগ বাড়িতে পিএইচ দফতর থেকে বাড়িতে বাড়িতে আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের লাইন দেওয়া থাকলেও এখন ঠিক

মতন জল আসে না তাতে। ফলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এলাকাবাসী দের। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি এত দূর থেকে জল আনতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। মাঝেমধ্যেই পুকুরের জল দিয়েই তারা রান্নার কাজ করতে হচ্ছে। উল্লেখ্য হুর তথ্য অনুযায়ী জয়নগর ১ নং ব্লক আর্সেনিক প্রবন বলে চিহ্নিত। এ বিষয়ে হরিনারায়নপুর পঞ্চায়েত প্রধান প্রবীর সরদার বলেন,আমরা এ ব্যাপারে কিছু জানতাম না। সংবাদ মাধ্যম থেকে জানতে পারলাম। যত দ্রুত সম্ভব এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছি। আর এলাকার মানুষ চায় এই গরমে দ্রুত পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হোক।

রাজ্যের পরিবহন দফতরের আয় বৃদ্ধি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে রাজ্যের পরিবহন দফতর ৩ হাজার ৩৫৩ কোটি টাকা আয় করেছে। ২১-২২ আর্থিক বছরের তুলনায় যা প্রায় সাতশ কোটি টাকা বেশি। রেজিস্ট্রেশন ফি, ফিটনেস সার্টিফিকেট, পারমিট, ড্রাইভিং লাইসেন্স সহ একাধিক ব্যবস্থা সরলীকরণের ফলে এই আয় বেড়েছে বলে পরিবহন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এই আয় আরো বাড়িয়ে এক হাজার কোটি টাকা করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। রাজ্যে এখন বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত মিলিয়ে প্রায় ১ কোটি ৪৬ লক্ষ গাড়ি রয়েছে।

সন্দেহজনকভাবে ব্যক্তি গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ এপ্রিল ঃ ০৭.০৪.২০২৩ তারিখে, ক্রাইম প্রিভেনশন অ্যান্ড ডিটেকশন স্কোয়াড এবং আরপিএফ পোস্ট হাওড়া (উত্তর) এর আধিকারিকরা হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে (পুরানো কমপ্লেক্স) সন্দেহজনকভাবে একটি ব্যাগ বহনকারী এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল। অনুসন্ধানে, আরপিএফ তার দখল থেকে ৬,৭২,০০০ মূল্যের ১১.২ কেজি (আনুমানিক) রূপার গয়না উদ্ধার করেছে। জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি বা উদ্ধারকৃত অলঙ্কারের বিরুদ্ধে কোন সহায়ক নথিও উপস্থাপন করতে পারেননি। তারপরে আটক ব্যক্তিকে উদ্ধারকৃত রূপার গহনা সহ আরও নিষ্পত্তির জন্য কলকাতার কাস্টমস আধিকারিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। ০৬.০৪.২০২৩ তারিখে, আরপিএফ পোস্টশিয়ালদহ (প্রধান) এর আধিকারিকরা শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনের কাছে রেলওয়ে ট্র্যাক থেকে একজন মহিলাকে উদ্ধার করেছে।

আন্দোলন তোলার জন্য কুড়মিদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দিলীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, রায়গঞ্জ, ৯ এপ্রিলঃ পাঁচ দিন ভোগান্তির পর অবরোধ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলেন কুড়মিরা। নবান্নের চিঠি পাওয়ার পরই এই সিদ্ধান্ত। আন্দোলন তোলার জন্য কুড়মিদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিজেপি সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। রবিবার বিজেপি নেতা বলেন, তাঁরা বুঝেছেন মানুষের কষ্ট হচ্ছে। ওরা বসুন। লেখাপড়া করুন। প্রতিনিধি দল গিয়ে সরকারের সঙ্গে দেখা করুন। গায়ের জোর

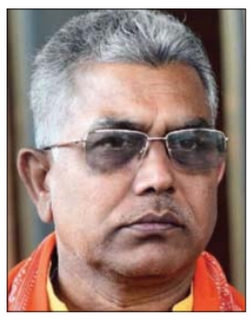

দেখিয়ে, রাস্তা বন্ধ করলে সকলেরই ক্ষতি। এই রাজ্যে তৃণমূল সরকার রয়েছে। তার রাজত্বেই যত গন্ডগোল। সরকার কোনও কথাই বলে না কারোর সঙ্গে। গোর্খা রাজবংশী মতুয়ারা বছরের পর বছর ধরনা দিল ওদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করল না। এখন কুড়মিরা আন্দোলন করছেন। এমনকী ডিএর জন্য আন্দোলন হচ্ছে। তাদের সঙ্গেও কথা বলছে না। আসলে এই সরকার ভয় পায়। প্রসঙ্গত, গত ১ এপ্রিল থেকে পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া সহ বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা রাজ্যের জঙ্গলমহল এলাকা জুড়ে 'ঘাঘর ঘেরা' নামে, লাগাতার আঃেদালন কর্মসূচির নেওয়া হয়। এর আগেও কুড়মিদের তালিকাভুক্ত করার জন্য বিভিন্ন দাবিতে পুজোর আগে খড়্গপুরের খেমাশুলিতে কেন্দ্র সরকারের অধীনে থাকা রেলপথ আর জাতীয় সড়ক টানা পাঁচ দিন ধরে অবরোধ করেছিলেন। বিশাল প্রভাব পড়েছিল গোটা রাজ্যে।

শিক্ষা নেওয়া উচিত ১-র পাতার পর

সংখ্যাও বেড়েছে বলে জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি দেশে এশিয়ার হাতির সংখ্যাও সর্বাধিক বলে জানান তিনি। রবিবাসরীয় সকালে কর্ণাটকের বন্দিপুর ব্যাঘ্রপ্রকল্প পরিদর্শনে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। অরণ্যপথে ২০ কিমি 'সাফারি'র পরই তিনি প্রকাশ করলেন দেশভর বাঘের বর্তমান সংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যানও। আসলে কেন্দ্রের 'ব্যাঘ্রপ্রকল্প' তথা 'প্রোজেক্ট টাইগারে'র পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষেই তাঁর এই ঘোষণা। এদিকে কংগ্রেসের খোঁচা, এই প্রকল্পের পুরো কৃতিত্ব মোদি নিতে চাইলেও এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল অর্ধ শতক আগে। এদিন খাকি প্যান্ট, জলপাই রঙের টিশার্টের উপরে জ্যাকেট পরিহিত মোদিকে দেখা যাচ্ছে জঙ্গলে ঘুরতে। পরে তিনি 'ইন্টারন্যাশনাল বিগ ক্যাটস অ্যালায়েন্সে'র উদ্বোধন করার সময় তাঁকে দেখা যায় সাদা পাঞ্জাবি, কালো জহর কোটে। বাঘের সংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ে কার্যতই উচ্ছ্বসিত ছিলেন মোদি। তিনি বলেন, আমরা সবাই আজ এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকের সাক্ষী। প্রোজেক্ট টাইগারের ৫০ বছর হল। ভারত কেবল বাঘকেই রক্ষা করেনি, সব মিলিয়ে বাস্তুতন্ত্রকেই রক্ষা করেছে। এদিন মোদিকে থেপ্পাকাড়ু হাতি ক্যাম্পেও যান। সেখানে নিজের হাতে হাতিকে খাইয়ে দিতে দেখা যায় তাঁকে।

শিবপুরে যেতে বাধা ১-র পাতার পর

এখানে কি ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে তা সারা দেশ জানে। সেখানে আক্রান্তদের কাছে গিয়ে কিভাবে তাঁদের সাহায্য করা যায়, তাঁরা সিআরপিসি আইন অনুযায়ী ভিক্টিম কমপেনসেশন পেয়েছেন কিনা, কিভাবে এফআইআর করা হয়েছে তা দেখার জন্যই আসা হয়েছিল। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং এই ঘটনার বিষয় দেখে তাঁরা মতামত দেবেন। এই হিংসার বিষয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করতে পারলে তার জবাব পাওয়া যেত। এখানে কেউ চাইছে না ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম এমন হিংসার ঘটনার কারণ জানুক। এই ঘটনা থেকে মনে হচ্ছে এখানে সন্দেহজনক কিছু হয়েছে। কিছু লুকোনোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সন্দেহ হচ্ছে এই ঘটনায় রাজ্য সরকার যুক্ত আছে।আক্রান্তদের বলতে কেন বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বাধা দেওয়া হচ্ছে কেন? সন্দেহ হচ্ছে কোথাও না কোথাও সরকারের হাত আছে। কিন্তু এদিন গোপনে কোনও কাজ করা হয়নি। আমাদের কাজের খবর জানানো হয়েছে। রুট প্ল্যানও দেওয়া হয়েছিল। আমরা যাতে আগে যেতে না পারি তারজন্য এদিন রাজ্য সরকার আমাদের আটকে দিয়েছে। এর থেকে আমাদের মনে যে সন্দেহ ছিল তা আরও দৃঢ় হতে শুরু করেছে যে রাজ্য সরকার কিছু না কিছু ও তাদের এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার ঘটনা লুকোনোর চেষ্টা করছে। তবে, আমরা যেকোনও উপায়ে আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলব। ওই প্রতিনিধি দলের আরেক সদস্য বলেন, এখানে দাঙ্গা হয়েছিল। পুলিশের সাহায্যেই হয়েছে। এখন এটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে পুলিশ ওখানে দাঙ্গা হতে দিয়েছিল। ওদের সাহায্যে দাঙ্গা হয়েছে। সেই সময় অশান্তি আটকায়নি। কিন্তু আমরা যখন সাধারণ নাগরিকের মতো যাচ্ছিলাম তখন আমাদের আটকে দেওয়া হলো। কারণ ওরা যে ভুল করেছে সেটা বাইরে চলে আসবে। এখানে ১৪৪ ধারা নেই। পুলিশকে অনুরোধ করা হয়েছিল যেখানে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে সেখানে ৪ জনের বেশি লোক যাবে না। কিন্তু তাও শুনছে না। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এখানে রাজনৈতিক দলের মতো ব্যবহার করে। মানুষদের রক্ষা করে না। রাজনৈতিক দলের পলিটিক্যাল অ্যাজেন্ডা বাড়ানোর জন্য কাজ করে। সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আক্রান্ত লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু পুলিশ যেখানে ১৪৪ ধারা লাগু নেই সেখানে আটকে দেওয়া হয়েছে। প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু যেতে দেওয়া হয়নি।

দুয়ারে সরকার শিবির থেকে পরিষেবার নিরিখে রিপোর্ট কার্ড তৈরি করেছে সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ দুয়ারে সরকার শিবির থেকে

মানুষকে দেওয়া পরিষেবার নিরিখে ব্লক ও পুরসভা গুলির রিপোর্ট কার্ড তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। সেই রিপোর্ট কার্ড পর্যালোচনায় মাধ্যমে ১০০টি দক্ষ এবং সমান সংখ্যক অদক্ষ ব্লক চিহ্নিত করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে। একই পদ্ধতিতে বিভিন্ন পুরসভারও কাজের মূল্যায়ন করা হয়েছে।এই প্রথম এই ধরনের রিপোর্ট কার্ড ব্যবস্থা শুরু হল।

কত সময়ের মধ্যে উপভোক্তাদের আবেদনপত্র যাচাই করে সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে বিচার করা হচ্ছে। কাজের গতি বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষেবা প্রদান নিশ্চিত করতেই এই রিপোর্ট কার্ড ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। এখনও পর্যন্ত নদীয়ার নাকাশিপারা, বীরভূমের মোহাম্মদ বাজার, হুগলির ধনেখালি, আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লক ভালো কাজ করা ব্লক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পাশাপাশি পুওর পারফর্মিং ব্লক ও পুরসভাগুলির মধ্যে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া, হুগলির গোঘাট ১, আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা, হাওড়ার বালি ব্লক ইত্যাদি। পুওর পারফর্মিং ব্লকগুলির কাজ পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে, এই ব্লকগুলিতে জমা পড়া আবেদনের বেশিরভাগ যাচাইয়ের কাজও শেষ করা যায়নি। এই ব্লকগুলিতে বিশেষ জোর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উত্তরপূর্ব রেলওয়ে প্রশাসন দ্বারা নবনির্মিত অডিটোরিয়াম তৈরি

গোরখপুর, ০৯ এপ্রিল ঃ গোরখপুরের সদর দফতরে উত্তরপূর্ব রেলওয়ে প্রশাসন দ্বারা একটি নবনির্মিত অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম তৈরি করা হয়েছে। যা এখন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কারিগরি সেমিনার, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ফি ভিত্তিতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের বিভাগ, উৎপাদন ইউনিট, রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বেসরকারি ব্যাঙ্ক, স্বীকৃত মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, বেসরকারি স্কুলইঞ্জিনিয়ারিং কলেজমেডিকেল কলেজবিশ্ববিদ্যালয় এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে টেকনিক্যাল সেমিনারের জন্য ৫০,০০০-এবং সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ৮০,০০০- ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের জন্য টেকনিক্যাল সেমিনারের জন্য ১,০০,০০০ এবং সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ১,৬০,০০০ ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। ৫০,০০০- সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য নিরাপত্তা আমানত নির্ধারণ করা হয়েছে, যা প্রোগ্রামের পরে কোন বকেয়া জমা দিলে ফেরত দেওয়া হবে। অডিটোরিয়ামের বুকিং ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানের জন্য করা হবে না- বিয়ে, আংটি অনুষ্ঠান, জন্মদিনের পার্টি, পারিবারিক অনুষ্ঠান বা অন্য কোন ধরনের আচার অনুষ্ঠান।অডিটোরিয়ামে বুকিংয়ের জন্য প্রণীত নিয়ম ও শর্তাবলী ১০০ মেনে চলতে হবে। অডিটোরিয়ামের বুকিংয়ের জন্য ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ারগোরখপুর জোন, নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে, গোরখপুরের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পণ্য আনলোডিং-এ ৬.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন

মালিগাঁও, ০৯ এপ্রিলঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে পণ্য আনলোডিং ধারাবাহিকভাবে স্থির বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন করে আসছে। ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষে ১৪৬৮০টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করেছে। ২০২১-২২ আর্থিক বর্ষের তুলনায় এই বৃদ্ধি ৬.৭১ শতাংশ। মার্চ, ২০২৩ মাসে ১৩৫২টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এফসিআই চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপযোগী তেল, খাদ্য শস্য, সার, সিমেঃট, কয়লা, ফলশাকসবজি, অটো, ট্যাংক, কনটেইনারের মতো পণ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহণ করেছে এবং নিজস্ব অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড

করেছে।

মার্চ, ২০২৩ সময়সীমার মধ্যে অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের ৭৩৪টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৪১টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লোড ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ১১৭টি রেক, ন

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১২৯ সংখ্যা, সোমবার, ২৬ চৈত্র, ১৪২৯

সম্পাদকীয়

মোদি কৌশল

রথ যাত্রা করে ভারতের রাজনীতির অধিকারকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলেন লালকৃষ্ণ আদবানি। লালকৃষ্ণ আদবানির বুদ্ধিই বিজেপিকে সরকারি ক্ষমতা পাইয়ে দেন। তারপরে এসেছেন রাজনাথ সিং। তিনি আবার মোদিপন্থী। লোকসভার নির্বাচনের সময় লালকৃষ্ণ আদবানিকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ করে লড়াই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল বিজেপি দল। তখন এনডিএ জোটে ছিল সমাজবাদী পার্টি থকে শুরু করে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল। কিন্তু আরএসএসের প্রাক্তন সভাপতি রাজনাথ সিং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন মোদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মুখ করে নির্বাচনে লড়াই করা হবে। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী তখন খুবই নাম। কারণ শিল্পপতিদের সবচেয়ে পচ্ছন্দের তালিকা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্থান লাভ করেছেন নরেন্দ্র মোদি। তিনি রাজনীতির ম্যাজিক জানেন। কীভাবে কূটকৌশল অবলম্বন করে ক্ষমতা দখল করে নিয়ে হয় এটা ভালো করেই বুঝতে পারেন। সেই কারণে রাজনাথ সিং ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন মোদিকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সামনে রেখে বিজেপি নির্বাচনী লড়াই করবেন। মোদির পক্ষে বিপুল ভোট পড়েছিল। কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল করে বিজেপি। সেই সময়ে এনডিএ জোট থেকে বের হয়ে আসেন সমাজবাদী পার্টি থেকে শুরু করে প্রায় বেশ কয়েকটি পার্টি। শরদ পাওয়ার মোদির বিরোধিতা করেছিলেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার মোদির বিরোধিত করে এনডিএ থেকে বের হয়ে আসেন। কিন্তু রাজনাথ সিং যেভাবে গোঁ ধরে বসেছিলেন তাতে তাকে এতটুকুও হেলানো সম্ভব হয়নি। ফলে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতারা এনডিএ থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার মোদি বিরোধী পন্থী ছিলেন। তিনি লালকৃষ্ণ আদাবানিকে প্রধানমন্ত্রী করার পক্ষে সাওয়াল করেছিলেন। কিন্তু রাজনাথের কাছে তাকে পরাস্ত হতে হয়। রাজনাথ সিং মোদিকে প্রধানমন্ত্রী করে দিয়েছিলেন। মোদির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ভারতের হিন্দুদের অধিকারকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। এইখানেই মোদির সঙ্গে অন্য রাজনৈতিক দলের বিরোধ। ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলই চায় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু মোদি চান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে কোনও কিছু হয় না। ভারতে হিন্দুরা তাদের অধিকার হারাচ্ছে। হিন্দুরা উদারন্থী বলে তারা অধিকার হারাতে শুরু করে দিয়েছে। হিন্দুদের এই উদারতার সুযোগ গ্রহণ করছে বেশ কয়েকটি কট্টর ধর্মীয় সংগঠন। তাদেরকে শায়েস্তা করতেই এখন মোদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। কাশ্মীরটা যে অবস্থায় ছিল সেখান থেকে কাশ্মীরকে উদ্ধার করার একটি মাত্র উপায় হচ্ছে কাশ্মীরকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা। এটা সাহসের সঙ্গে করে দেখিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যে তাস নিয়ে খেলা করতে শুরু করে দিয়েছিল তাকে একেবারে রুদ্ধ করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কাশ্মীরকে পাকিস্তানের দিকে চলে যাওয়ার হুমকি দেখাতো সেখানকার রাজনৈতিক নেতারা। সেই সব রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করা হল দেশদ্রোহিতার কারণ দেখিয়ে। ন্যাশনাল পার্টির নেতা ফারুখ আব্দুল্লা থেকে শুরু করে মুফতি মহম্মদকে গ্রেফতার করলেন কেন্দ্রীয় সরকার। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল সবাই। কংগ্রেস থেকে শুরু করে ভারতের সমস্ত বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতার এক যোগে চিৎকার করতে শুরু করে দিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তার সিদ্ধান্ত থেকে একটুও নড়লেন না। তিনি কাশ্মীরের ভারত বিরোধী নেতাদের শায়েস্তা করার পথটাকে আরও মসৃন করে তুলতে শুরু করে দিলেন। কাশ্মীরের এখন ফারুখ আবদুল্লা, মুফতি মহম্মদের কোনও ক্ষমতা নেই।

পাকিস্তানের মুখ বন্ধ

কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান এখন আর কোনও কথা বলতে পারছে না। কাশ্মীর ছিল পাকিস্তানের বিদেশ নীতি। কাশ্মীরের গণভোট নিয়ে বারবার পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় ভারতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে চলছিল। সেই পথটাকে একেবারে রুদ্ধ করে দেওয়ার ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। তারা এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে ভারতের অভ্যন্তরে বেশ কিছু স্থানে বিস্তর গণ্ডগোল পাকাবে। কিন্তু সেটা করতে পারছে না। কারণ ভারতের নিকাপত্তা ব্যবস্থা একেবারে অটুট। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই চুপ করে বসে নেই। তারাও ভারত বিরোধিতায় অংশ গ্রহণ করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতকে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। ভারতের নির্বাচনের ওপরে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বিজেপি দল এবারে চেষ্টা করছে বাংলাকে অধিকার করে নেওয়ার। বাংলার রাজনৈতিক অধিকার করে নিলে বিজেপি দল গোটা পূর্ব ভারতটাকে পরিচালনা করতে সুবিধা হবে বলে মনে করছে। সেই কারণে মোদির লক্ষ্য হচ্ছে বাংলায় বিজেপি শাসন প্রতিষ্ঠা করা। বিজেপি দলের মূল লক্ষ্য হচ্ছে গোটা পূর্ব ভারতের যে সমস্যা রয়েছে বিশেষ করে সীমান্ত সমস্যা তার সমাধান করা। বিজেপি ইস্তাহার ভিত্তিক লড়াই করে যেটা একমাত্র বাম দলের মধ্যে বেশ খানিকটা দেখতে পাওয়া যায়। বিজেপি দলটা ব্যক্তিগত দল নয়। বিজেপি দলটা সমষ্টিগত দল। সেখানে ব্যক্তিপূজো দেখতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব। কিন্তু দেশে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল রয়েছে তারা ব্যক্তি পুজোর ওপরে বিশ্বাস করে। তার কারণ একজনের ওপরে নির্ভর করে গোটা দলটা পরিচালিত হয়।

শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দেবী কালী পুজো করা মানেই হল মনের মধ্যে যে অন্ধকার জগত রয়েছে তাকে দূর করা। মা কালী মনের মধ্যে যেসব দোষ রয়েছে তা দূর করতে পারেন। তিনি তাঁর সন্তানদের রক্ষা করে থাকেন। সেই কারণে বাংলার বিপ্লবীরা সবাই মা কালীর ভক্ত। পুজারি বলা যেতে পারে। মা কালীর ভক্ত হতে গেলে মনকে আগে থেকে পরিস্কার করা উচিত। মাতৃভক্তদের মন একেবারে জলের মতো পরিস্কার থাকে। কোনও দূষিত পদার্থ থাকে না।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা হয়, কুশিক্ষিতদের শিক্ষক হওয়া সেটাই কঠিন কাজ সোজা নয়। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেন, তারাপীঠের মা কালীই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তিরূপিনী। ভক্তিধারিনী। তিনি ধ্যান। তিনি ধারক এবং বাহক। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তি আধার। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা শ্যামা। তিনি হচ্ছেন রাতাপীঠের মায়ের শক্তিই হচ্ছে জগত শক্তি। জীবনে চলতে গেলে শক্তির প্রয়োজন। তারাপীঠের কালীমায়ের শক্তির প্রয়োজন। শক্তি ধারন করে চলাফেরা করা সম্ভব। সেই মাতৃশক্তি দিয়েই মানুষ চলাফেরা করে। তিনি অসীম শক্তির অধিকারিণী।

মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের বাড়িটিতে পূর্ণাঙ্গ ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও আধুনিক সংগ্রহশালা গড়ে তোলার দাবি

শ্যামল সান্যাল ঢাকা,৯ এপ্রিল ঃ মহানায়িকাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ, আলোচনাসভা ও বর্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পাবনায় পালিত হয়েছে বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের ৯২তম জন্মদিন।দিনটি উপলক্ষ্যে পাবন জেলা প্রশাসনের আয়োজনে পাবনা শহরের হেমসাগর লেনে সুচিত্রা সেনের পৈতৃক বাড়িতে মহানায়িকার ভাস্কর্যে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদেনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনের কর্মসূচি। জেলা পাবনা প্রশাসক বিশ্বাস রাসেল হোসেনের সভাপতিত্বে আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার আকবর আলী মুনসী, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ওসাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রেজাউল রহিম লাল, সংস্কৃতিকর্মী ডা. রামদুলাল ভৌমিকসহ বিশিষ্টজনেরা।সুচিত্রা সেনকে স্মরণ করায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এ সময় ভার্চুয়ালি বক্তব্য দেন সুচিত্রা সেনের কন্যা মুনমুন সেন।বক্তারা বলেন, সংস্কৃতিকর্মীদের দীর্ঘ আঃ দালনে আদালতের নির্দেশে ২০১৪ সালে ১৬ জুলাই দখলমুক্ত হয় সুচিত্রা সেনের পাবনার বাড়ি। বাড়িটিতে পূর্ণাঙ্গ ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও আধুনিক সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে স্থানীয়রা দাবি জানালেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আটকে আছে সে প্রক্রিয়া। এ বিষয়ে দ্রুত সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা।আলোচনাসভা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সুচিত্রা সেনের চলচ্চিত্রের গান ও নৃত্য পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পীরা।উল্লেখ্য, ১৯৩১ সালের ৬ এপ্রিল পাবনার হেমসাগর লেনে জন্ম নেন কালজয়ী মহানায়িকা সুচিত্রা সেন। এখানেই কাটে তার শৈশব কৈশোর। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের কিছু আগে সপরিবারে ভারতে চলে যান তারা।বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন। দীর্ঘ ২৬ বছরের অভিনয়. জীবনে মাত্র ৬১টি সিনেমায় অভিনয়.করেছেন বাংলা সিনেমার কীর্তিমান এই নায়িকা। বাংলা চলচ্চিত্রের রানী সুচিত্রা সেনের অভিনয়.শৈলী মুগ্ধ করেছে কোটি ভক্তের হৃদয়। বাংলাদেশের পাবনা জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার জন্ম। কিন্তু কীভাবে তিনি রমা থেকে সুচিত্রা হয়ে. কিংবদন্তির তোকমা নিয়ে সবার মনে আসীন হয়ে আছেন আজো। নিউজজি২৪ডটকম এর পাঠকদের জন্য তার বর্ণিল কর্মযজ্ঞের একঝলক নিয়ে আজকের এ আয়োজন সুচিত্রা সেন ১৯৩১ সালের ৬ এপ্রিল পাবনাস্থ তার দাদুবাড়িতে জন্মগ্রহন করেন। তখন তার নাম ছিল রমা দাশগুপ্ত। বাংলাদেশের পাবনা শহরের গোপালপুর মহল্লার হেমসাগর লেনে করুণাময় দাশগুপ্ত আর ইন্দিরা দাশগুপ্তের পরিবারে চোখ মেলে রমা। পাঁচ সন্তানের মধ্যে তৃতীয় কন্যা সন্তান হলেও রমার জন্মে আপ্লুত স্কুল শিক করুণাময় পুরো এলাকার মানুষকে মিষ্টিমুখ করান সেদিন।শিনুরাগী পরিবারের মেয়ে রমা পাবনার মহাখালী পাঠশালার পাঠ শেষ করে পা দেন পাবনা গার্লস স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সেখানেই। ১৯৪৭ সালের কথা। ওই দিবানাথ সেনের সঙ্গে বিয়ে হয় রমার। দিবানাথের মামা বিমল রায় ছিলেন তখনকার খ্যাতিমান চলচ্চিত্র নির্মাতা। ভাগ্নেবধূ রমাকে তিনিই নিয়ে আসেন রূপালী পর্দায়। রত্ন চিনতে তিনি যে ভুল করেননি, তার প্রমাণ পরের ২৫ বছর ভারতবর্ষের মানুষ পেয়েছে।রূপালী পর্দায় শুরুটা হয়েছিল ১৯৫২ সালে 'শেষ কোথায়' সিনেমার মধ্য দিয়ে। যদিও সেটি আর আলোর মুখ দেখেনি। পরের বছরই মহানায়ক উত্তম কুমারের সঙ্গে জুটি বেধে অভিনয় করা 'সাড়ে চুয়াত্তর' সিনেমাটি তখন বাজিমাত করে। আর পিছনে ফিরতে হয়নি সুচিত্রাকে। শুরু হয় স্বর্ণালী কর্মযজ্ঞের অনবদ্য ইতিহাস।সবার চোখে সুচিত্রাসুচিত্রা সেন, নামটি যেন সবার চোখে আজন্মের কোনো তরুণী। সদা হাস্য ভাষ্য আর মায়াময়ী রূপময় চটপটে এক ষোড়শী। যে হয়ে ওঠে সকলের স্বপ্নের নায়িকার মতই স্নিগ্ধ, সুন্দর। বাংলা চলচ্চিত্রের এই মহানায়িকার জীবনটা স্বপ্নকাতর বাঙালির কাছে ছিল রূপকথার মতোই। অনিন্দ্যসুন্দর মুখ, মূর্তিমতী লাবণ্য, সৌন্দর্য, আকর্ষণীয় শারীরিক গড়ন ও অতুলনীয় অভিনয়ের সুবাদে তিনি

পোঁছে ছিলেন খ্যাতির শিখরে। সুচিত্রার চুল, চোখ, সাজগোজ ছিল বাঙালি মেয়েদের কাছে ফ্যাশনের সমার্থক। তখনকার সমাজে পুরুষদের কাছে প্রেমিকার আদল ছিলেন সুচিত্রা। তাকে দেখলেই মনে হতো পাশের বাড়ির কোনো মেয়ে বুঝি!পাবনার রমা থেকে কলকাতার সুচিত্রাবাংলাদেশের পাবনা জেলার একটি মেয়ে রমা দাশগুপ্ত কলকাতা গিয়ে হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তি নায়িকা সুচিত্রা সেন। এরপর চলচ্চিত্র অভিনয়ে নির্মাণ করেছেন ২৫ বছরের এক অনন্য অধ্যায়। নায়িকা থেকে হয়ে উঠেছেন মহানায়িকা। তার শৈশব কৈশোরের অনেকটা সময় কেটেছে পাবনার আলো হাওয়াতেই। পড়াশোনা করেছেন পাবনার মহাখালী পাঠশালা ও পাবনা গার্লস স্কুলে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় আরও অনেক হিন্দু পরিবারের মতো রমার পরিবারও পাড়ি জমায় কলকাতায়।একই বছরে কলকাতায় বসবাসরত ঢাকার আরেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের ছেলে দিবানাথ সেনের সঙ্গে বিয়ে হয় রমার। নামের শেষে স্বামীর উপাধি যোগ করে তিনি হয়ে যান রমা সেন। দিবানাথের মামা বিমল রায় ছিলেন তখনকার খ্যাতিমান চলচ্চিত্র নির্মাতা। ভাগ্নেবধূ রমাকে তিনিই নিয়ে আসেন চলচ্চিত্রের পর্দায়। শ্বশুরের আগ্রহ আর স্বামীর উৎসাহে রূপালী জগতে নাম লেখানো রমা হয়ে যান সুচিত্রা সেন। এরপর ২৫ বছরের অভিনয় ক্যারিয়ারে সৃষ্টি করেন নির্মল এক ইতিহাস। যা এই উপমহাদেশের চলচ্চিত্রে এবং চলচ্চিত্রপ্রেমীদের অন্তরিক্ষে অমর করে রেখেছে অভিনয়ের এই সরস্বতীকে।উত্তম-সুচিত্রা জুটিউত্তমসুচিত্রা জুটি এখনো দাগ কাটে কোটি ভক্তের মনের গহীনে। 'সাড়ে চুয়াত্তর' চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল এই জুটির পথচলা। এরপর একে একে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের বাইরে ব্যক্তি জীবনেও প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে উত্তমসুচিত্রার মধ্যে। ১৯৫৪ সালে একটি পোস্টার ঝড় তোলে উত্তমসুচিত্রার সংসার জীবনে। সুচিত্রার স্বাক্ষরসহ ওই পোস্টারে লেখা ছিল 'আমাদের প্রণয়ের সাক্ষী হলো অগ্নিপরীক্ষা'।ভারতীয় পত্রিকাগুলোতে খবর প্রকাশিত হয়, সেই পোস্টার দেখে উত্তম কুমারের স্ত্রী গে।রিদেবী সারাদিন কেঁদেছিলেন। আর সুচিত্রাকেও সন্দেহ করতে শুরু করেন স্বামী দিবানাথ। অভিনয় ছেড়ে দিতেও চাপ দেন। ১৯৫৪ সালেই এ জুটির ৬টি সিনেমা তুমুল জনপ্রিয়তা পায়। অন্তত ১০টি সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ ছিলেন দুজন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই অভিনয় ছাড়তে রাজি হননি সুচিত্রা। ১৯৫৭ সালে উত্তম কুমার তার প্রযোজিত 'হারানো সুর' সিনেমায় নায়িকা হওয়ার প্রস্তাব দিলে সুচিত্রা বলেছিলেন, 'তোমার জন্য সব ছবির ডেট বাতিল করব।'একদিন সুচিত্রা সেনের বালিগঞ্জের বাসায় এক পার্টিতে দিবানাথের আক্রমণের মুখেও পড়তে হয় উত্তমকে। এরপর থেকেই দিবানাথের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে সুচিত্রার। এক সময় শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আলাদা থাকতে শুরু করেন। এভাবেই কাটে কিংবদন্তি এই অভিনেত্রীর শেষ জীবন।রহস্যজনক অন্তরালে সুচিত্রামহানায়িকা সুচিত্রা সেন ২৫ বছর চলচ্চিত্রে অভিনয়ের পর রহস্যজনকভাবে প্রায় ৩৫ বছর ছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। ১৯৭৮ থেকে ২০১৪ সাল, প্রায় তিনটি যুগ ঠিক কোন অভিমানে তিনি অন্তরালে জীবনযাপন করেছেন? এই কাহিনি আজও রহস্য সৃষ্টি করে আছে সুচিত্রা ভক্তদের মধ্যে। অন্তরাল ভেঙে প্রথমে তিনি বাইরে আসেন মহানায়ক উত্তম কুমারের মৃত্যুর পর। মাঝরাত পর্যন্ত বসেছিলেন তার মরদেহের পাশে। সুচিত্রা শেষ জনসমক্ষে আসেন ১৯৮৯ সালে, তার গুরু ভরত মহারাজের মৃত্যুর পর। ২০০৫ সালে সুচিত্রাকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হলেও ভারতের রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নিতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে দিল্লি যেতে রাজি হননি তিনি।অভিনয়ে প্রস্ফুটিত সুচিত্রাসুচিত্রা সেন অভিনীত প্রথম সিনেমা ছিল 'শেষ কোথায়'। ১৯৫২ সালে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি পরে আর মুক্তি পায়নি। ১৯৫৫ সালে বিমল রায়ের পরিচালনায় হিন্দি 'দেবদাস' ছবিতে দীলিপ কুমারের বিপরীতে অভিনয়ের সুযোগ পান সুচিত্রা। 'পার্বতী' চরিত্রে তার অভিনয়ে বিমোহিত হয় দর্শক। এ সিনেমাটি তাকে এনে দেয় জাতীয় পুরস্কার। এরপর একে একে অভিনয় করেন 'শাপমোচন', 'সাগরিকা', 'পথে হলো দেরি', 'দীপ জ্বেলে যাই', 'সবার উপরে', 'সাত পাকে বাঁধা', 'দত্তা', 'গৃহদাহ', 'রাজলক্ষ্মীশ্রীকান্ত'র মতো দর্শকপ্রিয় সব সিনেমায়।ক্যারিয়ারের মাঝামাঝি এসে 'আঁধি' সিনেমায় রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করে নিজেকে নতুন উচ্চতায় মেলে ধরেন। এই সিনেমার কাহিনি গড়ে উঠেছিল বিহারের রাজনীতিক তারকেশ্বরী সিনহার জীবনী অবলম্বনে। কিন্তু সুচিত্রা সেন পর্দায় হাজির হয়েছিলেন ভারতের তখনকার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 'স্টাইল' নিয়ে। চলচ্চিত্রটির কয়েকটি দৃশ্য নিয়ে সমালোচনা শুরু হলে মুক্তি দেওয়ার ২০ সপ্তাহ পরে 'নিষিদ্ধ' হয় 'আঁধি'। দুই যুগের অভিনয় জীবনে বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে ৬০টির বেশি সিনেমায় অভিনয় করেন সুচিত্রা। সর্বশেষ ১৯৭৮ সালে 'প্রণয় পাশা' সিনেমায় অভিনয় করেন সুচিত্রা।সুচিত্রার সম্মাননা-স্বীকৃতিসুচিত্রা সবসময়ই মনে করতেন দর্শকই তার একমাত্র অবলম্বন, অনুপ্রেরণা এবং এগিয়ে চলার মূল উৎস। যেজন্য তিনি দর্শক ভক্তদের ভালোবাসাকেই শ্রেষ্ঠ পাওয়া বলে মনে করতেন। যদিও সব কিছু উপেক্ষা করে অজানা অভিমানে দীর্ঘ সময় তিনি অন্তরালে থেকেছেন। জীবদ্দশায় 'সাত পাকে বাঁধা' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য ১৯৬৩ সালে 'মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভাল'-এ সেরা অভিনেত্রীর সম্মান পান সুচিত্রা।ভারতীয় কোনো অভিনেত্রীর জন্য সেটিই ছিল বড়মাপের প্রথম আন্তর্জাতিক পুরস্কার। তিনি ভারত সরকারের পদ্মশ্রী পুরস্কার পান ১৯৭২ সালে, ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ পুরস্কার বঙ্গবিভূষণ অর্জন করেন। ৩৫ বছর অন্তরালে থাকার পর ২০১৪ সালে কলকাতার বেলভিউ হাসপাতালে কিংবদন্তি এই অভিনেত্রী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন

সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদী পদক্ষেপ জব চার্নকের

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে লিখতে গেলেই তার শেকড় দেখতে পাওয়া যাবে কলকাতায় জব চার্নকের আগমনের সময় থেকেই। কারণ জব চার্নক কলকাতায় প্রবেশ করা মাত্রই বাংলার আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি ক্রমশ পাল্টাতে শুরু করে দিয়েছিল। কলকাতা ঘিরে ইংরেজদের ব্যবসা বাণিজ্য খুব একটা খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল না। ইংরেজরা ভারতবর্ষে ব্যবসা করতে এসে বারবার স্থানীয় মোঘল শাসক এবং সুবেদারদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বাংলার সুবেদার ইংরেজদের ব্যবসা করার পথটাকে মসৃন করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তারা ডাচ, ফরাসি এবং পর্তুগিজদের বেশি করে ব্যবসায়িক সুবিধা দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। ফলে ইংরেজরা পরিস্কার বুঝতে পেরেছিল যে ব্যবসায়িক রাস্তাকে পরিস্কার করতে সুবেদারদের সঙ্গে সংঘর্ষ করে তাদের আধিকারকে আদায় করে নিতে হবে। তার জন্য ইংরেজ কোম্পানির সদস্যরা মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। জর্ব চার্নক প্রথম কলকাতায় আসেন ১৬৫৫ সাল কিংবা ১৬৫৬ সালে। তিনি তখন ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাসিমবাজারের জুনিয়র কাউন্সিল সদস্য। পরে তিনি কোম্পানির প্রধান হয়ে সুতানুটি সফর করেছিলেন ১৬৮৬ সালের শেষ দিকে। সেই সময়ে তিনি মোঘল সরকারের কাছ থেকে ব্যবসার অনুমতি পাওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন। বাংলার সুবেদার মির্জা আবু তালিব যিনি শায়েস্তা খাঁ নামে পরিচিত ছিলেন তাঁর সঙ্গে জব চার্নকের বাংলায় ব্যবসা করা নিয়ে বিবাদ ঘটে। সেই সময়ে ইংরেজদের বেশি করে ক্রয়জাত পণ্যের ওপরে অতিরিক্ত কর চাপিয়ে দিয়েছিল। ফলে ইংরেজদের পণ্য কেনায় বেশি দাম পড়তে থাকে। ইংরেজদের ব্যবসার করার রাস্তা বন্ধ করে দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন শায়েস্তা খাঁ। আর্মেনিয়ান এবং পোর্তুগিজদের ব্যবসার করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন তিনি। ইংরেজরা যাতে ভালোভাবে ব্যবসা না করতে পারে তার জন্যই এই ধরনের উঁচু হারে ক্রয়জাত পণ্যের ওপরে অতিরিক্ত কর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর্মেনিয়ান এবং পোর্তুগিজদের ব্যবসা করার অধিকার খর্ব না হয়ে যায় তার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন মোঘল রেভিনিউ অফিসাররা। ফলে ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ অবধারিত হয়ে উঠে। অতিরিক্ত ক্রয়জাত পণ্য কর বিবাদ ক্রমশ সংঘর্ষে পরিণত হয়। তার বিস্ফোরণ দখতে পাওয়া গেল ২৮ অক্টোবর ১৬৮৬ সালে। বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁকে জব্দ করার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করলেন চার্নক। তিনি বাংলার সুবেদারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। সেই সময়ে জব চার্নক ইংরেজ ক্যাপ্টেন আরবুথনট এর বাহিনীর সাহায্য নিয়ে মোঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হন। খড়গপুরের কাছে হিজলিতে মোঘল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হল ইংরেজ বাহিনী। তারিখটা ছিল ৪ জুন ১৬৮৭। ইংরেজ সেনার সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। কিন্তু এমনভাবে ইংরেজ সেনাদের পরিচালনা করা হয়েছিল তাতে মোঘল সেনারা মনে করেছিল ইংরেজরা বিশাল সেনা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। ভয়ে মোঘল সেনারা পিছু হটতে শুরু করে। ইংরেজরা বুঝতে পেরে গিয়েছিল বঙ্গদেশে ব্যবসা করতে গেলে প্রয়োজন হলে অস্ত্র হাতে ধরতে হবে। যুদ্ধ করে নিজেদের অধিকারকে বুঝে নিতে হবে। তার জন্য তারা মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দেয়। জব চার্নক খুবই বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বাংলায় ব্যবসা করতে গেলে প্রয়োজন হলে অস্ত্র ধারন করতে হবে। নাহলে কিন্তু বাংলায় ব্যবসায় ইংরেজ প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা একেবারে অসম্ভব। ফরাসি ডাচ এবং পর্তুগিজদের মতো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পেড়ে ওঠা খুবই মুশকিল। তিনি যখন বাংলাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়িক ঘাঁটি তৈরি করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছিলেন সেই সময়ে একটি অদ্ভূত ঘটনা ঘটল। তার জীবনের পরিবর্তন নিয়ে এলো সেই ঘটনাটি। সতীদাহ প্রথার তখন বেশ চল ছিল তখন বাংলায়। হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় সতীদাহের মতো বর্বর এবং নির্মম ঘটনাও জব চার্নকে শিহরিত করে। ১৬৬৪ সালে তিনি ইংরেজ কোম্পানির পাটনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে উপস্থিত হন। সেই সময়ে তিনি সতীদাহ প্রথা দেখার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। সতীদাহ ঘটনাটি তা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার জন্য তিনি শ্মশান ঘাটে উপস্থিত হন। সেই সময়ে একজন বয়স্ক পণ্ডিত ব্যক্তি মারা গিয়েছিল। সেই হিন্দু পণ্ডিতের মরদেহ শ্মশানে পোড়ানোর জন্য নিয়ে এসেছিল বেশ কিছু লোক। (ক্রমশ)

হেরিটেজ ঃ কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের পার্কটি কেন কলেজ স্কোয়ার নাম রাখা হল তা নিয়ে একটি কাহিনী রয়েছে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃত কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ থাকার ফলে এই পার্কটির নামকরণ করা হয়েছে কলেজ স্কোয়ার। এক সময়ে এটা বড় গোলদীঘি নামে পরিচিত ছিল। আর ছোট গোলদীঘি ছিল শ্রদ্ধানন্দ পার্ক। কলকাতার রিক্সাওয়ালাদের কাছে এখনও কলেজ স্কোয়ার বড় গোলদীঘি নামে পরিচিত। এর পাশেই রয়েছে কলকাতা পৌরসভার একটি অফিস। বোরো নম্বর পাঁচ এর অফিস। এই বাড়িতে তিনটি স্কুল চালু করা হয়েছিল। এই তিনটি স্কুল হচ্ছে সেন্ট পলস স্কুল, হেয়ার স্কুল এবং মতিলাল শীলস ফ্রি কলেজ। পরে এই তিনটি স্কুল জমি কিনে বাড়ি তৈরি করে সেখানে চলে যায়। এখানে থাকতেন লং সাহেব। জেমস লং এক সময়ে এই বাড়িতে যাতায়াত করতেন। তিনি আগে আরপুলি লেন থেকে শুরু করে একেবারে মধুগুপ্ত লেন পর্যন্ত হেঁটে বেড়াতেন। ডাক্তার মধু গুপ্ত শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে থাকতেন। তিনি প্রথম শবচ্ছেদ করেছিলেন। তা নিয়ে কলকাতায় রক্ষণশীল পরিবারের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। যেদিন প্রথম শবচ্ছেদ করেন মধু গুপ্ত করলেন সেদিন মেডিকেল কলেজের সমানে বহু লোক প্রকাশ্যে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তখ

ইস্টার সানডে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়িতে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হলো ইস্টার সানডে। ইস্টার সানডে বা পবিত্র রবিবার হল খ্রীস্টিয় ক্যালেন্ডারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বীদের কাছে আজকের এই দিনে মৃত্যুর বিরুদ্ধে যিশুখ্রিস্টের বিজয় উদযাপন করে। খ্রীস্টে বিশ্বাসীদের কাছে এটি পুরাতন জীবনের অবসানের পরে নতুন জীবনের শুরুর প্রতীক। সারা বিশ্বের সঙ্গে জলপাইগুড়ি শহরে বসবাসকারি খ্রীস্ট ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ জনেরা যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে দিনটিকে। এই উপলক্ষে রবিবার ভোরে জলপাইগুড়ি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড, পিলখানা এলাকায় অবস্থিত খ্রীস্ট সমাজের বেরীয়াল গ্রাউন্ড বা কবরস্থানে সমবেত হয়ে কবরে শায়িত আপনজনকে স্মরণ করার পাশাপাশি ফুল ছড়িয়ে মোমবাতি প্রজ্বলন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এই বিশেষ দিনের তাৎপর্য তুলে ধরে শহরের প্রবীণ নাগরিক ভোলা মন্ডল, বলেন, আজকের দিনে প্রভু যীশুর পুনরুত্থান হয়েছিলো, আজকের এই বিশেষ দিনে আমরাও ভোর বেলায় কবরস্থানে এসে কবরে শায়িত প্রিয়জনদের যেমন স্মরণ করলাম, এর সঙ্গেই বিশ্ব শান্তির উদ্দেশ্যে করা হয় প্রার্থনা।

ভস্মীভূত বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৯ এপ্রিল ঃ উত্তর লাউচাপড়ায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ভস্মীভূত দুটি বাড়ি। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে শনিবার সন্ধ্যায় বামনহাট এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর লাউচাপড়ার বাসিন্দা ফনি সেনের বাড়ি থেকেই আগুনের সূত্রপাত। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছড়িয়ে পড়ে যে গোটা বাড়ি ভস্মীভূত হয়ে যায়। পাশাপাশি ফনি সেনের বাড়ি লাগোয়া আয়নাল মিয়া ও জয়নাল মিয়া নামের দুই ভাই একই বাড়িতে থাকেন। তাদের বাড়িতেও সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে সেই বাড়িও ভস্মীভূত হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দিনহাটা দমকলের একটি ইঞ্জিন। তবে স্থানীয়রা ও দমকল কর্মীরা প্রচেষ্টা চালালেও ভস্মীভূত হয়ে যায় দুটি বাড়ি। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। এই বিষয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন প্রাথমিক অনুমান করে সংবাদ মাধ্যমে জানান যে প্রথমে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে এরপর সেই আগুন রান্না ঘরের দিকে গেলে সেখানে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। এর ফলেই আগুন দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৯ এপ্রিল ঃ জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একজনের। রবিবার দুপুরে আলিপুরদুয়ার ২ ব্লকের ৩১ নং জাতীয় সড়কের তেঁতুলতলা এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক জনের। স্থানীয় সূত্রে খবর, জাতীয় সড়কের ওপর একটি বিকল হওয়া ট্রাকের নিচে ট্রাকের খলাসি কাজ করছিলেন। আচমকাই জাতীয় সড়কের অসমগামী ওই রুটে বিকল হওয়া ট্রাকের পিছন দিক দিয়ে একটি অন্য একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ওই গাড়িটিতে ধাক্কা দেয়। যার ফলে গাড়ির নিচে থাকা ওই ব্যক্তির গাড়ির চাপায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ মৃত ব্যক্তির নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করেছে এবং দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ি দুটিকে আটক করেছে।

পড়ে রয়েছে কংক্রীটের বিম-তৈরী হয়নি তৃতীয় লেন

পানাগড় জাতীয় সড়কে সংকীর্ন রেল ওভারব্রীজে বাড়ছে দুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৯ এপ্রিল ঃ তৈরী করা কংক্রিটের বিম পড়ে রয়েছে। ছয় লেন সড়ক সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু, নামেই ছয় লেন। রেল ওভারব্রীজে রহস্যজনকভাবে উধাও এক লেন। যার দরুন অপরিসর সড়কে বাড়ছে দুর্ঘটনা। যানজটে নাকাল পথচলতি যানবাহন। ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয়, দু'চাকার যান। প্রশ্নের মুখে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের নির্মাণ কাজ ও পরিকল্পনা। এমনই নজিরবীহিন ছবি ধরা পড়ল ১৯ নং জাতীয় সড়কের পানাগড় রেল ওভারব্রীজে। উল্লেখ্য, গত ২০১৪ সালে ১৯ নং জাতীয় সড়কের ছয় লেন সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়। প্রথম ধাপে ঝাড়খন্ডের বারোয়াডডা থেকে এরাজ্যের পানাগড় ধরলা মোড় পর্যন্ত প্রায় ১২৪ কিলোমিটার। ২০১৮-১৯ সালে সম্প্রসারনের কাজ শেষ হয়। জমিজটে এরাজ্যের বেশকিছু জায়গায় আটকে যায় সড়ক সম্প্রসারণ। আসানসোলের মেলাকোলা, কালিপাহাড়ী, নিঘা, চাঁদা মোড়, বগড়াচটি, রাজবাঁধ চটি সহ বেশ কিছু এলাকায় সড়ক সম্প্রসারন থমকে যায়। যদিও সম্প্রতি ওইসব এলাকায় জট ছাড়িয়ে সড়ক সম্প্রসারন কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু, প্রশ্নের মুখে রয়েছে পানাগড় রেল ওভারব্রীজের সম্প্রসারণে পরিকল্পনা ও নির্মাণ কাজে। যার দরুন প্রায়ই যসনজট ও দুর্ঘটনার শিকার পথ চলতি সাধারন মানুষ ও যানবাহন। বরোয়াডডা থেকে পানাগড় ধরলা মোড় প্রায় ১২৪ কিলোমিটার জাতীয় সড়কের ছয় লেন প্রকল্প। অর্থাৎ আপ-ডাউন মিলিয়ে ছয়টি লেন কমপক্ষে তৈরী হবে। প্রয়োজনীয় সংযোগস্থলে উড়ালপুল, আন্ডারপাস তৈরী হয়েছে। দাবী মতো পানাগড় বাইপাস নির্মাণ হয়েছে। যা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ 'মডেল' বাইপাস বলে দাবী করে। নির্মাণের পর তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় পানাগড় বাইপাসের উদ্বোধন করেন। এপর্যন্ত সবই ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয়। পানাগড় রেল ওভারব্রীজের সড়কে ছয় লেন তৈরী হয়নি। দুর্গাপুর থেকে কলকাতাগামী সড়কে তিনটি লেন তৈরী হলেও, কলকাতা থেকে দুর্গাপুরগামী সড়কে তিন লেনের বদলে দুটি মাত্র লেন। কলকাতা থেকে দুর্গাপুরগামী ব্রীজের অংশটি পুরনো। সেটি নতুন করে পুর্নগঠন করা হয়। নতুন বিম বসানো হয়। তিন লেন তৈরীর জন্য কংক্রিটের বিম তৈরী করা হয়। যেটি এখন ওই এলাকায় পড়ে রয়েছে। কিন্তু, রহস্যজনকভাবে তৃতীয় লেন তৈরী হয়নি। যার মাশুল দিতে হচ্ছে যানবাহন থেকে সাধারন পথ চলতি মানুষকে। রেল ওভারব্রীজের কিছু পরই পানাগড় বাজার ঢোকার রাস্তা। তাই ওই সংযোগস্থলটি পরিসর বা সম্প্রসারিত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন। দুটি লেনের দরুন যেমন যানজট সৃষ্টি হয়। তেমনই প্রায়দিনই দুর্ঘটনা ঘটে। অপরিসর সড়কে ভারি গাড়ির সঙ্গে পাশাপাশি ধাক্কা লাগে। প্রশ্ন, ছয় লেনের প্রকল্প থাকলেও রেল ওভারব্রীজের কংক্রীট বিম তৈরীর পরও ছয় লেন কেন করা হল না? বর্ধমান বাস মালিক সমিতির সম্পাদক জানকীরঞ্জন সিনহা বলেন, অপরিকল্পিত সড়ক নির্মাণে ভোগান্তিতে পড়তে হয় যাত্রীবাহি বাসকে। পানাগড় ধরলা মোড়ের কাছে রেল ওভারব্রীজ খুব গুরুত্বপুর্ন জায়গা। ওই ব্রীজে ছয় লেন তৈরী না হওয়ায় যানজটে পড়তে হয়। প্রায় দুর্ঘটনা ঘটে। যার দরুন বাসের টিপ ফেল হয়। নির্ধারিত সময়ে পৌঁছানো যায় না। ব্যাবসায় লোকসান হয়। দুর্গাপুর বেনাচিতি বাস মালিক সমিতির পক্ষে নিতাই বসাক বলেন, সড়কের চাহিদা মত টোল ট্যাক্স দেওয়া হয়। অথচ সেভাবে পরিষেবা নেই। অপরিকল্পিত রেলব্রীজটি পুনরগঠন করে দুটি লেন করা হয়েছে। সংকীর্ন সড়কে যানজট নিত্যদিনের ঘটনায়। ব্রীজটির কলকাতা-দুর্গাপুর আসার রাস্তা তিন লেন করা অবশ্যই জরুরী। পানাগড় ট্যাঙ্কার ওনার্স অ্যাসোশিয়েসনের সম্পাদক সঞ্জয় ঝাঁ বলেন, স্বাছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য ও দুর্ঘটনা ঠেকাতে সড়ক সম্প্রসারন। ধরলা মোড়ের কাছে পানাগড় রেল ওভারব্রীজে কলকাতা-দুর্গাপুর রাস্তাটিতে দুটি লেন হওয়ায় দুর্ঘটনাপ্রবন। সংকীর্ন ওই রাস্তাটিতে যানজট লেগেই থাকে। অবশ্যই রেলব্রীজ সম্প্রাসারন করে তৃতীয় লেনটি তৈরী করা দরকার। যদিও এবিষয়ে জাতীয় সড়কের দুর্গাপুর ডিভিশনাল কর্তৃপক্ষ কোন মন্তব্য করতে চায়নি।

পুলিশী তৎপরতায় বীরভূম থেকে গ্রেফতার হল দুই রেললাইন চোর

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৯ এপ্রিল ঃ সাইকেল, মোটর সাইকেল, সোনাদানা চুরির কথা শুনেছেন। কিন্তু তা বলে আস্ত রেললাইন চুরির কথা শুনেছেন কখনও? সেটাই হয়েছে বীরভূমে। ৩০টিরও বেশি রেললাইনের কাটা টুকরো পুলিশ ঝোপের মধ্যে থেকে উদ্ধার করেছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম সেখ আলতাব(২২) ও সেখ ইন্তাজ। তাদের বাড়ি কাঁকরতলা থানার কৈথি গ্রামে। ওই লোহা চুরির সঙ্গে আর কারা জড়িতে তা খুঁজে বের করতে দুজনকে জেরা করেছে পুলিশ। একেবারে কেষ্ট মণ্ডলের খাসতালুকে এই কাণ্ড ঘিরে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। তবে তিনি অবশ্য বর্তমানে তিহাড় জেলে রয়েছেন। কিন্তু শনিবার রাতে বীরভূমের কাঁকড়াতলা থানার কৈথি গ্রামে এক ঝোপ জঙ্গল থেকে এই রেললাইনের টুকরোগুলি পুলিশ উদ্ধার করেছে। শনিবার রাতে রেলপুলিশ ও কাঁকড়তলা থানার পুলিশ এলাকায় যৌথ অভিযান চালায়। এরপরই কৈথি গ্রামের দুই বাসিন্দা শেখ ইন্তাজ ও শেখ আলতাবকে গ্রেফতার করা হয়। তাদেরকে জেরা করে রেললাইনে খবর মেলে। তবে প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারনা এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত থাকতে পারে। সেকারণে পুলিশ এলাকায় আরও তল্লাশি চালাচ্ছে। আসলে এটি অন্ডাল ও পলাশস্থলীর লাইন। তবে এই পথে বর্তমানে আর রেল চলে না। কিন্তু রেললাইন পাতা রয়েছে। মূলত কয়লাখনি এলাকা হওয়ার জন্য এখানে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। তবে এই পরিত্যক্ত রেললাইনের দিকেই নজর পড়েছিল চোরেদের। কিন্তু কাঁকড়তলা গ্রাম ও সংলগ্ন এলাকায় দেখা যাচ্ছিল কিছু রেললাইন আচমকা উধাও হয়ে যাচ্ছিল। এই ঘটনায় এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। প্রশ্ন উঠছিল, আচমকা রেললাইন কোথায় যাচ্ছে? এরপরই সেই রহস্যের সমাধান হল। এরপর স্থানীয় থানার পুলিশের সহযোগিতায় রেলপুলিশ তদন্তে নামে। বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলে। গোপন সূত্র মারফৎ পুলিশ খোঁজখবর নেয়। এরপর দেখা যায় আসলে রেললাইন এখান থেকে চুরি করে কেটে ফেলা হচ্ছে। সম্ভবত রেললাইন চুরি করে মোটা টাকায় বিক্রি করে দেওয়ার তাল করেছিল দুষ্কৃতীরা। সেকারণেই তারা রেললাইনগুলো রাতের অন্ধকারে কেটে রেখে দিয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ এলাকায় খোঁজ করে দেখছে আর কেউ এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কি না। পাশাপাশি কাটা রেললাইনগুলো আর কোথাও রাখা হয়েছে কি না সেটাও দেখা হচ্ছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

রান্না ভালো না হওয়ার বিবাদে আত্মঘাতী স্বামী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ এপ্রিল ঃ রান্না ভালো না হওয়ায় স্ত্রীকে ধমক দিয়ে আত্মঘাতী হলেন স্বামী। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধাইপুর এলাকায়। বাড়ির পাশে আমবাগান থেকেই ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। রাতেই মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম আমিন হেমরম (৩৫)। তার পরিবারে স্ত্রী কমলা সোরেন এবং দুই নাবালক ছেলে-মেয়ে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে মৃতের স্ত্রী জানিয়েছেন, পরিপুষ্ট ভাবে রান্নাবান্না না করে দিতে পারলে প্রায় দিনই ঝগড়া করতো তার স্বামী। যদিও মাঝেমধ্যে নেশা করে বাড়ি ফিরতো তার স্বামী। শনিবার রাতে সবজি তরকারি নাকি ভালো হয় নি, তাই নিয়ে অশান্তি শুরু করে আমিন হেমরম। এরপরই সে খাবার ছেড়ে উঠে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। পরে লোকমুখে জানতে পারি বাড়ির পাশে আম বাগানে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে স্বামী। এদিকে ওই ব্যক্তির রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ।

পরিষেবা অমিল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ এপ্রিল ঃ ৪-৫ বার করে কাগজ জমা দেওয়ার পরেও দুয়ারে সরকার প্রকল্পের সুবিধে পাচ্ছেন না চা বাগানের মানুষ। চাঞ্চল্যকর এই অভিযোগ করলেন খোদ তৃণমূল নেতা। রবিবার বেশ জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় জলপাইগুড়ির বন্ধ রায়পুর চা বাগানে। সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে স্থানীয় পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রধান হেমব্রম অভিযোগ করে বলেন, দুয়ারে সরকার ক্যাম্প হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সঠিকভাবে মানুষের কাজ হচ্ছে কোথায়? বাগানের শ্রমিকদের অভিযোগ, মুন্ডা, খেরিয়া, ওরাওঁ, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ সকলেই তো তপশিলি উপজাতির মানুষ। তা সত্ত্বেও এসটি সার্টিফিকেট নিয়ে নাজেহাল হচ্ছেন গ্রামবাসীরা। ৪-৫ বার করে কাগজপত্র জমা দেওয়ার পরেও জমির পাট্টা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, এসটি সার্টিফিকেট সঠিকভাবে না মেলায় ক্ষিপ্ত হচ্ছেন চা বাগানের মানুষ। বাগানের শ্রমিকরা তো এখন দুয়ারে সরকার ক্যাম্প করতে দিতেই নারাজ হচ্ছেন। এমনই অভিযোগ করলেন পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রধান হেমব্রম।

E-Tender Notice

Application are invited from bonafied contractors/agencies vide NIT bearing memo nos are- **931/RGP/23, 932/RGP/23,dated-10/04/2023** of the undermentioned for "SINKING OF SUBMERSIBLE PUMP AND UPGRADATION OF SUBMERSIBLE PUMP " works under Rasapunja Gram Panchayat, TM Block., South 24 Parganas. Last Date of Bid Submission: **17/04/2023, 11:00 am,** Date of Opening **19/04/2023, 11:00 am.** For details, please see **www.etender.com.**

Sd/- Prodhan
Rasapunja Gram Panchayat
T/Maheshtala Dev. Block

আদি বিজেপির বিক্ষোভ অব্যাহত

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৯ এপ্রিল ঃ শনিবারই সামনে এসেছিল গণ ইস্তফার প্রসঙ্গ। রবিবারও তার প্রভাব অব্যাহত। এদিন সকালে নন্দীগ্রামের রেয়াপাড়ায় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি পদ থেকে সদ্য ইস্তফা দেওয়া বিজেপি নেতৃত্ব। সেখান থেকে কার্যত হুঁশিয়ারি দেওয়া হল নন্দীগ্রামের স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। আদি বিজেপির ওই নেতা-কর্মীরা সাফ জানিয়ে দিলেন, উড়ে এসে জুড়ে বসে বিজেপিকে শেষ করার চক্রান্ত মেনে নেবেন না। এবার থেকে নন্দীগ্রামে ঢুকলে বাধার মুখে পড়তে হবে শুভেন্দু অধিকারীকে। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বর এমন বক্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। তবে কি পঞ্চায়েত ভোটের আগে শুভেন্দুর নিজের খাসতালুকেই গেরুয়া ভাঙন ধরে গেলো? এমনই হাজারও প্রশ্নে ক্রমেই চর্চা বাড়ছে একদা জমি আন্দোলনের গর্ভগৃহে। ঘটনার সূত্রপাত, শনিবার সকালে নন্দীগ্রামের মণ্ডল সভাপতি চন্দ্রকান্ত মণ্ডল, সহ সভাপতি তারক প্রামানিক সহ ১৯ জন আদি বিজেপি পদাধিকারী নিজেদের পদ থেকে ইস্তফা দেন। এই প্রসঙ্গেই এদিন বিক্ষোভস্থলে দাঁড়িয়ে নন্দীগ্রাম বিধানসভার ৪ মণ্ডলের সভাপতি চন্দ্রকান্ত মণ্ডল বলেন, নেতৃত্বকে ২৪ ঘন্টা সময় দিচ্ছি, ভাবলে ভাল, তা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো। আমরা নন্দীগ্রাম থেকে বিজেপিকে মুছে দিতে দেব না। কেউ যখন ছিল না, তখন নন্দীগ্রামে দলের ঝাণ্ডা আমরাই কাঁধে তুলে রেখেছিলাম। ভবিষ্যতেও ধরে রাখবো। পদ্মফুলকে যদি নন্দীগ্রাম বিধানসভা থেকে মুছে দেওয়ার কারোও চক্রান্ত থাকে, আমরা সফল হতে দেব না। সেখানেই কর্মীদের বলতে শোনা যায়, এবার শুভেন্দু আসুক, বিক্ষোভ কাকে বলে আমরা দেখাব। একুশের ভোটে রাজ্যের মসনদে ফের তৃণমূলের সরকার গঠিত হলেও নন্দীগ্রাম হেঁটেছিল উলটো পথে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে এখান থেকে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী। সেই নন্দীগ্রামে পঞ্চায়েত ভোটের আগে প্রকাশ্যে গেরুয়া কোন্দল দেখে সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ শাসক শিবির। নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ বলেন, এটা কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। বঙ্গ বিজেপির মতো নন্দীগ্রামেও আদি এবং নব্য বিজেপি মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। শুভেন্দু অধিকারীর স্বৈরাতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের শিকার হয়ে আদি বিজেপির কর্মী থেকে নেতৃত্বদের দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। তারই নিটফল, এই আন্দোলন! বিজেপির তরফে অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (WS), Br.-XI, KMC** invites e-tender for the following works (Submission of Bid through online):

(1) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/02/2023-24, Date- 06/04/2023

Name of the Work : **Maintenance of W/S networks by replacing and repairing of damage air valve at Dinesh Pally, Ananda Pally and surrounding area in Ward No. 114.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,86,737.99.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

(2) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/03/2023-24, Date- 06/04/2023

Name of the Work : **Supplying and laying of 100 mm dia D.I. pipe at Thakur Para near H/O B. P. Bhattacharjee to Akash Das under slum area in Ward No. 114.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,98,709.85.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of Online Submission of Tender: **24.04.2023 at 5 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].** Technical Bid Open Date and Time (Online): **28.04.2023 (1 p.m.) [For Sl. No. 1 & 2].** For full and further details, please visit the website **http://www.etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].** Please keep wateching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **[For Sl. No. 1 & 2]**.

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting Zone-V, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/AB/23-24/01

Name of the Work : **Engagement of electrical night gang for emergency brekdown/disaster preparedness of lighting system to avoid any type of Accident and public Safety under Br.-XIII.** Estimated Amount: **Rs. 1,89,459.68.** Earnest Money: **Rs. 3,800.00.** Period of Completion: **214 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **12.04.2023 (5 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **20.04.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2022-2023/425 (1st Call)

Name of the Work : **Restoration of road surface disturbed by Water Supply Department including potholes at different places on Raja Ram Mohan Roy Road and Ho-Chi-Minh Sarani in Ward No. 121, 128 under Br.-XIV.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,58,893.99 (Excluding Contingency Amount).** Earnest Money: **Rs. 9,200.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of submission of all Bid: **27.04.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **12.04.2023 (12 noon)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (S&D), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : S_D/CENTRAL/22-23/NAKTALA

Name of the Work : **Desilting of box drain at N.S.C. Bose Road from Naktala Post Office to Naktala 2nd Scheme in Ward No. 100 under Br.-X.** Estimated Amount (Including CESS): **Rs. 3,15,083.03.** Earnest Money: **Rs. 6,500.00.** Period of Completion: **30 days.** Bid Submission Start Date and Time (Online): **11.04.2023 upto 2 p.m.** Last Date and Time of Submission of Bid (Online): **20.04.2023 upto 2 p.m.** The website **https://etender.wb.nic.in**

(2) NIT No. : KMC/DG(S_D)/CEN/23-24/61

Name of the Work : **Removal of floating materials from 7 No. Nikashi in Ward No. 59 under Br.-VII.** Estimated Amount: **Rs. 4,99,131.90.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **20.04.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **11.04.2023 at 1 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

24/23-24

বিপাকে উত্তরবঙ্গের পোল্ট্রি ব্যবসায়ীরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ এপ্রিল ঃ সম্প্রতি বার্ড ফ্লু ধরা পড়েছে বিহার এবং ঝাড়খণ্ডে। এরপরে পশ্চিম সীমানা দিয়ে কোনও মুরগি যাতে অসমে প্রবেশ না করে তার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে অসম সরকার। আর তার প্রভাব পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। কারণ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি মুরগির ক্ষেত্রে অনেকটাই পশ্চিমবঙ্গের উপর নির্ভরশীল। উত্তরবঙ্গ থেকে প্রচুর সংখ্যায় পোল্ট্রি রফতানি করা হয় অসমে। তবে অসম সরকার মুরগি ঢুকতে না দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করার পরে বিপাকে পড়েছেন উত্তরবঙ্গের পোল্ট্রি ব্যবসায়ীরা। অসমে যাতে বার্ড ফ্লু সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য পশ্চিমের রাজ্যগুলি থেকে আপাতত মুরগি আমদানি বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে সেই রাজ্যের সরকার। জানা গিয়েছে, গত ৬ মার্চ অসম সরকারের পক্ষ থেকে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল পোল্ট্রি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মদনমোহন মাইতি জানিয়েছেন, বার্ড ফ্লু ধরা পড়েছে বিহার এবং ঝাড়খণ্ডে। পশ্চিমবঙ্গে এখনও বার্ড ফ্লু ধরা পড়েনি। স্বাভাবিকভাবেই অসম সরকারের এই সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন উত্তরবঙ্গের পোল্ট্রি ব্যবসায়ীরা। এখানকার মুরগি অসমে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়ায় ব্যবসায়ীদের প্রায় ৫০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। অসম সরকারের এই সিদ্ধান্তকে নিয়ম বিরোধী বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, বার্ড ফ্লু সংক্রান্ত কেন্দ্রের যে নিয়ম রয়েছে তাতে রাজ্য সরকার এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তাই কেন্দ্রের কাছে আমরা এনিয়ে অভিযোগ জানিয়েছি। অসম সরকার তাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব। অসম সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এ রাজ্যের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দফতরের আধিকারিকরা। তাদের বক্তব্য, বার্ড ফ্লু সংক্রান্ত কেন্দ্রের যে নিয়ম রয়েছে সেই নিয়ম মানেনি অসম সরকার। কেন এ ধরনের সিদ্ধান্ত? তা নিয়ে তারা প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের বক্তব্য, শুধুমাত্র মুরগি নেওয়া বন্ধ করেছে, অথচ মুরগির ছানা, ডিম, মুরগির খাদ্য প্রভৃতি অসমে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে কোনও বাধা দেওয়া হয়নি। তাদের বক্তব্য, অসম সরকারের এমন সিদ্ধান্ত হাস্যকর। এর কোনও মানে হয় না।

মাটি কাটা রুখে বিপাকে বিডিও

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৯ এপ্রিল ঃ অবৈধভাবে জমি থেকে কাটা হচ্ছিল মাটি। গভীর রাতে টর্চ হাতে নিয়ে পুলিশের সঙ্গে তল্লাশি চালিয়ে মাটি কাটা রুখে দিলেন বিডিও। আর মাটিকাটা রুখে দেওয়ার পরেই প্রশাসনিক চাপের মুখে পড়লেন মুর্শিদাবাদের সুতির ১ নম্বর ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক। যদিও চাপের মুখে পড়ে পিছু হটতে রাজি নন বিডিও। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, অবৈধভাবে মাটি কাটা যাবে না। এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূলের নেতারা অবৈধভাবে মাটি কাটার সঙ্গে যুক্ত। তাই বিডিওর উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের। বিডিও এইচএম রিয়াজুল হক জানিয়েছেন, যতই চাপ আসুক অবৈধভাবে মাটি কাটতে দেওয়া যাবে না। পুলিশকে আরও তৎপর হতে বলা হয়েছে। ব্লকের কোথাও অবৈধভাবে মাটি কাটা হলে অভিযোগ জানাতে বলেছি। ব্লকের তরফে নিয়মিত নজরদারি চলবে বলে তিনি জানিয়েছেন। জানা গিয়েছে, মাঝরাতে অবৈধভাবে মাটি কাটার খবর পেয়ে পুলিশ ব্লক অফিসের কর্মী এবং সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়ে হানা দেন বিডিও। সেখানে টর্চের আলো এবং গাড়ির আলোর সাহায্যে বিঘার পর বিঘা জমিতে তল্লাশি চালানো হয়। বেশ কয়েকটি জমিতে অবৈধভাবে মাটি কাটা হয়েছে বলে দেখতে পান বিডিও। সেখানে শুধু একটি ট্রাক্টর পড়েছিল। তবে ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। তার আগেই সেখান থেকে পালিয়ে যায় মাটি মাফিয়ারা। এরপরে আহিরণ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিডিও। ঘটনার পর থেকে প্রশাসনিক চাপ আসতে শুরু করে বিডিওর উপর। এনিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছেন ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি তারিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, বিডিও মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সাহস দেখিয়েছেন। তাই তাঁর উপর শাসকদলের চাপ আসাটাই স্বাভাবিক। বিরোধীদের অভিযোগ, এই ব্লকে কমপক্ষে ১৪টি ইট ভাটা রয়েছে। তৃণমূল নেতা এবং কর্মীরাই নামে বেনামে এই সমস্ত ইটভাটাগুলির মালিক। সুতি ১ ব্লকে অন্তত ১৪টি ইট ভাটা রয়েছে। সেই সমস্ত ইট ভাটার জন্যই অবৈধভাবে মাটি তোলা হচ্ছে বলে তারিকু

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

প্যাচপ্যাচে এই গরমে ঘামের লজ্জা থেকে বাঁচতে যা করা

দুরন্ত বার্তা ঃ আমাদের শরীরের তাপমাত্রা দিনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম থাকে। এই বিভিন্ন তাপমাত্রার সামঞ্জস্য বজায় রাখতে ঘামের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ঘামের মাধ্যমে শরীর অতিরিক্ত তাপ বর্জন করে দেহের তাপমাত্রার ভারসাম্য ঠিকঠাক রাখে। কিন্তু এই ঘামই আবার বিভিন্ন সময়ে হয়ে ওঠে লজ্জার কারণ। কোনও অনুষ্ঠানে বা কর্মক্ষেত্রে যখন লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার প্রয়োজন পড়ে, ঘাম ও ঘামের দুর্গন্ধ আপনাকে অপ্রস্তুত করে তোলে। ফলে ঘামের সমস্যা থেকে মুক্তি একান্তই প্রয়োজন এখনের জীবনে, আর সে নিয়েই এই প্রতিবেদনঃ-

১। মশলাদার খাবার বন্ধ ঃ ঘাম তো যে কোনও স্তন্যপায়ী প্রাণীদেরই হয়, কিন্তু দুর্গন্ধের কারণ কী? আসলে আমাদের ত্বকের উপরিভাগে রোমকূপে থাকে একধরনের ব্যাক্টিরিয়া, যা ঘাম থেকে দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে। ঘাম হওয়া আটকাতে গেলে প্রথমেই যেদিকে নজর দেওয়া উচিত তা হল খাদ্যাভ্যাস। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় যত কম পরিমাণে ফাস্টফুড, মশলাদার খাবার ও তেলের খাবার রাখা যায় ততই ভালো। এধরনের খাবার পেটে ঢুকলেই প্রচন্ড তাপ উৎপন্ন করতে থাকে যা কমাতে শরীর ঘাম উৎপন্ন করে। তাই প্রথমেই এড়াতে হবে এই ধরনের খাবার। প্রোটিন জাতীয় খাবার শরীরে যথেষ্ট তাপ উৎপন্ন করে। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রোটিন খাদ্য বাদ রাখুন তালিকা থেকে। বাদ দিতে হবে ক্যাফাইন জাতীয় খাবার কফিও, যা প্রচন্ড তাপ উৎপন্ন করে। বরং খাদ্যতালিকায় রাখুন ফল ও শাকসবজি যা খাবার হজম করতে সাহায্য করে। জলীয় খাবার ও বিশেষত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জল রোজ খান, এতে শরীর সহজে গরম হবে না, ফলে ঘামও হবে না।

২। হালকা রঙের জামা পরুন ঃ গাঢ় রঙের জামা যত বেশি পরবেন, আপনার শরীর আশেপাশের তাপ আরও বেশি শোষণ করবে। ফলে ঘামও নিশ্চিত। তাই চেষ্টা করুন দিনের বেলা হালকা রঙের জামা পরতে। হালকা রঙের জামা যে কোনও রকমের তাপ প্রতিফলিত করে শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখতে সাহায্য করে। আপনি যদি একান্তই অনুষ্ঠানে যেতে ট্রেন্ডি জামা পরতে হয় যা হালকা রঙের নয়, তবে ভিতরে পরুন একটি অন্তর্বাস। এটি আপনার ঘাম শুষে নেবে ও বাইরে আসতে দেবে না।

৩। রোদে বেরোবেন না ঃ রোদ কেন, প্রয়োজন না থাকলে কোনও বেশি তাপমাত্রার এলাকাতেই যাবেন না। চেষ্টা করুন ছায়া আছে এমন এলাকায় দিনের বেশিরভাগ সময় থাকার। জানালার পর্দা টেনে রাখুন যাতে বাইরের তাপ ঘরে এসে ঘরকে বেশি উত্তপ্ত করতে না পারে। আপনার শরীরকে যত বেশি তাপের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন, ততই আপনার ঘাম কম হবে।

৪। চাপ নেবেন না ঃ প্রতিদিনের রুটিনে কতরকম কাজ থাকে, ঠিকঠাকভাবে সাফল্যের সঙ্গে তা হবে কি না তা নিয়েও চিন্তা কম নয়। চাপ নেবেন না। আপনি যত চাপ নেবেন ততই শরীরে বাড়বে স্ট্রেস হরমোনের ক্ষরণ যা আপনার দেহের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ফলে ঘাম অবশ্যম্ভাবী। প্রতিদিন সকালে ব্যায়াম, চাপের থেকে মুক্তি পাওয়ার এক দারুণ উপায়। ব্যায়াম করলে ঘাম ঝলে, এ থেকে মনে হতেই পারে কী করে এটা ঘাম কমাবে? আসলে নিয়মিত ব্যায়াম করলে আপনার সব চিন্তা ও চাপ নিজে থেকেই দূর হয়ে যাবে। ফলে আপনার মাথা সারাদিন চিন্তামুক্ত থাকবে। স্ট্রেস হরমোনের ক্ষরণ কমলে কমবে শরীরের ঘাম উৎপাদনও।

৫। অ্যান্টিপারস্পিরান্ট ব্যবহার করুন ঃ ঘাম হওয়া আটকাতে ব্যবহার করতে পারেন অ্যান্টিপারস্পিরান্ট। কিন্তু সবাই যে ভুল করে তা আপনি করবেন না। এটি সকালে স্নান করে বগলে গলায় বুকে দেবেন না, বরং দিন রাতে শুতে যাওয়ার সময়। লোমকূপে গিয়ে এর কাজ করতে বেশ কিছুটা সময় লাগে, তাছাড়া রাতে উষ্ণতা কম থাকায় এটি ব্যবহার করে ভালো ফল মেলে। শোওয়ার আগে তাই এটি শরীরের যে অংশে বেশি ঘাম হয় সেখানে দিয়ে শুতে যান। বেশকিছু রাত এমন অভ্যাস করলে দেখবেন আপনার ঘাম হওয়া আগের থেকে অনেক কমে গেছে।

ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়ার আগে সতর্ক থাকুন

দুরন্ত বার্তা ঃ ব্যথার অনেক ওষুধ প্রেসক্রিপশন ছাড়াই কিনতে পাওয়া যায়, শুধু ফার্মেসী কেন, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরেও পাওয়া যায় ব্যথার ওষুধ। পেশীতে খুব যন্ত্রনা হচ্ছে বা প্রচন্ড মাথা ব্যথা। ব্যথার ওষুধের বোতলের দিকে হাত বাড়ানোর আগে দেখে নিন কোন ওষুধ খাচ্ছেন এবং এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াই বা কি কি হতে পারে। ওষুধের উপর লেবেল পড়ে নিন এই ওষুধ সেবনের নিয়মগুলোও জেনে নিন। ব্যথার ওষুধ আসে দুই প্রকারে। এসিটোএমিনোফেন (প্যানাডল, টাইলেনল) এবং নন-স্টেরয়ডেল এন্টি ইনফ্লামেটরী (NSAIDS) ড্রাগ। দু'টোই ব্যথা কমায়। জ্বরও কমায়। NSAIDS এর মধ্যে আছে ইবুপ্রুফেন (এডভিল), এসপিরিন, ন্যাপ্রোক্সেন সোডিয়াম (এলিভ)। ওষুধ নানারূপে বডি, ক্যাপসুল, জেলক্যাপ, তরল ইত্যাদি। ব্যথা নিবারক ওষুধের নিরপদ হওয়ার ব্যপারটা রোগীর বয়সের উপরও নির্ভর করে। বছর কয়েক আগে পিতা-মাতারা জ্বরের জন্য বাচ্চাদের দিয়ে দিতেন বেবি এসপিরিন কিন্তু পরে জানা গেলো রেই'স সিনেড্রাম। এসপিরিনের বিষময় ফলে গুরুত্বর অসুখ যা মগজ, কিডনি ও যকৃৎ-এর উপর প্রভাব ফেলে। এসপিরিন বাচ্চাদের অবশ্যই অবশ্যই দেওয়া উচিত নয়। নিষেধ। জ্বর হলে এসিটোএমিনোকেন বা ইবুপ্রুফেন মাত্রা অনুযায়ী দেওয়া যেতে পারে। বড়রাও সতর্ক হবে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে।

এলকোহল ও ব্যথার ওষুধ ঃ এই দুটো একত্রে সেবন বেজায় বিপজ্জনক। ব্যথার ওষুধ প্রভাব ফেলে রক্তচাপের উপর। কোন কোন ব্যথার ওষুধ কোন কোন উচ্চ রক্তচাপের ওষুধের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে। যাদের আগে রক্তচাপ জানা নেই তারেদ রক্তচাপ জেনে নিতে হবে। উচ্চরক্তচাপের ওষুধ যারা খান তারা নিয়মিত রক্তচাপ মাপিয়ে দেখবেন এবং কোন ব্যথার ওষুধ প্রয়োজনে নেওয়া সঠিক হবে তা ডাক্তারের কাছে জেনে নেওয়া ভালো হবে।

পাকস্থলী সহ্য নাও করতে পারে ঃ কোন কোন ব্যথার ওষুধ যেমন ইবুপ্রুফেন ও নেপ্রোক্সেন সোডিয়াম পাকস্থলীর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। পাকস্থলীর আস্তরণে ক্ষত ও রক্তক্ষরণ ঘটাতে পারে। অথবা কারো আলসার থাকলে তা প্রকট ও প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। তাই তেমন ওষুধ খেতে হলে সবচেয়ে কম মাত্রার ও কম সময়ের জন্য নেওয়া যায় ও ভরাপেটে। প্রতিদিন প্রয়োজন হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সেবন করা উচিত।

ব্যথা নাশক কিডনিকে ভারাক্রান্ত করতে পারে ঃ কিডনি দুটো কঠোর শ্রম করে। বর্জ্য নিস্কাশন করে এবং তরল ও ইলেকট্রোলোহার ভারসাম্য রক্ষা করে। এনএসএ আই.ডি এই কাজে বাধা দিতে পারে। এসব ওষুধ নিয়মিত খেলে কিডনির ক্ষতি হতে পারে, বড় ক্ষতিও হতে পারে। ক্রনিক কিডনি রোগ থাকলে এনএসএআইডি খাবার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কিডনি বান্ধব বিকল্প ওষুধও আছে।

হৃদযন্ত্রের অবস্থা কেমন ঃ ওটিসি ব্যথা নামক হৃদরোগীদের জন্য হতে পারে দু'দিকে ধার তলোয়ারের মত। প্রতিদিন কম মাত্রা এসপিরিন রক্তকে তরল রেখে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক কিছুটা প্রতিরোধ করতে পারে। আবার দীর্ঘদিন এসপিরিন নয় এমন NSAID ব্যবহারে, বিশেষ করে উচু মাত্রায় এসপিরিনের রক্ত তরল করার ক্ষমতা খর্ব হতে পারে। রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে, তেমনি হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকিও বাড়তে পারে। যাদের কিডনি, হৃদরোগ ও সিরোসিস আছে তাদের এসব ব্যথা নাশক বারন। প্রথমে ওষুধের উপরে লেখা লেবেল পড়ে নিন, তাহলে ভুল কম হবে।

ব্যথা নাশক ও যকৃৎ ঃ এসিটোএমিনোফেন জাতীয় ওষুধ নির্দেশমত সেবন করলে নিরাপদ ও কার্যকর থাকা যায়। তবে সব ওষুধেরই ঝুঁকি আছে। এসিটোএমিনোফেন ব্যথা নাশক করে বেশ ভালো, তবে যকৃতের উপর প্রভাব ফেলে। অতিরিক্ত মাত্রা খেলে লিভারের বড় ক্ষতি হতে পারে। তাই সঠিক মাত্রায় বেশি দিন নয়। প্রয়োজনে ডাক্তারা পরামর্শ নিন।

গর্ভাবস্থায়ও ব্যথার উপশম ঃ গর্ভবতী হলে যাই গ্রহণ করা হয় তা চলে যায় অনাগত সন্তানের কাছে। গর্ভের তৃতীয় মাসে NSAIDS দেওয়া ভালো নয়। ডাক্তারের পরামর্শে ব্যথার ওষুধ দেওয়া ভালো। পরস্পর প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই ব্যথা নাশক ওষুধ সব ওষুধের সাথে চলে না। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

প্রস্রাবে সংক্রমণ

দুরন্ত বার্তা ঃ প্রস্রাবে সংক্রমণ বলতে মূত্রনালি, মূত্রথলি, কিডনি-মানে গোটা মূত্রতন্ত্র বা ইউরিনারি ট্রাক্টের যেকোনো সংক্রমণকে বোঝায়। এটা ঠিক যে এ সংক্রমণ নারীদেরই বেশি হতে দেখা যায়। তবে পুরুষেরাও পুরোপুরি ঝুঁকিমুক্ত নন। বরং পুরুষের প্রস্রাবে সংক্রমণ হলে এর পেছনে কোনো কারণ লুকিয়ে থাকে, যা খুঁজে বের করা জরুরি হয়ে পড়ে। নইলে পরবর্তী সময়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তরুণদের চেয়ে বয়স্ক পুরুষেরা এতে আক্রান্ত হন বেশি। তার কারণও আছে। মূত্রথলি বা ব্লাডারে প্রস্রাব জমে থাকলে তাতে জীবাণু বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়। বয়স্ক পুরুষদের প্রোস্টেট গ্রন্থি বড় হয়ে যাওয়ার কারণে কিংবা মূত্রনালির নিচের দিকে পাথর বা টিউমার জাতীয় কোনো বাধা থাকার কারণে অনেক সময় প্রস্রাব করার পরেও বেশ খানিকটা প্রস্রাব থেকে যায় মূত্রথলিতে। সে ক্ষেত্রে জীবাণু সংক্রমণ ঘটে। কোনো কারণে প্রস্রাবের জন্য নল বা ক্যাথেটার করা থাকলে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। অস্বাস্থ্যকর যৌন অভ্যাসের কারণেও প্রস্রাবের নালিতে সংক্রমণ হয়। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস প্রস্রাবে সংক্রমণের একটা বড় কারণ। আবার স্নায়ুগত সমস্যার জন্য মূত্রথলির স্থিতিস্থাপকতা বা টোন নষ্ট হয়, ফলে প্রস্রাব পরিস্কার হয় না ও জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। স্ট্রোকের পর বা দীর্ঘদিনের ডায়াবেটিসে এমন হাইপোটনিক ব্লাডার হতে পারে। মূত্রনালি বা মূত্রথলিতে জীবাণু সংক্রমণের পর যথাযথ চিকিৎসা করা না হলে সংক্রমণ কিডনি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে। কখনো কখনো রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে যেতে পারে। প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, প্রস্রাব করতে অসুবিধা অনুভব করা, প্রস্রাবের সময় তলপেটে ব্যথা বা অস্বস্তি, বারবার অল্প পরিমাণে প্রস্রাব হওয়া, প্রস্রাবে অস্বাভাবিকভাবে প্রচণ্ড চাপ অনুভব করা, দুর্গন্ধময় ঘোলাটে প্রস্রাব হওয়া- এসবই হতে পারে সংক্রমণের লক্ষণ। সঙ্গে থাকতে পারে জ্বর, বমি, বমিভাব, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত আসা কিংবা প্রস্রাবের পথে সাদাটে তরল বেরিয়ে আসার মতো লক্ষণ।

সুস্থ জীবন পেতে ভালো করে ঘুমের প্রয়োজন

দুরন্ত বার্তা ঃ নিদ্রাহীনতা খুবই অস্বস্তিকর এক অবস্থা। দিনের পরে নেমে আসে রাত, সেই রাতে প্রকৃতিও বিশ্রাম নেয়, নিঝুম হয়ে পড়ে। এটাই স্বাভাবিক। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই এই রকম চলে আসছে এবং চলবে। মানুষও বিশ্রাম নেবে, শান্তিময় ঘুমে ডুবে যাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তব কথা হলো অনেকেই ঘুমোতে পারে না। ঘন্টার পর ঘন্টা বিছানায় সময় কেটে যায়, চোখে ঘুম আসে না। শান্তিময়, সুন্দর ঘুম এক প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। ঘুমের মাধ্যমে আপনার শরীর বিশ্রাম পায়, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে ও তা সংরক্ষিত হয়। যদি প্রায়ই আপনার রাতের ঘুমটা খুব বাজে হয় তাহলে বুঝতে হবে আপনার প্রাকৃতিক ঘুমের ধরনটা যেভাবে হোক বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

কেন ঘুম আসে না ঃ নতুন চাকরি, কাঁধে অনেক কাজের বোঝা, মানসিক চাপ, উদ্বেগ প্রভৃতি বিষয় আপনার ঘুমের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। ন্যাশনাল স্লিপ ফাউন্ডেশনের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৩৪ শতাংশ মহিলা মানসিক চাপের কারণে নিদ্রাহীনতায় ভোগেন। একই সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৯০ শতাংশ লোক রাতে টিভি দেখেন এবং ৬৩ শতাংশ লোক ঘুমানোর এক ঘন্টা আগে বই পড়েন। সমস্যা হলো যখন আপনি ঘুমানোর আগে টিভি দেখেন বা বই পড়েন তখন আপনার মনের মধ্যে উদ্দীপনাকর ক্রীয়া ঘটতে থাকে অথচ সেই মুহূর্তে আপনার শান্ত থাকা উচিত। ঘুমের সময়ে মস্তিস্ক যদি উত্তেজিত থাকে, ঘুম না হওয়ারই কথা। তাই সুন্দর ঘুমের জন্য কী করবেন আপনি? স্রেফ নিচের নিয়মগুলো মেনে চলুন-

শোয়ার ঘরকে সুরক্ষা দিন ঃ আপনার শোয়ার ঘরকে ঘুমের জন্যই বরাদ্দ করুন। খাওয়া, টিভি দেখা কিংবা কাজ করার জন্য নয়। বিছানায় মানসিক চাপপূর্ণ কার্যক্রম পরিহার করুন। মনে রাখবেন এটা আপনার শুধু বিশ্রাম নেওয়া ও ঘুমানোর জায়গা। বিছানাটাকে সেভাবেই সাজাবেন। দিবানিদ্রা পরিহার করুন। দিবানিদ্রা আপনার স্বাভাবিক ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, তাই দিবানিদ্রা পরিহার করুন। নিজেকে এই শিক্ষা দিন যে ঘুম হলো শুধু রাতের কাজ।

ঘুমের ওষুধ পরিহার করুন ঃ অনেকে সুন্দর ঘুমের জন্য নিয়মিত ঘুমের ওষুধ খান। কিন্তু ঘুমের ওষুধ আপনাকে ওষুধে নির্ভরশীল করে তুলবে এবং এই কারণে আপনি আর স্বাভাবিকভাবে ঘুমাতে পারবেন না। তা ছাড়া ঘুমের ওষুধ সেবনের ফলে সকাল বেলা আপনার মাথা ভার ভার লাগবে, ম্যাজম্যাজ করবে শরীর। কোনো কাজে সম্পূর্ণ মন বসাতে পারবেন না। তাই ঘুমের ওধুষ পরিহার করে স্বাভাবিকভাবে ঘুমানোর চেষ্টা করবেন। আর ঘুমানোর অন্তত এক ঘণ্টা আগে চা বা কফি পান করবেন না।

গভীরভাবে শ্বাস নিন ঃ এটাই পারে আপনাকে শান্তিময় ঘুমের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিন। তারপর শ্বাস নিন গভীরভাবে। সমস্ত শরীর শিথিল করে দিন। চিন্তায় কোনো উদ্বেগ আনবেন না। মাথা থেকে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলুন। শুধু গভীর শ্বাস নিন। দেখবেন কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন নিজেই জানেন না।

বিশেষজ্ঞরা বলছে, ঘুম দরকার পর্যাপ্ত। নাহলে শরীর চলবে না। গুণে গুণে আট ঘণ্টা ঘুমের জন্য সময় তো রাখতেই হবে। তা সে যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন। বরং ঘুমোলে ক্লান্তি নিমেষে দূর হয়ে যায়। শরীর হয় তরতাজা। এক গবেষণায় জানা গিয়েছে, রাতের ঘুমেই লুকিয়ে আছে ভাল থাকার রহস্য। ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে উচ্চ রক্তচাপ, এমনকী স্থূলতা বা ওবেসিটি থেকে হার্ট অ্যাটাক- ঘুম না হলে হতে পারে এই সব সমস্যাই। রাতের ঘুম কম হলে নাকি ঠান্ডা লেগে সর্দি-কাশি হওয়ার প্রবণতাও থাকে বেশি। কাজের চাপে ঘুমের সময়টা অবহেলা না করাই ভাল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, রোজকার যাপনে কেউই সাত থেকে নয় ঘণ্টা ঘুমোচ্ছেন না। বেশিরভাগ দিনই ছয় ঘণ্টার কম ঘুমোচ্ছেন অধিকাংশ মানুষ। তবে হাজার কাজ থাকুক, ঘুমের সময় ঘুম জরুরি। আর যদি ঘুম না আসে, তাহলে হাজার উপায় রয়েছে নিদ্রাদেবীকে ডাকার। ভালভাবে ঘুমনোর জন্য আরও কয়েকটি উপায় অবলম্বন করতে পারেন-

-রাতে ঘুমতে যাওয়ার আগে ভাল করে স্নান করুন।

-ডায়েরি লিখুন। ঘুমের সময় কী কী সমস্যা হয়, সেগুলো লিখে রাখুন। পরে সেগুলো নিয়ে চিকিসকের সঙ্গে কথা বলুন।

-ঘুমের সময় একেবারেই মোবাইল বা ল্যাপটপ নয়। মোবাইল নামক বস্তুটি হাতের নাগালের বাইরে রাখুন। রাতে শুয়ে শুয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় জেগে থাকলে, ঘুম আসবে দেরিতে।

-রাতে শান্ত পরিবেশে ঘুমোতে সাহায্য করতে পারে মৃদু আলো। বেশি আলোয় ঘুম হয় না অনেকেরই।

-ঘুমের সময় ঘুম না এলে হালকা কোনও গান শুনতে পারেন। অনেকেরই গান শুনলে ঘুম আসে।

-কোনও কাজ অসমাপ্ত থাকলে সেটি চটপট সেরে নিয়ে ঘুমোতে যাওয়াই ভাল। তাহলে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবেন।

-ঘুম না এলে শুয়ে শুয়ে ভাবতে পারেন সেই বিষয়ের কথা, যা ভাবলে আপনার ভাল লাগবে।

-ঘুমোলে আপনার শরীরের বিশ্রাম হয়। কিন্তু এই ঘুম আসার জন্য মনের শান্ত হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য ধ্যান কিংবা যোগের সাহায্য নিতে পারেন। নেটদুনিয়ায় ধ্যান ও যোগাভ্যাসের অনেক উপায় রয়েছে। চাইলে দেখে নিতে পারেন।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২৩ বছর। উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। ওজন ৭০ কেজি। গ্রীষ্মকালে আমার হাত-পা ঘামার পরিমাণ বেড়ে যায়। হাতে রুমাল রাখি কিন্তু কোনো লাভ হয় না। একটু পরপর মুছতে হয়। পা ঘেমে মোজা এত দুর্গন্ধ হয় যে সবার সামনে জুতা খুলতেও বিব্রত লাগে। কী করলে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাব?

উত্তর ঃ গ্রীষ্মকালে সাধারণত সবারই কমবেশি হাত-পা ঘামতে পারে, আর এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি কারো অতিরিক্ত হারে ঘামে, তাহলে মনে রাখতে হবে, কোনো রোগের জন্য এটা হচ্ছে। থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের অতিরিক্ত ফাংশনের জন্য অথবা হাইপার থাইরয়েডিজমের জন্য এই সমস্যা হতে পারে। এ জন্য থাইরয়েডের পরীক্ষা করালে ভালো হয়। যদি হাইপার থাইরয়েডিজম থাকে, তাহলে তার যথাযোগ্য চিকিৎসা নিতে হবে। অনেক সময় আবার উদ্বিগ্নতা বা দুশ্চিন্তার কারণেও অতিরিক্ত ঘাম হতে পারে। তাই কারণ নির্ণয় করে চিকিৎসা নিন। আর যদি কোনো কারণ ছাড়াই অতিরিক্ত ঘামে, তবে সে ক্ষেত্রে ড্রাইকেয়ার জাতীয় এক ধরনের লোশন বা সলিউশন দিয়ে হাত-পা রোজ এক থেকে দুবার পাঁচ থেকে সাত দিন ধুলে ভালো হয়ে যাবে। আর মুখে খাওয়ার ওষুধ হিসেবে প্রপানল জাতীয় ট্যাবলেট ১০ মিলিগ্রাম একটি করে দিনে দুবার খাওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২০। গোপনাঙ্গে বেশ কিছু ঘামাচির মতো দেখা যাচ্ছে। এগুলো পিনপিন করে এবং প্রচণ্ড চুলকায়। এদিকে আরেক সমস্যা হলো, সারা বছরই সর্দি লেগে থাকে। কানে কিছুদিন পরপর প্রচুর ময়লাও জমে। এ অবস্থায় কী করণীয়, পরামর্শ দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ আপনার সমস্যা পড়ে মনে হচ্ছে, গোপনাঙ্গে ফাঙ্গাল সংক্রমণ টাইপের কিছু হয়েছে। আপনি দেরি না করে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৪১ বছর। কিছুদিন আগে হাতে দানা দানা ঘামাচির মতো ওঠে। আমি মনে করেছিলাম এমনিতেই চলে যাবে কিন্তু দানাগুলো চুলকাতে চুলকাতে ঘায়ের মতো হয়ে যায়। এরপর দেখি, আমার মেয়ে ও ছেলের হাতেও একই অবস্থা। কী করলে এ থেকে মুক্তি পাব?

উত্তর ঃ যেহেতু পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যে একই ধরনের উপসর্গ দেখা যাচ্ছে, তাই এটি স্ক্যাবিস ইনফেকশন অথবা কন্ট্যাক্ট ডার্মাটাইসিস বা ডিফাইব্রোটিক একজিমা হতে পারে। স্ক্যাবিসের ক্ষেত্রে পারমিথ্রিন মলম বা ক্রিম ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। মুখে সেবনের ওষুধ হিসেবে অ্যান্টি হিস্টামিন যেমন-ফেক্সোফেনাড্রিন ১২০ মিলিগ্রাম রোজ দুইবার সেবন করা যেতে পারে। ক্লোবেটাজল অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে যে কারণে এই রোগটি হচ্ছে, তা বের করার চেষ্টা করুন এবং সেই কারণটি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৩৯। মাঝেমধ্যে ঠোঁটে জ্বরঠোসা ওঠে, জিব জ্বলে ও মুখ তেতো থাকে। কী করণীয়?

উত্তর ঃ ভাইরাস আক্রমণের কারনে জ্বরঠোসা উঠতে পারে। সাধারণত রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে এমনটা হয়। দীর্ঘমেয়াদি কোনো রোগ বা সংক্রমণ আছে কি না, পরীক্ষা করুন। রক্তশূন্যতা ও ভিটামিনের অভাবও হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ বয়স ২৭ বছর। তিন-চার বছর যাব আমার একটু ঠান্ডা বা ধুলোবালি লাগলেই হাঁচি শুরু হয় (প্রায় সারা দিনই চলে) এবং নাক দিয়ে অনবরত জলের মতো সর্দি পড়ে। ডাক্তার বলেছেন স্থায়ী কোনো চিকিৎসা নেই। করণীয় কী?

উত্তর ঃ অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের স্থায়ী কোনো চিকিৎসা নেই। ধুলোবালি ও যেসব বস্তুতে আপনার অ্যালার্জি আছে, সেগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। অ্যান্টি হিস্টামিন-জাতীয় ওষুধ নিয়মিত খেতে হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২৩ বছর ৯ মাস, উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, ওজন ১০৫ কেজি। ব্যস্ততার কারণে খাওয়ার শিডিউল ঠিক রাখা কিংবা ডায়েট করা সম্ভব হয় না। প্রতিদিনের খাবার থেকেই কীভাবে ডায়েট করা যায়?

উত্তর ঃ প্রতিদিনের খাবার ক্যালরি মেপে সারা দিনে অল্প অল্প করে খেতে হবে। শর্করা ও চর্বিযুক্ত খাবার কমান। আমিষ, সবজি, তাজা ফলমূল, দুধ বা দই, বাদাম খান। একজন পুষ্টিবিদের কাছ থেকে ক্যালরি অনুযায়ী খাবার তালিকা নিন। বিষয়টা মোটেই শক্ত নয়।

আপনার গর্বের রোগা শরীরের মধ্যেও বাসা বাঁধতে পারে নানা রোগ

দুরন্ত বার্তা ঃ মোটু নাকি পাতলু! দু'দিকেই সমস্যা। ওজন যখন সীমাহীনভাবে বাড়তে থাকে তখন শরীরে একের পর এক রোগ বাসা বাঁধতে শুরু করে। তাই সব ক্ষেত্রেই চিকিৎসকদের নির্দেশ, ওজন কমাতে হবে। অন্যদিকে অত্যধিক রোগাও কিন্তু মোটেই ভাল লক্ষণ নয়। ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম হলে খুব বেশি সুস্থ থাকা যায় তা কিন্তু একেবারেই নয়। বরং হিতে-বিপরীত হতে পারে। তাই যাঁরা খুব রোগা তাঁদের ওজন বাড়ানো জরুরি। সেক্ষেত্রে সহজ দাওয়াই খেয়ে মোটা হওয়া। পাশাপাশি নিজেকে রোগা ভেবে উদাসীন না থেকে চেহারার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। আসুন জেনে নিই রোগা হলে কি কি বিপদ হতে পারে ঃ-

১. অতিরিক্ত রোগারা খুব কমজোরি হয়ে পড়ে। অল্পেতেই দুর্বল হয়ে যায়। মেটাবলিক রেট কমে যায়। ফলে হজম ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

২. খুব বেশি শারীরিক চাপ বহন করার ক্ষমতা কমতে থাকে। ক্লান্তি ভাব দেখা যায়।

৩. শরীরের সৌন্দর্য হ্রাস পেতে থাকে।

৪. শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি অত্যন্ত কমে যায়।

৫. অল্পবয়সী মহিলারা খুব রোগা হলে সন্তান ধারণে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

রোগা কি না চিনুন ঃ একজনের ওজন স্বাভাবিক রয়েছে নাকি তার চেয়ে কম তা বুঝতে তাঁর বিএমআই কত তা জানা দরকার। বডি মেটাবলিক ইনডেক্স ২০-২৩ এর মধ্যে থাকলে তা স্বাভাবিক ধরে নেওয়াই যায়। কিন্তু কারও যদি বিএমআই ১৮.৫-এর কম থাকে সেক্ষেত্রে তাঁকে ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম বলা হয়। মেপে নিন-ওজন উচ্চতা (মিটার)।

যখন চিন্তার ঃ ওজন যদি হঠাৎ করেই কারও কমতে থাকে সেক্ষেত্রে দেখতে হবে তাঁর শরীরে কোনও অসুখ রয়েছে কি না। অনেক সময় ডায়াবেটিসের কারণেও হঠাৎ ওজন কমে যেতে দেখা যায়। এছাড়া এমনও হতে পারে যাঁদের পরিবারে সকলের শারীরিক গঠনই খুব রোগা প্রকৃতির সেক্ষেত্রে রোগা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার হতে পারে। তবে অবহেলা না করে রোগার মোকাবিলায় ঠিক মতো খাদ্যাভ্যাস অত্যন্ত দরকার।

খেয়ে মোটা হতে ঃ সাধারণত যাঁদের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম তাঁদের উচিত ব্রেক ফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার ছাড়াও আরও তিনবার অল্প অল্প করে খাওয়া। সাধারণত বিএমআই ১৮-র কম হলে রোজ অন্ততপক্ষে ৫০০ কিলো ক্যালোরি ডায়েট মেপে খাওয়া জরুরি। স্বাভাবিকভাবে মাসে দেড় থেকে দু' কেজি ওজন বাড়লে বুঝতে হবে তাঁর ডায়েট ঠিক হচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক ওজন বৃদ্ধির হিসাব। দুধ-ডিম অবশ্যই রাখুন। চিজ, ছানা খাওয়া যেতে পারে। দুধে ওটস মিশিয়ে খেলে উপকার। এছাড়া পাউরুটি, হাতে গড়া রুটি খান। স্যান্ডউইচ বা এমনি পাউরুটি খেলে তাতে সাধারণ বাটার না মাখিয়ে পিনাট বাটার লাগিয়ে খেলে উপকার। এই বাটার বেশি স্বাস্থ্যকর। এতে শরীরে খারাপ ফ্যাটের আধিক্য হয় না।

ব্রেক ফাস্ট ও লাঞ্চের মাঝে ঃ এই সময় ফল বা ফলের রস খেলে উপকার। বিশেষ করে কলা, আম, রোগাদের জন্য খাওয়া ভাল। এছাড়া যেকোনও ফলের রস বা মিল্ক সেক খাওয়া যায়। শিশুদের জন্য মিল্ক সেক অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। প্রয়োজনে ফল দিয়ে মিল্ক সেক বানিয়ে তাতে বিভিন্ন ড্রাইফ্রুট বা বাদাম, কিশমিশ মিশিয়ে খান। এছাড়া ছা

দিদির সুরক্ষা কবচে বেরিয়ে বিক্ষোভের শিকার মন্ত্রী শিউলি সাহা

দুরন্ত বার্তা, কেশপুর, ৯ এপ্রিল ঃ পঞ্চায়েত ভোটের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুরে প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল। একদিকে মন্ত্রী শিউলি সাহা যখন দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ঠিক সেই সময় এলাকায় উন্নয়ন হয়নি অভিযোগ তুলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন বিধায়ক বিরোধী গোষ্ঠীর। বিধায়ক অনুগামীদের সঙ্গে অবরোধকারীদের বচসা, হাতাহাতি। মন্ত্রীর নিশানায় বিরোধীরা। রবিবার সকাল থেকেই কেশপুরের মুগবাসান এলাকায় দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি নিয়ে ঘুরছিলেন মন্ত্রী শিউলি সাহা। মুগবাসান পঞ্চায়েত অফিসে যখন পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করছেন মন্ত্রী ঠিক সেই সময় বিধায়ক বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা-কর্মীরা মুগবাসান বাজার এলাকায় অবরোধ করে। এলাকায় উন্নয়ন হয়নি আর এই কারণেই অবরোধ বলে দাবি বিধায়ক বিরোধী গোষ্ঠীর। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চলে বিক্ষোভ। বিক্ষোভ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ায় বিক্ষোভকারীরা। একই সঙ্গে বিধায়ক অনুগামীদের সঙ্গে প্রথমে বচসা পরে হাতাহাতিতে জড়ায় অবরোধকারীরা। ঘটনার পর মন্ত্রী শিউলি সাহার দাবি, বিজেপি ও সিপিএমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দলের ক্ষতি করার জন্য রাস্তায় নেমেছে দলেরই কয়েকজন নেতা।

সৌমেনের আহ্বান

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ৯ এপ্রিল ঃ সামনেই হলদিয়া পুরসভার নির্বাচন। সেই নির্বাচনের আগে দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতে রবিবার হলদিয়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে হলদিয়ার মঞ্জুশ্রীতে কুমারচন্দ্র জানা অডিটোরিয়ামে কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেই সম্মেলন থেকে কর্মীদের একজোট হয়ে লড়াই করে হলদিয়া পুরসভার ২৯টি আসনই যাতে নিজেদের দখলে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সাথে নন্দীগ্রামে বিজেপির ইস্তফা, পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলাপরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি দখল নিয়ে যে স্বপ্ন দেখছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সেই স্বপ্ন স্বপ্নই হয়ে থাকবে বলে জানান পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সৌমেন কুমার মহাপাত্র। এদিন কর্মী সম্মেলনে সৌমেনবাবু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী, মহিষাদলের বিধায়ক তিলককুমার চক্রবর্তী, রাজ্য আইএনটিটিইউসির সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলা মহিলা তৃণমূলের সভাপতি শ্রীবানি দে কুণ্ডু জেলা যুব সভাপতি আজগর আলি সহ অন্যান্যরা

জলকর নিয়ে মারধর জেলেদের

পুলিশ-প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের মৎস্যজীবীদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ এপ্রিল ঃ গঙ্গায় মাছ ধরলেই দিতে হবে কর। যেখানে রাজ্য সরকার নির্দেশ গঙ্গায় মাছ ধরতে গেলে কোনরকম কর দিতে হবে না। সরকার ও জেলা প্রশাসনের নির্দেশকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে মৎস্য সমবায় সমিতির নামে জলকর মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে নিচ্ছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। এই জলকর দিতে অস্বীকার করলে মৎস্যজীবীদের অসভ্য ভাষায় গালাগালি ও মারধর করার অভিযোগ উঠেছে অসাধু ব্যবসায়ীদের নামে। এই বিষয়ে মৎস্যজীবীরা জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনকে লিখিতভাবে অভিযোগ করেছেন। মৎস্যজীবীরা জানাচ্ছের জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া ও মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে বিষয়টি জানানো হলে তারা নির্দেশ দিয়েছেন গঙ্গায় মাছ ধরতে গেলে জলকর লাগে না। এই বিষয়ে এলাকায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিংও করা হয়েছে। তারপরেও মৎস্য সমবায় সমিতির সদস্যরা অন্যায়ভাবে জলকর মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে আদায় করছে। যদিও মৎস্য সমবায় সমিতির সদস্যরা জানাচ্ছেন সরকারি নির্দেশে সম্পূর্ণ বৈধভাবে গঙ্গা থেকে মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে জলকর আদায় নেওয়া হচ্ছে। যদিও এই ঘটনায় বিরোধীরা শাসক দলকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। এখন প্রশ্ন জলকর তোলার বিষয়ের দায় কার! কে সত্য! মৎস্যজীবীদের অভিযোগ জলকরের নাম করে বাজারে কুড়ি শতাংশ তোলা দিতে হচ্ছে মৎস্যজায় সমিতিকে। মৎস্যজায় সমিতির সদস্যরা জানাচ্ছের, ২০২০ সালে জেলার ডিএলআরও দপ্তর থেকে জলকরের বিষয়ে টেন্ডার শুরু হয়। সেই টেন্ডারের তারা অংশগ্রহণ করে এবং দপ্তর ২০২০ সাল থেকে ২১০৭ সাল পর্যন্ত টানা ৭ বছর জল কর বিষয়ে অনুমতি পায়। এর জন্য প্রতিবছর খাজনা হিসেবে সরকারকে ১১ লাখ ৫৫ হাজার ৯৯৯ টাকা দিতে হয়। তারপরেও সরকার জলকরের বিষয়ে কেন বেআইনি বলছে। এই বিষয়ে সরকার যদি কোন কিছু না করে তাহলে আমরা সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে যাব। এই বিষয়ে রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানান, গঙ্গা নদী থেকে জলকর মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে নেওয়া যাবে না। গঙ্গায় কোন জলকর লাগে না। সমবায় সমিতি থেকে এই বিষয়ে তাদেরকে কেউ অভিযোগ জানায়নি। তবুও এই বিষয়ে মন্ত্রী ডিএলআরও দপ্তরের এডিএম-কে এই বিষয়ে তদন্ত করে দেখার কথা জানাবেন।

নিয়োগ মামলায় শিক্ষকের নাম

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৯ এপ্রিল ঃএবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলার নাম জড়াল রায়গঞ্জের এক স্কুল শিক্ষকের। রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর হাই স্কুলের শিক্ষক গৌতম তান্তিয়া। অভিযোগ ধৃত কুন্তল ঘোষের মিডলম্যান হিসেবে কাজ করতেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, ইডি তলব করেছে তাঁকে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারির পর থেকেই নাকি নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে শোনা যাচ্ছিল রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর হাই স্কুলের শিক্ষক গৌতম তান্তিয়ার নাম। বাড়ি স্কুলের কাছেই। শিক্ষক ছাড়াও আরও দুটো পরিচয় রয়েছে তাঁর। প্রথমত, গৌতমবাবু পশুপ্রেমী সংগঠনের প্রেসিডেন্ট। দ্বিতীয়ত, তৃণমূল নেতা হিসেবেই এলাকায় পরিচিত তিনি। জানা গিয়েছে, ২০০৭ সাল থেকে চাকরি করেন তিনি। প্রথমে ইসলামপুরের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। পরে চলে আসেন সুদর্শনপুর স্কুলে। তাঁর স্ত্রী প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। স্থানীয় সূত্রে খবর, ২০১৭ সালের পর থেকে আচমকাই বদলে যেতে থাকেন গৌতম। এলাকায় রীতিমতো দাপট দেখাতেন তিনি। অভিযোগ, অধিকাংশ দিন স্কুলেই যেতেন না। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কিছু বলার সাহস ছিল না বলেই দাবি। কারণ, তৃণমূলের শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে নাকি ওঠাবসা ছিল গৌতমের। তাঁর দাপটে কার্যত বিরক্ত ছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। সূত্রের খবর, ইডির নথিতে নাম এসেছে তার। কুন্তল ঘোষের মিডলম্যান হিসেবে নাকি কাজ করতেন গৌতম। যদিও তাঁর দাবি, কীভাবে ইডির নথিতে নাম এল তা জানা নেই। গৌতমবাবু বলেন, ইডির তরফে যোগাযোগ করেনি। কী ঘটেছে, সেটাও আমি জানি না। কুন্তলদের চিনি না। খবরে যা দেখছি, ততটুকুই।

মুরারই জনসভা থেকে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ শুভেন্দু অধিকারীর

দুরন্ত বার্তা, মুরারই, ৯ এপ্রিল ঃ বীরভূমের মুরারাইয়ে জনসভা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বীরভূম থেকে তৃণমূল হটানোর ডাক তুললেন তিনি। একই সঙ্গে গরুপাচার মামলায় গ্রেফতা হয়ে দিল্লির তিহাড় জেলে থাকা অনুব্রত মণ্ডলকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু। এদিনের সভা থেকে শুভেন্দু প্রশ্ন তোলেন, বীরভূমের বীর কোথায়? বীরভূমের মুরারইয়ে জনসভা থেকে এদিন একনাগাড়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যান। সরাসরি অনুব্রতকে নিশানা করে বলেন, কোথায় কেষ্ট মণ্ডল? বীরভূমের বীর কোথায়? কেষ্টবাবু কোথায় এখন? চড়াম চড়াম ঢাকের আওয়াজ, নকুলদানা, উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে, মনোনয়ন জমা দিতে দেব না, গুড় বাতাসা খাওয়াব বলা কেষ্ট মণ্ডল কোথায়? কেষ্টর নিচে যাঁরা কাজ করতেন, সেই বিনয় ঘোষ, ভগৎ ভাই, আসগর আলি, আর এক আলি, এই চারটে বড় চোর এখানকার। আরও আছে কি? আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে এ দিন শুভেন্দু বলেন, তিন গুণ করে টাকা তুলছে। অত্যাচার চলছে গরিবের উপর। অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আপনারা সবাই মিলে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল নামের জঞ্জালটিকে বহিষ্কার করুন। বীরভূমের সাংগঠনিক জেলায় গত একবছর এই নিয়ে ১৩ বার এলাম। কথা দিচ্ছি, ২০১৮ সালে যে ভাবে ভোট লুঠ করা হয়েছিল, এ বার তা হতে দেব না আমরা। শুভেন্দুর দাবি, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের ভুল বুঝিয়েছিল তৃণমূল। নইলে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারত বলেও এ দিন দাবি করেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, সংখ্যালঘুদের পরিস্কার বলব, ২০২১ সালে আপনাদের ভুল বোঝানো হয়েছিল। নইলে এখানে বিজেপি আসত। সংখ্যালঘুদের বলা হয়েছিল, বিজেপি এলে এনআরসি হবে। তাড়িয়ে দেওয়া হবে বাংলা থেকে। আপনারা বলুন, উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথ কত জন সংখ্যালঘুকে তাড়িয়েছেন? ২৭ বছর গুজরাতে রয়েছে বিজেপি। অসমে আমাদের সরকার রয়েছে। কত জন সংখ্যালঘুকে তাড়ানো হয়েছে? বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায়, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘুদের প্রতি বিজেপির সুর নরম হয়েছে বলে ইদানীং কালে শোনা যাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। এ দিন শুভেন্দুর গলাতেও সেই সুর ধরা পড়ে। তিনি বলেন, এই দেশের মাটিতে জন্মেছেন যাঁরা, এই মাটিকে নিজের ভাবেন যাঁরা, এখানেই যাঁদের সব, তাঁদের সঙ্গে কোনও বিরোধ ছিল না আমাদের, আজও নেই। শুভেন্দু এ দিনও 'নো ভোট টু মমতা' স্লোগান তোলেন। বলেন, আবাস যোজনার টাকাও লুঠ হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না বাংলার মানুষ। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদলে দিয়েছে রাজ্য। শৌচালয়ের টাকাও চুরি করেছে তৃণমূল। বগটুইয়ে এতগুলো মানুষকে পুড়িয়ে মারল। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাড়িতে ঢুকে দেননি মৃতদের পরিবার। পঞ্চায়েত ভোটে বুথ রক্ষা করতে হবে। হারাতে হবে তৃণমূলকে।

দণ্ডি বিতর্কে সরানো হল জেলা মহিলা সভানেত্রীকে

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৯ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরে দণ্ডি বিতর্কের জের। সরিয়ে দেওয়া হল জেলা মহিলা সভানেত্রী প্রদীপ্তা চক্রবর্তীকে। দায়িত্বে এবার স্নেহলতা হেমব্রম। শিয়রে পঞ্চায়েত ভোট। শুক্রবার রাতে বালুরঘাট শহরের কোর্ট মোড় থেকে ১ কিমি পথ দণ্ডি কেটে তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে আসেন ৩ আদিবাসী মহিলা। এরপর তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন শাসকদলের মহিলা জেলা সভানেত্রী প্রদীপ্তা চক্রবর্তী। কেন এভাবে যোগদান? অভিযোগ, তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন ওই ৩ মহিলা। সেকারণেই নাকি প্রায়শ্চিত্ত করে ফের পুরানো দল ফিরলেন তাঁরা। এদিকে ৩ মহিলার দণ্ডি কাটার ভিডিয়োও ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। শুরু হয় তুমুল বিতর্ক। যাঁরা এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে, তাঁদের গ্রেফতারের দাবি তোলেন বিরোধীরা। বস্তুত, ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন রাজ্যের তিন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, মন্ত্রী শশী পাঁজা, মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। অবশেষে কড়া পদক্ষেপ করল তৃণমূল নেতৃত্ব। ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, দল এইরকম ঘটনা অনুমোদন করেনি। যদিও যারা দণ্ডি কেটেছিলেন, তাঁরা বলেছিলেন, আমরা স্বেচ্ছায় দণ্ডি কেটেছি। কিন্তু যিনি মহিলা সভাপতি ছিলেন, তার এটা বন্ধ করে উচিত ছিল। তাঁর বোঝানো উচিত ছিল যে, তোমার ভুল করেছ। কিন্তু তৃণমূলে ফেরত আসলে সসম্মানে ফেরত আসবে। তৃণমূলে ফেরত আসার মানে এই নয় যে, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দণ্ডি বিতর্কে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি অবশ্য এখনও অনড় বিজেপি। দলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস আদিবাসী মহিলাদের কী চোখে দেখেন, তাঁদের সম্পর্কে তৃণমূলের অভিমত কী এবং তাঁদের সঙ্গে কী ব্যবহার করেন, তা একবার প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে মন্তব্য থেকে। সেই ট্র্যাডিশনও চলছে। এটাই যে তৃণমূলের পথ, এই ঘটনা সেটাই প্রমাণ করেছে। তাঁর মতে, দলের পদ থেকে সরানোর মূল্য কী আছে? যিনি এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন, অবিলম্বে তাঁকে গ্রেফতার করা হোক। যদিও এই বিষয়ে এখনও প্রদীপ্তাদেবীর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এদিকে চার আদিবাসী মহিলাকে দণ্ডি কাটানোর ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার বালুরঘাট-সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ৯টি থানায় ধরনা ও বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। তাঁদের অভিযোগ, গোটা ঘটনায় পুলিশের দ্বারস্থ হওয়া সত্ত্বেও কোনও লাভ হয়নি।

স্বামীর পরকীয়ায় রাগে সদ্যোজাত সন্তানকে গলা টিপে খুন করল মা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৯ এপ্রিল ঃ স্বামীর পরকীয়া সম্পর্কে, রাগে সদ্যোজাত সন্তানকে গলা টিপে খুন করলো মা। পরে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন মা। নিহত শিশুর বাবা পলাতক। এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হেদে ডাঙা গ্রামে। ইতিমধ্যেই মৃত সন্তানের মাকে আটক করেছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। শান্তিনিকেতন থানার হেদে ডাঙার বাসিন্দা সোনাই টুডু। পেশায় রাজমিস্ত্রী। তাঁর স্ত্রী মালতি টুডু। দুই বছর আগে সোনাই ও মালতির বিয়ে হয়। মালতি সদ্য একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কিন্তু বিয়ের আগে থেকেই গ্রামেই এক স্বামী পরিত্যক্তা বধূর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সোনাইয়ের। মালতির সঙ্গে বিয়ের পরেও পুরানো সেই সম্পর্ক ভাঙেননি। এই নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে পারিবারিক অশান্তি চলতো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। অভিযোগ, অশান্তি সত্ত্বেও প্রেমিকার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন সোনাই। সোনাইয়ের এই প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে তাদের সংসারে অশান্তি লেগেই থাকতো। কিন্তু শনিবার তা চরমে পৌঁছায়। স্বামীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে অশান্তি চরম আকার নেয়। স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর করে সোনাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। এরপরেই স্ত্রী নিজের ১৮ মাসের সন্তানকে গলা টিপে হত্যা করে মা মালতি। এর পর তিনি নিজেই ঘরের মধ্যে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। প্রতিবেশীদের চেষ্টায় প্রাণ বাঁচে বধূর। শনিবার মালতির বাড়িতে অশান্তি চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে তার বাড়ি যান প্রতিবেশীরা। তাঁরা এসে দেখেন সদ্যোজাত শিশুটির নিথর দেহ পড়ে রয়েছে আর তার মা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে প্রতিবেশীরা। এক প্রতিবেশী সুখী টুডু বলেন, মালতি চিৎকার শুনে ওদের গিয়ে দেখি বাচ্চাটা বিছানায় শুয়ে আছে। বাচ্চাটাকে বাইরে নিয়ে এলাম। ভালো করে তখনও দেখিনি। জল দিলাম মুখে। তারপর দেখি কোন সাড়াশব্দ নেই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। সদ্যোজাতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে শিশুটির দেহ ময়নাতদন্ত হয়। সদ্যোজাতর মা, দাদু-সহ ওই পরিবারের মোট ৪ জনকে আটক করেছে পুলিশ। তবে মালতির স্বামী সোনাই পলাতক। বীরভূম জেলার পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় বলেন, পুলিশ গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। পারিবারিক অশান্তি না কি অন্য কোনও বিষয় রয়েছে। পুলিশ সবটাই খতিয়ে দেখছে।

পরকীয়া বিবাদে বলি হল নববধূ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৯ এপ্রিল ঃ সম্পর্কে মামী। কিন্তু তাতে কি প্রেম হয় না? এমন প্রশ্ন উঠছে, কারণ সেই মামীর সঙ্গেই নিজের স্বামীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যা নিয়ে প্রতিবাদ করলে কপালে জুটত মারধর। গৃহবধূর স্বামী আবার সম্পর্কে ভাগ্নে। এই পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যেই অবৈধ সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি নববধূ। তাই বিয়ের পাঁচ মাসের মাথায় গৃহবধূ আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও গৃহবধূর বাপের বাড়ির অভিযোগ, তাঁদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে। গৃহবধূর শাশুড়িকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম সোনালি মজুমদার। সোনালির সঙ্গে পাঁচ মাস আগে বিয়ে হয়েছিল তরুণের। সোনালির এটা দ্বিতীয় বিয়ে। তরুণেরও এটি দ্বিতীয় বিয়ে। তরুণের সঙ্গে তাঁর মামীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ জমা পড়েছে। সেটি জানতে পেরে সোনালি প্রতিবাদ করলে তাঁকে মারধর করা হতো। সোনালি এই ঘটনা তাঁর বাপের বাড়ির সদস্যদের জানিয়েছিলেন। ওই গৃহবধূর গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয়। গৃহবধূর পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে। নদীয়া জেলার শান্তিপুরের ফুলিয়ার চাপাতলা সরকারপাড়ার তরুণ মজুমদারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। গৃহবধূ সোনালির বাপের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানার পারমাদন গ্রামে। গৃহবধূর পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে গৃহবধূর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে শাশুড়িকে আটক করেছে পুলিশ। তবে ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত স্বামী তরুণ মজুমদার পলাতক। খোঁজ নেই ওই মামীরও। গৃহবধূর বাবা বিশ্বনাথ কর্মকার বলেন, গতকালই সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ সোনালি ফোন করেছিল। বলেছিল আর বেশিদিন বাঁচব না। এই বলেই ফোন কেটে দেয় মেয়ে। বেলা ১১টা নাগাদ মেয়ের শ্বশুরবাড়ির প্রতিবেশীরা খবর দেন মেয়ে নাকি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মেয়ের শ্বশুরবাড়ি রওনা দেন। তারপরই তাঁরা শান্তিপুর থানায় গিয়ে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে শাশুড়িকে আটক করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ। সোনালির দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। সেখানের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

কোচবিহার শহরে দিদির দূত কর্মসূচী

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৯ এপ্রিলঃ গ্রামের সাথে সাথে এবার শহরেও দিদির দূত কর্মসূচী শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার কোচবিহার শহরের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে দিদির দূত হয়ে গেলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তাঁর সাথে ছিলেন দুই কাউন্সিলার দিলিপ সাহা ও মায়া সাহা সহ দলীয় কর্মীরা। এদিন প্রথমে ওই ওয়ার্ডের মায়ের মন্দির ও চরক মন্দিরে পূজা দিয়ে দিদির দূত কর্মসূচী শুরু করেন অভিজিৎ বাবু। এরপর ওয়ার্ডের বিভিন্ন পাড়ায় গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে কথা বলে রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলো থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন কিনা, তা নিয়ে খোঁজখবর নেন। অভিজিৎ বাবু জানান, গ্রামাঞ্চলে দিদির দূত কর্মসূচী হচ্ছিল বলে অনেকেই ভাবতে শুরু করেছিলেন আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য এই কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন নির্বাচনের জন্য নয়, মানুষকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চালু করা প্রকল্পগুলি সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এই গ্রাম গ্রাম শহর সর্বত্র করা হবে।

মৃত ছেলের স্বপ্ন পুরণে দুঃস্থদের সেবা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৯ এপ্রিলঃ চিকিৎসক ছেলের ছেলের স্বপ্ন ছিল দুঃস্থদের সেবা করা। কিন্তু একটি দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হওয়ায় তার অপূর্ন স্বপ্ন পূরনে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তৈরী করেন তার মা সুনীতা সাহা। নাম রাখেন উদয় উৎসব ফাউন্ডেশন। এরপর গত তিন বছর ধরে দক্ষিণবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকায় গিয়ে দুঃস্থদের জামা-কাপড়, খাবার, বইখাতা প্রভৃতি তুলে দিচ্ছেন তিনি। রবিবার ফাউন্ডশনের সদস্যদের নিয়ে সুনীতাদেবী আসেন পূর্ব বর্ধমান জেলায় পূর্বস্থলী ২ ব্লকে। ছাড়িগঙ্গার পাশে রাজ ইটভাটায় কর্মরত ৮০ জন দুঃস্থ শ্রমিকের হাতে তারা জামা-কাপড়, শুকনো খাবার প্রভৃতি তুলে দেওয়া হয় ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে। জানা গেছে, কলকাতা দমদম এলাকার বাসিন্দা সুনীতা দেবীর বড় ছেলে উৎসব সাহা ডাক্তারি পাশ করে আরজিকর মেডিকেল হাসপাতালের চিকিৎসক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। তার স্বপ্ন ছিলো বেতনের অধিকাংশ টাকা প্রকৃত দুঃস্থদের দান করা। কিন্তু, হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় উৎসবের মৃত্যু হয়। এরপর ছেলের স্বপ্ন পূরনে উদয় উৎসব ফাউন্ডেশন তৈরি করেন। পূর্বস্থলীর ইটভাটায় দুঃস্থদের জামা কাপড়, খাবার বিতরণ করে ছেলের স্বপ্ন পুরন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন সুনিতা দেবী। এদিন বিনামূল্যে এই ধরনের উপহার সামগ্রী পেয়ে উচ্ছাস প্রকাশ করে ওই ইঁটভাটার শ্রমিকরা। কোলের শিশু থেকে শুরু করে মহিলা পুরুষ সকলেই পেয়েছেন উপহার। মূলত, সকলেই ঝাড়খন্ড রাজ্যের বাসিন্দা। প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকা থেকে পশ্চিমবাংলায় এসেছেন ইটভাটায় শ্রমিকের কাজে। এদিন উপহার পেয়ে তারা আপ্লুত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। আর ছেলের মৃত্যু হলেও তার স্বপ্নের মৃত্যু হতে দেননি পুত্র হারা সুনীতা দেবী।

লাউদোহায় পরিত্যক্ত কুয়োয় নরকঙ্কাল

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৯ এপ্রিল ঃ পরিত্যক্ত কুয়োয় উদ্ধার হল নরকঙ্কাল। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল লাউদোহার কুলবুনি-মহেশপুর এলাকায়। খবর পেয়ে পুলিশ কঙ্কালটি উদ্ধার করে ময়মাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনায় জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যায় লাউদোহা গ্রাম পঞ্চাযেতের কুলবুনিমহেশপুর এলাকায় একটি পরিত্যাক্ত কুয়ো থেকে নরকঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখেন বাসিন্দারা। যদিও কুয়োটি জনবসতি এলাকা থেকে অনেকটা দূরে। স্থানীয় বাসিন্দারা কঙ্কালটি দেখে খবর দেয় পুলিশে। খবর পেয়ে পুলিশ বাসিন্দাদের সহযোগিতায় নরকঙ্কালটি কুয়ো থেকে উদ্ধার করে। তবে নরকঙ্কালটি পুরুষ না মহিলার তা এখনও জানা যায়নি।

প্রধানের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৯ এপ্রিল ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধানের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি করার অভিযোগ উঠল। আর এই অভিযোগ উঠল প্রধানেরই শ্বশুরের বিরুদ্ধে। এখানে রাজনৈতিক মতপার্থক্য আছে। প্রধান শাসকদলের হলেও শ্বশুর কংগ্রেস ঘেঁষা। মুর্শিদাবাদের রানিনগরে এই ঘটনা নিয়ে এখন চর্চা তুঙ্গে। এই ঘটনার পর বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌছয় রানিনগর থানার ওসি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ঘটনাস্থলে একটি গাছের গোড়ায় বোমা ভর্তি ব্যাগ ও একটি সকেট বোমা দেখতে পাওয়া যায়। বোমাগুলি নিস্ক্রিয় করার জন্য বম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়। সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী জেতার পর থেকে এলাকায় বোমাবাজি বেড়েছে বলে খবর। আর তৃণমূলের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। তৃণমূল কংগ্রেসের রানিনগর ২ নম্বর ব্লকের সভাপতি শাহ আলম সরকার ঘটনাস্থলে পৌঁছন। আর কথা বলেন রানিনগর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শেফালি বিবি এবং তাঁর স্বামী আনিসুর রহমানের সঙ্গে। বাড়িতে বোমা মারার ঘটনায় সরাসরি বাবা জহিরুদ্দিন শেখের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন আনিসুর রহমান। তিনি বলেন, ৩৩ বছর বাবা আমাদের দেখেন না। দ্বিতীয় বিয়ে করে আলাদা থাকেন। আমি তৃণমূল করি। আর বাবা কংগ্রেস-সিপিএমকে নিয়ে জোট করার চেষ্টা করছে। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। আমি আবারও যদি টিকিট পাই তাহলে তো আমার সঙ্গেই লড়তে হবে বাবাকে। তাই পথের কাঁটা হিসেবে আমাকে সরিয়ে দিতেই বোমা মারা হয়েছে। রবিবার সকালে অভিযুক্ত জহিরুদ্দিন শেখকে আটক করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের রানিনগর ২ ব্লকের সভাপতি শাহ আলম সরকার অবশ্য বলেন, বেশ কিছুদিন ধরেই খবর পাচ্ছিলাম জহিরুদ্দিন শেখ নানা জায়গায় গোপন বৈঠক করে বেড়াচ্ছেন। বিরোধী দল হিসেবে বৈঠক করতেই পারে। তা বলে ছেলের বাড়িতে বোমাবাজির পরিকল্পনা ছিল বোঝা যায়নি। ছেলেই যখন বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে, তখন নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। পুলিশকে বলেছি ঘটনার তদন্ত করে আসল কারণ জানতে। এই ঘটনায়

KOL RMS/422/2023-2025 RNI No. 64730/95

কড়া নিরাপত্তা

ইসলামাবাদ, ৯ এপ্রিলঃ চলতি সপ্তাহেই পাকিস্তান সফরে আসছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল। সফরকারী নিউজিল্যান্ডকে বিশমানের নিরাপত্তা দেওয়া হবে বলে আশাস দিয়েছে ইসলামাবাদ পুলিশ। জনবল কম থাকা ও রমজানের অন্যান্য কার্যক্রমের কারনে নিউজিল্যান্ডকে নিরাপত্তা দিতে ইসলামাবাদ 'অস্বীকৃতি' জানিয়েছে বলে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পুলিশ বিভাগের সূত্র উল্লেখ করে জিও নিউজ জানায়, নিরাপত্তা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত জনবল নেই তাদের। তারা দাবি করে, বিদেশী দলগুলোর নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি)। পরবর্তীতে এক বিবৃতিতে ইসলামাবাদ পুলিশ জানিয়েছে, সীমিত ওভারের সিরিজের জন্য পাকিস্তানে নিউজিল্যান্ডের সফরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ও বিশ্বমানের নিরাপত্তা দেওয়া হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে ইসলামাবাদ পুলিশ জানিয়েছে, নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দলকে আসন্ন সফরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ও বিশ্বমানের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত ইসলামাবাদ ক্যাপিটাল পুলিশ। এবারের পাকিস্তান সফরে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজ খেলবে নিউজিল্যান্ড। আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে লাহোরে টি-টোয়েন্টি দিয়ে সিরিজ শুরু করবে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড। টি-টোয়েন্টি শেষে ২৬ এপ্রিল থেকে রাওয়ালপিন্ডিতে ওয়ানডে সিরিজ শুরু করবে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড।

মিলল না জয়

কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ এবার আইলিগের দ্বিতীয় ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসের কাছে আটকে গেল ইমামি ইস্টবেঙ্গল। নির্ধারিত সময়ের নিরিখে গোলশূন্য থাকে খেলার ফলাফল। যারফলে রবিবার পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছাড়তে হল বিনো জর্জের ছেলেদের। আগামী ১৪ তারিখ ডায়মন্ড রক এফসির মুখোমুখি হবে ইমামি ইস্টবেঙ্গল শিবির। আজ ম্যাচের প্রথমার্ধ থেকেই যথেষ্ট চনমনে মেজাজে দেখা যায় দুই দলকে। তবে আক্রমণের ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে থাকে ইউনাইটেড স্পোর্টসের ফুটবলাররা। তবে জবাবে পাল্টা আক্রমণ শানাতে ছাড়েনি লাল-হলুদ ফুটবলাররা। প্রথমার্ধের ফলাফল গোলশূন্য থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে একাধিক সহজ সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় দুই পক্ষ। যারফলে নির্ধারিত সময়ের শেষে অমীমাংসিত থাকে ম্যাচের ফলাফল। উল্লেখ্য, এবারের ফুটবল মরশুমে সিনিয়র দলের অবস্থা তথৈবচ হলেও ইয়ুথ ডেভলপমেন্ট লিগে শুরু থেকেই দাপট দেখিয়েছিল জেসিন-হিমাংশুরা। মাঝখানে জামশেদপুরের কাছে পরাজিত হলেও মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে ফের ছন্দে ফিরেছিল ইস্টবেঙ্গল। তবে আইলিগের প্রথম ম্যাচেই ছন্দ হারিয়েছিল লাল-হলুদ শিবির। তবে আজ জয়ের মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামলে ও এক পয়েন্ট নিয়েই খুশি থাকতে হল জেসিনদের।

সুপার কাপ জয়ের লক্ষ্য নিয়ে বাগানের কেরালা যাত্রা

কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ আইএসএলের সাফল্য অতীত। এটিকে মোহনবাগানের মিশন এবার সুপার কাপ। রবিবার সকালে কলকাতায় অনুশীলন করে দুপুরে কেরল উড়ে গেল সবুজ মেরুন। এদিন সকালে অবশ্য যুবভারতী সংলগ্ন ট্রেনিং রাউন্ডে অনুশীলন করে জুয়ান ফেরান্দোর দল। বাগান শিবিরে সুখবর। রবিবার দলের সঙ্গে যোগ দেন দিমিত্রি। সাতদিন অনুশীলন হয়ে গেলেও দেখা যাচ্ছিল না অজি গোল মেশিনকে। রবিবার অবশ্য পুরোদমে অনুশীলন করেন দিমিত্রি। দুপুরে বিমানে কোজিকোড় উড়ে গেল প্রীতম কোটাল, লিস্টন কোলাসোরা। সোমবার প্রথম ম্যাচে এটিকে মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ গোকুলাম কেরল এফসি। প্রথম ম্যাচে আই লিগের দলের বিরুদ্ধে খেলতে হলেও বেশ সতর্ক সবুজ মেরুন কোচ ফেরান্দো। আই লিগের দল হলেও গোকুলাম বেশ সমীহ করছে সবুজ মেরুন শিবির। ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা পাবে গোকুলাম। কেরলের আবহাওয়া সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই বড় চ্যালেঞ্জ এটিকে মোহনবাগান ফুটবলারদের কাছে। কোনরকম অনুশীলন ছাড়াই খেলতে নামবে আইএসএল চ্যাম্পিয়নরা। প্রতিপক্ষ দলকে নিয়ে বেশ সতর্ক সবুজ মেরুন কোচ। ফেরান্দোর কথায়, যে কোনও টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ সব সময় কঠিন হয়। তাই আমিও মনে করি আমাদের কাছে প্রথম ম্যাচটা ফাইনাল হতে চলেছে। গোকুলাম ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা পাবে তাতে অবশ্য আমি চিন্তিত নই। রণনীতি অনুযায়ী খেলতে হবে আমাদের। সুপার কাপে মোহনবাগানের গ্রুপে রয়েছে জামসেদপুর এফসি, এফসি গোয়া। নকআউট টুর্নামেন্ট হওয়ায় প্রতিটি ম্যাচই ফাইনাল ফেরান্দোর কাছে। একটি ম্যাচে পা ফসকালেই বিদায়ের মুখে পড়তে হতে পারে। তাই এই তিনটি ম্যাচ ফাইনাল ধরেই এগোচ্ছেন ফেরান্দো। সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হলে খুলে যাবে এএফসি কাপের দরজা। তাই প্রতিটি দল মরিয়া থাকবে এএফসি খেলার জন্য। আইএসএল

চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় এটিকে মোহনবাগানকে নিয়ে তুঙ্গে থাকবে প্রত্যাশার পারদ। কয়েক সপ্তাহ আগে ভারতসেরা হওয়ায় আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে নামবে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। আত্মবিশ্বাস্য সেই হলেও দলে আত্মতুষ্টিকে কোনরকম জায়গা দিতে নারাজ স্প্যানিশ কোচ। চোট আঘাতে সমস্যা এখনও পুরোপুরি কাটেনি। মনবীর, আশিকরা অনুশীলন করলেও পুরো ফিট হতে পারেননি। সোমবার গোকুলামের বিরুদ্ধে ম্যাচে এই দুই ফুটবলারের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। যদিও সোমবারের ম্যাচে জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবছেন না ফেরান্দো। কলকাতায় কোচিং করিয়ে ময়দানের হাওয়া ভালোমতোই বুঝে নিয়েছেন স্প্যানিশ কোচ। সাফল্য ভুলতে বেশীদিন সময় লাগে না। পান থেকে চুন খসলেই বিপদ। গোয়ার পর এবার কেরল থেকেও ট্রফি নিয়েই ফিরতে চাইছেন ফেরান্দো। উল্লেখ্য, আইএসএল জেতার পর আসন্ন সুপার কাপ জয়কে প্রধান উদ্দেশ্য করে এগোচ্ছেন এটিকে মোহনবাগান কোচ জুয়ান ফেরান্দো। তাই গত ২ এপ্রিল থেকেই দল নিয়ে অনুশীলনে নেমে পড়েছেন তিনি। প্রথম দিকে সমস্ত খেলোয়াড়দের না পাওয়া গেলেও অনুশীলন শুরুর কয়েকদিন পর থেকেই দলের সাথে যুক্ত হয়েছেন প্রায় সকলেই। তবে ছিলেন না দলের অন্যতম ভরসা দিমিত্রি পেত্রাতোস। যা দেখে অনেকেই ভেবেছিলেন, এবারের সুপার কাপে হয়তো দলে থাকবেন না এই অজি ফুটবলার। কিন্তু সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে গত শুক্রবার রাতে কলকাতার বুকে পা রাখেন দিমিত্রি। তারপর কিছুটা বিশ্রাম নেওয়ার পর রবিবার কেরালা উড়ে যাওয়ার আগে দলের সাথে অনুশীলনে নামেন তিনি। বলা যায় সুপার কাপের আগে কলকাতায় শেষ অনুশীলন করলেন দিমিত্রি। বলাবাহুল্য, এবারের আইএসএল মরশুমে যথেষ্ট চনমনে থেকেছেন এই অস্ট্রেলিয়ান ফুটবলার। সবুজ-মেরুন জার্সিতে একাধিক গোল করে ম্যাচ জেতানোর কারিগর থেকেছেন তিনি। যার ফলে টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ পর্যন্ত ক্লেটন সিলভা ও দিয়াগো মৌরিসির পাশাপাশি সোনার বুটের অন্যতম দাবিদার মনে করা হচ্ছিল তাকে। এমনকি ফাইনাল ম্যাচে এটিকে মোহনবাগানের হয়ে দুটি গোলও উঠে এসেছিল এই দিমিত্রির পা থেকেই। এবার তাকে সামনে রেখেই গোকুলাম বধের ছক তৈরি করছেন কোচ ফেরান্দো। কিন্তু খেলোয়াড়দের চোটের সমস্যা প্রচন্ড ভাবাচ্ছে বাগানের হেডস্যারকে। এখনও পর্যন্ত চোটের সমস্যা থেকে পুরোপুরি রেহাই পাননি দলের দুই ভরসাযোগ্য তারকা আশিক কুরুনিয়ান ও মনবীর সিংয়ের মতো তারকারা। যদিও দলের সঙ্গে অনুশীলন করছেন সকলেই। তবে এবারের আইএসএল জিতে আত্মবিশ্বাসী মনোভাব থাকলেও আত্মতুষ্ট হতে চাননা ফেরান্দো। তার কথায়, সবাই আইএসএলের মতো আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগোনোর পরিকল্পনা রাখলেও মাথায় রাখতে হবে এটা কাপ টুর্নামেন্ট। যেখানে ভুল করলে পরবর্তীতে আর সুযোগ মেলে না।

আইপিএলে হ্যাটট্রিক করলেন রশিদ খান

রিঙ্কু ঝড়ে গুজরাত বধ কলকাতার

আহমেদাবাদ, ৯ এপ্রিল ঃ গতবার আইপিএল অভিষেকেই চমকে দিয়েছিল গুজরাত টাইটান্স। চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল হার্দিক পাণ্ডিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি। ঠিক যেখান থেকে হার্দিকরা শেষ করেছিলেন, সেখান থেকেই শুরু করেছেন চলতি আইপিএল সিক্সটিনে। ব্যাক টু ব্যাক জিতেছেন হার্দিকরা। প্রথম ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসকে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে গুজরাত হারিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালসকে। রবিবার গুজরাত নিজেদের ঘরের মাঠ নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে তৃতীয় ম্যাচ খেলল কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে। তৃতীয় ম্যাচেও বুক ফুলিয়ে জিতবে ভেবেছিল গুজরাত। কিন্তু রিঙ্কু সিংয়ের

অবিশ্বাস্য ইনিংস গুজরাতের মুখ থেকে জয় কেড়ে নেয়। অভাবনীয় ইনিংস খেলে কলকাতাকে জেতালেন রিঙ্কু। কলকাতা চলতি আইপিএলের প্রথম ম্যাচে পঞ্জাবের কাছে হেরেছিল, দ্বিতীয় ম্যাচে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে দারুণ প্রত্যাবর্তন করে তারা। তৃতীয় ম্যাচেও ফের জিতল কেকেআর। এদিন শুরুতেই চমকে দিয়েছে গুজরাত। নীতীশ রানার সঙ্গে টস করতে আসেন আফগান অধিনায়ক রশিদ খান। রশিদ টসের সময়ে জানিয়ে দিলেন হার্দিকের না খেলার প্রকৃত কারণ। রশিদ বলেন, হার্দিকের শরীরটা হালকা বিগড়েছে। আমরা ওকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইনি। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্তে রশিদ বলেছিলেন, ভীষণ তরতাজা উইকেট। আশা করি ভালো একটা রান করব, সেই রান তাড়া করব। দল হিসেবে ভালো ক্রিকেট খেলতে চাই। ভালো ব্যাট করেই বড় রান করতে চাই। গুজরাত প্রথমে ব্যাট করে তোলে চার উইকেট হারিয়ে ২০৪। ঋদ্ধিমান সাহা ও শুভমন গিলের চেনা ওপেনিং জুটি শুরু করেছিলেন এদিন। তবে বাংলার উইকেটকিপার-ব্যাটার ১৭ বলে ১৭ করে ফিরে যান। সুনীল নারাইনের বলে তিনি নারায়ণ জগদিশনের হাতে ক্যাচ তুলে দেন। ৩৩ রানে প্রথম উইকেট হারানো গুজরাতের হাত শক্ত করতে এসেছিলেন ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার সাই সুদর্শন। গিলের সঙ্গে রান তোলার কাজটা শুরু করে দেন তিনি। ৩১ বলে ৩৯ করে ফিরে যান গিল। তিনিও শিকার হন নারাইনের। গিল ক্যাচ তুলে দেন উমেশ যাদবের হাতে। এরপর চারে এসে অভিনব মনোহর ৮ বলে ১৪ রান করে আউট হয়ে যান। তাঁকে ফেরান গত ম্যাচে কেকেআরের আবিষ্কার সুযশ শর্মা। এরপর বিজয় শংকর এসে দাপট দেখাতে শুরু করেন। সুদর্শন ৩৮ বলে ৫৩ করে ফেরেন। তিনি উইকেট দেন নারাইনের বলে। তবে শেষ পর্যন্ত ক্রিজে ছিলেন বিজয়। ৩৩ মিনিট ক্রিজে থেকে দাপট দেখালেন তিনি। ২৪ বলে করলেন ৬৩ রান। ২৬২.৫০-র স্ট্রাইক রেটে এদিন খেললেন তিনি। বিজয়ের ব্যাট থেকে এল চারটি চার ও পাঁচটি ছয়। নারাইন তিনটি ও সুযশ নেন একটি উইকেট। কেকেআরের হয়ে এই রান তাড়া করতে নামেন রহমানুল্লাহ গুরবাজ ও নারায়ণ। কিন্তু মাত্র ২.৩ ওভারেই কেকেআরের প্রথম উইকেট চলে যায়। ১২ বলে ১৫ রান করে ফিরে যান আফগান ওপেনার। মহম্মদ শামির বলে যশ দয়ালের হাতে ক্যাচ তুলে ফিরে যান। এরপর নারায়ণও আউট হয়ে যান মাত্র ৬ রান করে। এরপর ম্যাচটা ধরে নেন ক্যাপ্টেন নীতীশ ও ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার ভেঙ্কটেশ আইয়ার। চার ওভারে ২৮ রানে দুই উইকেট চলে গিয়েছিল টিমের। সেখান থেকে রানা-আইয়ার ৫৫ বলের জুটিতে ১০০ রান যোগ করেন স্কোরবোর্ডে। ২৯ বলে দুরন্ত ৪৫ রানের ইনিংস খেলে আউট হন রানা। তিনিও ক্যাচ তুলে দেন শামির বলে। এরপর রিঙ্কু সিংকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাট হাতে তাণ্ডবলীলা দেখাতে শুরু করেন ভেঙ্কটেশ। চার-ছয় ছাড়া কথা বলছিলেন না তিনি। বহু দিন পর সেই চেনা ভেঙ্কটেশকে দেখে কেকেআরের সমর্থকরা উদ্বেল হয়ে পড়েন। তবে ভেঙ্কটেশের দুরন্ত ইনিংস থামে ১৫.৫ ওভারে। আলজারি জোসেফের বলে লং অনে ভেঙ্কটেশ ধরা পড়ে যান শুভমনের হাতে। এদিন ৪০ বলে ভেঙ্কটেশের ৮৩ রানের ইনিংস অনেকদিন মনে থেকে যাবে। আটটি চার ও পাঁচটি ছয় হাঁকান তিনি। ভেঙ্কটেশ যখন ফেরেন, তখন কলকাতার স্কোর চার উইকেট হারিয়ে ১৫৪। তবে ১৭ নম্বর ওভারে এসে রশিদ একাই কামাল করে দেন। এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা স্পিনার। পরপর তিন বলে তুলে নেন তিন উইকেট। আন্দ্রে রাসেল (১), সুনীল নারাইন (০), শার্দূল ঠাকুর (০) হন রশিদের শিকার। চলতি আইপিএলের প্রথম হ্যাটট্রিক এল রশিদের সৌজন্যে। এরপরেই এই ম্যাচ কেকেআরের হাত থেকে বেরিয়ে যায়। এমনটাই ভেবে নিয়েছিলেন সকলে। কিন্তু সব হিসেব বদলে দিলেন রিঙ্কু। শেষ ৬ বলে কেকেআরের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ২৯ রান। রিঙ্কু টানা পাঁচটি ছয় মেরে সব হিসেব বদলে দেন। যশ দয়াল ভাবতে পারেননি যে বল হাতে তাঁর এমন দুর্দিন আসতে চলেছে।

ওয়ার্নারকে খোঁচা

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল ঃ রাজস্থানের বিরুদ্ধে ব্যাটে বড় রান করেও দলকে যেতে পারেননি ডেভিড ওয়ার্নার। দিল্লির হারের পরই অজি বাঁহাতি ব্যাটসম্যানকে খোঁচা দিতে ছাড়লেন না বীরেন্দ্র শেহবাগ। কিছুটা কটাক্ষ করেই ওয়ার্নারকে আইপিএল খেলতে না আসার পরামর্শ দিয়েছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন এই ক্রিকেটার। শনিবার অসমের বর্ষা পাড়া স্টেডিয়ামে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে হারতে হয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালসকে। প্রথমে ব্যাট করে জস বাটলার এবং যশস্বী জয়সওয়ালের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে ভর করে ১৯৯ রান স্কোর বোর্ডে তোলে রাজস্থান রয়্যালস। জবাবে ব্যাট করতে নেবে ২০ ওভারে ১৪২ রানেই আটকে যায় দিল্লি ক্যাপিটালস। দিল্লির পরাজয়ের জন্য ওয়ার্নারের মন্থর ব্যাটিংকেই দায়ী করেছেন শেহবাগ থেকে গাভাস্কার। দিল্লি দলের ব্যাটিং ব্যর্থতার মাঝে একমাত্র কিছুটা রুখে দাঁড়ান ডেভিড ওয়ার্নার। ৫৫ বলে ৬৫ রান করেন অজি তারকা ব্যাটসম্যান। কিন্তু তারপরেও দলকে জেতাতে পারেননি তিনি। ম্যাচের পরে একটি ক্রিকেটীয় আড্ডায় শেহবাগ ওয়ার্নারের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, আমার এই কথা শুনে হয়তো ওয়ার্নার কিছুটা কষ্ট পাবে। ওয়ার্নার যদি শুনতে পান আমি বলছি তাকে ২৫ বলে ৫০ রান করতে হবে। জশস্বী জয়সওয়াল ২৫ বলে ৫০ রান করছে। যদি এই ধরনের ব্যাটিং করতে না পারো তাহলে ভারতে এসো না এবং আইপিএল খেলো না। শনিবার রাজস্থানের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে ৬৫ রান করলেও তা টি-২০তে ম্যাচ জেতানোর উপযুক্ত ছিল না। দিল্লি অধিনায়ক এই রান করতেই খরচ করে ফেলেছিলেন পঞ্চান্ন বল, এর ফলে দলের জয় অধরাই থাকে। দিল্লির এই হারের জন্য প্রাক্তন ভারতে সুনীল গাভাস্কার সরাসরি ওয়ার্নারকেই দায়ী করেছেন। সানির কথায়, ওয়ার্নার অত্যন্ত অভিজ্ঞ ক্রিকেটার, একইসঙ্গে দিল্লি দলের ক্যাপ্টেন। আইপিএলে দ্রুততম ৬ হাজার মালিকও। তাই তার থেকে এই ধরনের পারফরম্যান্স আশা করা যায় না। এই ম্যাচ হারের জন্য ওয়ার্নারকে দায়িত্ব নিতেই হবে। আইপিএল শুরু থেকেই খুব একটা ভালো ছন্দে নেই দিল্লি ক্যাপিটালস।

সূর্যকুমারের পাশে দাঁড়ালেন পন্টিং

মুম্বই, ৯ এপ্রিল ঃ ২০২২ সালেও তিনি ছিলেন স্বপ্নের ফর্মে। তবে ২০২৩ সালে এসে কোথাও যেন কেটে গিয়েছে তাল। সূর্যকুমার যাদবের ব্যাট থেকে হঠাৎ উধাও ছন্দ। যাকে কিনা কয়েকদিন আগেও ভারতের '৩৬০ ডিগ্রি' ক্রিকেটার বলা হচ্ছিল তিনি নাকি একটা রান করতে হিমশিম খাচ্ছেন! ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে তিনটি ম্যাচের তিনটিতেই তিনি আউট হয়েছেন গোল্ডেন ডাক করে। সামনেই দেশের মাটিতে রয়েছে ওয়ানডে বিশ্বকাপ আর তার আগে সূর্যর এই ফর্ম হারানোর ফলে অনেকেই তাঁকে জাতীয় দল থেকে বাদ দেওয়ার দাবি তুলেছেন। তবে এমন আবহে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন অজিদের বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পন্টিং। রিকি আরও একধাপ এগিয়ে দাবি করেছেন সূর্য এমন এক ক্রিকেটার যিনি ভারতকে বিশ্বকাপ এনে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন! রিকি পন্টিংয়ের মতে সূর্যকুমারকে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের পূর্ণ সমর্থন দেওয়া উচিত। দ্য আইসিসি রিভিউতে পন্টিং বলেন, সূর্যর গত ১২-১৮ মাস অনবদ্য সময় কেটেছে। গোটা বিশ্বের সকলে জানে সূর্যর কী ক্ষমতা রয়েছে। সাদা বলের ফর্ম্যাটে ও কতটা ভালো ব্যাটিং করতে পারে। আমার মনে হয় ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত সূর্যর পাশে থাকার। কারণ সূর্য হল এমন এক ক্রিকেটার যে ভারতকে বিশ্বকাপ এনে দিতে পারে। ওর

ধারাবাহিকতা নিয়ে হয়ত কিছুটা সমস্যা রয়েছে। তবে ও এমন এক ক্রিকেটার যে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দলকে ম্যাচ জেতাতে পারে। অনেকটা স্বর্গীয় মহাতারকা অ্যান্ড্রু সাইমন্ডসের মতন। পন্টিং আরও যোগ করেন, ফলে আমি সূর্যর বিষয়টা ভারতের হয়ে এমনভাবেই দেখতে চাইব যে ও এমন এক ক্রিকেটার যে পারফরম্যান্সের মধ্যে দিয়ে যে কোনও সময়ে ম্যাচের রং বদলে দিতে পারে। আমি ম্যাচ উইনার ক্রিকেটারদেরকে নিয়েই দল গড়তে চাইব। আমার মতে সূর্য একজন ম্যাচ উইনার। ওয়ানডেতে সূর্যর সাম্প্রতিক খারাপ ফর্ম সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, এমনটা হতেই পারে। প্রত্যেক ক্রিকেটার কোনও না কোনও সময়ে তাঁদের কেরিয়ারে এমন সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন। তবে আমি নিশ্চিত নই যে আমি এর আগে কখনও ওয়ানডেতে কাউকে পরপর তিন ম্যাচে প্রথম বলেই আউট হতে দেখেছি। গোটা সিরিজে আগে কখনও আমি কাউকে এভাবে আউট হতে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। তবে এটাও বলব আমাদের সবার কেরিয়ারে এমন একটা সময় আসে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসেবে কেরিয়ারে চড়াই উতরাই থাকবেই। আমার মনে হয় সূর্য ভারতের হয়ে পাঁচে ব্যাট করছিল, তাই না? এর থেকে নিচে টিম ম্যানেজমেন্ট ওকে ব্যাট করাতেও চাইবে না। কারণ ওদের হাতে হার্দিক, জাদেজা এবং অক্ষরের মত ব্যাটাররা রয়েছেন। যারা লোয়ার মিডল অর্ডারে দারুণ ব্যাটিং করতে পারেন।

দলকে জিতিয়ে ইউরোপের সেরা ফুটবলার মেসি

প্যারিস, ৯ এপ্রিল ঃ শনিবাসরীয় রাতে নিজের ফুটবল কেরিয়ারে আরও একটি নজির গড়ে ফেললেন কিংবদন্তি আর্জেন্টাইন ফুটবলার লিওনেল মেসি। ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলে নিজের কেরিয়ারের ৭০২ নম্বর গোলটি করে এদিন নজির গড়লেন মেসি। শনিবার নিঁসের বিরুদ্ধে ম্যাচে গোল করে ইউরোপীয় ক্লাব কেরিয়ারে সর্বাধিক গোল করার নজিরটি নিজের দখলে নিলেন মেসি। এতদিন এই নজির ছিল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। এবার রোনাল্ডোকে (৭০১) পিছনে ফেললেন তিনি। এর পাশাপাশি তিনি ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলে ২৯৮টি অ্যাসিস্টও দিয়েছেন। অর্থাৎ মোট ১০০০টি গোলে ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলে অবদান থাকল তাঁর। গত এক সপ্তাহের মধ্যেই যেন মেসির ক্ষেত্রে ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। সপ্তাহ খানেক আগেই পিএসজি, লিঁওর কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল। ওই ম্যাচেই দর্শকদের কটুক্তির শিকার হতে হয় মেসিকে। আর সেই চিত্রটাই যেন বদলে গেল নিঁসের বিরুদ্ধে ম্যাচে। এই ম্যাচে ২-০ গোলে জিতেছে তাঁরা। লিঁয়র বিরুদ্ধে হারের পরেই দর্শকদের কটুক্তির শিকার হওয়া মেসিকে নিয়ে বেড়েছিল জল্পনা। তারপরেই আশঙ্কা তৈরি হয় চুক্তি নবীকরণ না করেই পিএসজি ছাড়ার বিষয়ে মনস্থির করে নিয়েছেন মেসি! এদিন ২৬ মিনিটে নুনো মেনডেসের ক্রস থেকে মেসি দলকে এগিয়ে দেন মেসি। এরপর পিএসজির গোলরক্ষক গিয়ানলুইগি ডোনারুমা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে নিঁসকে হতাশ করেছেন। নিঁসের ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার ডাটের শট পোস্টে লেগে ফেরত আসে। ম্যাচ শেষের ১৪ মিনিটে আগে মেসির কর্ণার থেকে রামোসের হেডে পিএসজির জয় নিশ্চিত হয়। টানা দুই ম্যাচে পরাজয়ের পর শেষ পর্যন্ত জয়ের দেখা পেল পিএসজি। ঐ পরাজয়গুলো গাল্টিয়ারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। এমনকি মরশুম শেষে তার বিদায়ও দেখে ফেলেছিল অনেকেই। এই জয় নিশ্চিতভাবেই গাল্টিয়ারের কাছে অনেক কিছু। গত মরশুমে নিঁসের দায়িত্বে থাকা গাল্টিয়ার আয়োজক সমর্থকদের ম্যাচ শেষে প্রশংসা করেছেন। বিশেষ করে তার ক্যান্সারে আক্রান্ত ৮৩ বছর বয়সী মায়ের প্রতি সমবেদনা জানানোর কারনে নিঁস সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন গাল্টিয়ার। গত মরশুমে গাল্টিয়ারের অধীনে নিঁস পঞ্চম স্থানে থেকে লিগ শেষ করেছিল। এই ম্যাচের আগে দ্বিতীয় স্থানে থাকা লেন্স শুক্রবার জয়ী হয়ে পিএসজির সাথে পয়েন্টের ব্যবধান তিন'এ নামিয়ে এনেছিল। আগামী সপ্তাহে টেবিলের শীর্ষ এই দুই দল একে অপরের মোকাবিলা করবে। গাল্টিয়ার বলেছেন, আমরা জানতাম আমাদের ঘাড়ে অনেক বড় চাপ রয়েছে। কারন একদিকে আমরা বাজে পারফর্ম করছি, অন্যদিকে নিঁস জিতে চলেছে। নিঁস যেহেতু ভাল দল সে কারনে আজ চাপটা আরও বেশী ছিল। অবশ্যই এবারের মরশুমে এটাই আমাদের সেরা পারফরমেন্স নয়। কিন্তু খেলোয়াড়রা সবাই লড়াই করেছে। এই তিন পয়েন্ট অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। ছয় পয়েন্ট হারিয়ে ছয় পয়েন্ট লিড নেওয়া সত্যিই বিশেষ কিছু। কিন্তু আমরা জানি আগামী সপ্তাহে মরশুমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ অপেক্ষা করছে। জানুয়ারিতে লুসিয়েন ফাভরের জায়গায় কোচ হিসেবে পিএসজির প্রাক্তন মিডফিল্ডার দিদিয়ের দিগার্ড যোগ দেওয়ার পর সব ধরনের প্রতিযোগিতায় ১৫ ম্যাচে এটি নিঁসের প্রথম পরাজয়। এই পরাজয় সত্ত্বেও নিঁস লিগ টেবিলের অষ্টম স্থানেই রয়েছে। এবারের গ্রীষ্মে চুক্তি শেষ হয়ে যাবার পর মেসির প্যারিস ছাড়া গুঞ্জন রয়েছে। যে কারনে তার সাম্প্রতিক পারফরমেন্সের ঘাটতি কিছুটা হলেও নজড়ে পড়েছে, আর এতেই পিএসজির সমর্থকদের বিদ্রুপ শুনতে হয়েছে বিশ্বকাপ জয়ী এই অধিনায়ককে। কাল তার গোলেই এগিয়ে যায় সফরকারীরা। মরশুমে এটি মেসির ১৪তম লিগ ওয়ান গোল। এই গোলের আগে দানিলো পেরেইরার শট পোস্টে লেগে ফেরত আসে। মাত্র ১০ মিনিটে মিডফিল্ডার রেনাটো সানচেজ চোট পেয়ে মাঠ ছাড়লে তা পিএসজির জন্য দুঃশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। নিকোলাস পেপে ও টেরেম মোফির শট বিরতির আগে রুখে দেন ডোনারুমা। দ্বিতীয়ার্ধের ৬ মিনিটে ডাটের শট বারে লাগলে সমতায় ফেরা হয়নি নিঁসের। এরপর পেপে ও ইউসুফ এডায়শিমিয়ের শট রুখে দিয়ে আবারও পিএসজিকে রক্ষা করেছেন ডোনারুমা। ৭৬ মিনিটে কর্ণার থেকে রামোসের হেডে পিএসজির জয় নিশ্চিত হয়। ম্যাচের শেষ ভাগে দানিলোর হেড ক্রসবারে লেগে ফেরত এলে ব্যবধান বাড়াতে পারেনি পিএসজি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615